আমেরিকা ভ্রমণ

শ্রীসত্যশরণ সিংহ

বহরমপুর

চৈত্র, ১৩২৭

উৎসর্গ

যিনি শৈশব হইতে আমাকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য যত্ন ও অর্থ ব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই, আমার আমেরিকা রওনা হওয়ার পর হইতে কি প্রকারে আমি তথাকার খরচ চালাইয়া মানুষ হইয়া দেশে ফিরিব—এই সব চিন্তাই ইহ-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার মৃত্যু সংবাদ সেই আত্মীয়-স্বজন-শূন্য সুদূর ক্যানেডাতে পাইয়াছিলাম, যাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া আর দেখিতে পাই নাই, যাঁহার আত্মা এখন অক্ষয় অমর ও চিরশান্তির রাজ্যে বিরাজ করিতেছে, সেই পূজনীয় পিতৃদেবের শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

যিনি শৈশব হইতে আমাকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য যত্ন ও অর্থ ব্যয়ের ত্রুটী করেন নাই, যিনি আমার আমেরিকা রওনা হওয়ার পর হইতে কি প্রকারে আমি তথাকার খরচ চালাইয়া মানুষ হইয়া দেশে ফিরিব—এই সব চিন্তাই ইহ-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার মৃত্যু সংবাদ সেই আত্মীয়-স্বজন-শূন্য সুদূর ক্যানেডাতে পাইয়াছিলাম, যাঁহাকে ভারতে ফিরিয়া আর দেখিতে পাই নাই, যাঁহার আত্মা এখন অক্ষয় অমর ও চিরশান্তির রাজ্যে বিরাজ করিতেছে, সেই পূজনীয় পিতৃদেবের শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

স্কুলে যখন ভূগোল পড়িতাম তখন হইতে মনের মধ্যে এক আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে স্বচক্ষে ভূগোলের লিখিত স্থানগুলি দেখিব; ভাগ্যক্রমে ভবিষ্যতে আমার এই বাসনা কতক চরিতার্থও হইয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর পিতার এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে তিনি আমাকে বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাত পাঠান। কিন্তু সেই সময় তাঁহার সঞ্চিত অর্থ অপ্রত্যাশিতভাবে নষ্ট হওয়ায় আমাকে শিল্পবিজ্ঞান সমিতির নিকট ও কয়েকজন সহৃদয় স্বদেশবাসীর নিকট অর্থসাহায্য ভিক্ষা করিয়া আমেরিকা যাইতে হয়। শিল্পবিজ্ঞান সমিতি হইতে প্রথমতঃ জাহাজ ভাড়া ও কলেজের মাহিনা পাই, তাহার পর মাসিক ২৫৲ টাকার বৃত্তি পাই, সেই বৃত্তি শেষে মাসে ৪০৲ টাকা হিসাবেও পাইতাম। উক্ত বৃত্তিতে ও দেশের লোকের নিকট হইতে যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহাতেও আমার বিদেশের সমস্ত খরচ কুলাইত না। আমাকে ক্যানেডা ও মার্কিন রাজ্যে চাকরী পর্য্যন্ত করিতে হয়। আমেরিকাতে যে কোন বিজ্ঞান ইংলণ্ডের অপেক্ষা কম খরচে ভাল শিক্ষা করিতে পারা যায় এ বিষয় আর কোন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া আমেরিকায় self-supporting অর্থাৎ আত্ম-নির্ভর হইয়াও থাকা যায়। আমার এই ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিলে তাহার অনেক আভাস পাওয়া যাইবে।

স্বদেশ ত্যাগ করার পর হইতে আমার আমেরিকা যাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া লিখিয়াছিলাম। বিদেশীর চক্ষে যে সমস্ত ঘটনা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় তাহাও আমি মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতাম, প্রবাসে থাকিয়া বাড়ীতে যে সমস্ত পত্র দিতাম তাহাতেও এই সুদূর বিদেশের কথা কিছু কিছু করিয়া লিখিয়া

পাঠাইতাম। যখন লিখিতাম তখন হইতে মনের মধ্যে এই ইচ্ছা ছিল যে ভবিষ্যতে এই গুলিকে একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিব। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর ট্রেণে ভ্রমণ করিবার সময়, রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে, বার লাইব্রেরীতে প্রফেসরস্ roomএ, ছাত্রদের হোষ্টেলে যখনই বিদেশের গল্প, বিশেষতঃ আমেরিকার গল্প বলি তখন সকলেই বিশেষ আগ্রহসহকারে শুনেন। তাঁহাদের এবং অন্যান্য বন্ধুদের উৎসাহে "আমেরিকা ভ্রমণ" এক্ষণে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইলাম। আমার ছাত্রবৃন্দ, পরিচিত ভদ্রলোক, ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই প্রায়ই আমাকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তজ্জন্য আমার এই পুস্তকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই কিছু বেশী করিয়া বলিবার প্রয়াস করিয়াছি। আমেরিকার গল্প কখন পুরাতন হয় না ও কখন ভুলিতে পারা যায় না, সেই Columbus কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নূতন পৃথিবী অর্থাৎ আমেরিকা এখনও আমার চক্ষের নিকট জাজ্বল্যমান।

বিদেশ ভ্রমণে যে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করা যায় তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সকলের ভাগ্যে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ ঘটে না। যাঁহাদের ভাগ্যে এ সুযোগ ঘটে নাই, আশা করি তাঁহারা আমার এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক কৌতূহলোদ্দীপক নূতন সংবাদ অবগত হইবেন ও বিদেশ-ভ্রমণের আনন্দ কতকটা ঘরে বসিয়াই উপভোগ করিতে পারিবেন।

বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্ মহোদয় আমার এ পুস্তকখানির ভাষা স্থানে স্থানে দেখিয়া দিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

বহরমপুর
চৈত্র, ১৩২৭

শ্রীসত্যশরণ সিংহ

সূচী

বিষয় পত্রাঙ্ক

চিত্র-সূচী

২০। Sleigh—বরফের উপর চালাইবার গাড়ী

২১। Ontario হ্রদ ও তাহার জমাট বরফ

২২। Ice—breaking ষ্টিমার "Minto" জর্জ্জটাউন হইতে পিকটু আসিবার পথে বরফে আটকাইয়া গিয়াছে

২৩। শীত ঋতুর মধ্যভাগে বরফাবৃত ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Library tower ও campus-এর গাছের শোভা

২৪। শীত কালে Crystal হ্রদের নিকটস্থ band stand এর অবস্থা

২৫। Crystal হ্রদের জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে

২৬। আর্বানার ৯১৮ নং ওয়েষ্ট নেভেডা ষ্ট্রীটের বাড়ীর শীত-কালের দৃশ্য

২৭। Push—ball খেলা

২৮। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Auditorium

২৯। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ডিগ্রি লইবার জন্য march করিয়া গমন

৩০। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছাত্রগণের Bachelor's ডিগ্রি লইবার জন্য march করিয়া গমন

৩১। "কি ছিল, কি হ'ল"। সেপ্টেম্বর মাসের সেফ্‌টিপিন আঁটা Freshman, সেই এখন জুন মাসে কি হইয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

৩২। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট "co-ed"

৩৩। May Queenকে মুকুটান্বিত করা হইতেছে

৩৪। Folk dancers (নাচওয়ালী)

৩৫। ইলিনয় Fieldএ মে মাসে দণ্ডের চারিদিকে ছাত্রীদের ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ ও "May pole" উৎসব সম্পাদন



[illegible] Red Indian [illegible]

[illegible]

আমেরিকা ভ্রমণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা হইতে আমেরিকা—ষ্টিমার পথে

১৯০৭'র ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার প্রাতে কলিকাতা হাইকোর্টের সামনে চাঁদপাল ঘাটে আমি আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গসহ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ৬টার সময় ডাক্তার আমার নাড়ী টিপিয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেন। পিতামাতা ও ঘাটস্থ পূজনীয় আত্মীয় স্বজনের পদধূলি লইয়া Launch অর্থাৎ বড় নৌকাতে উঠিলাম। আমার সঙ্গে আরও চারিজন বাঙ্গালী ছাত্র উঠিলেন। ঐ দিন আমার জীবনের এক বিশেষ দিন। এরূপ স্থির শান্ত ভাবে যে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিব তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। Launchএ উঠিয়া কখন তাঁহাদের পানে রুমাল নাড়িতে লাগিলাম আবার কখন বা টুপি তুলিয়া বিদায়ের চিহ্ন প্রদর্শন করিতে ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে শরীর একটু অবসন্ন হইল, তখন ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী প্রদেশে যাইবার জন্য নিজের মনকে আরও দৃঢ় করিলাম, তখন সেই অবসন্ন শরীরে বল পাইলাম। Launchএর মুখ ফিরিল, আমিও পেছন ফিরিলাম। আমার পাশে আর যে চারিজন বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহারাও সকলে Launchএর রেলিং

ধরিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন--যেন সকলেই বিদায়-বেদনায় আত্মবিস্মৃত। ক্রমে যখন সেই চাঁদপাল ঘাট চক্ষুর অন্তরাল হইল, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, আত্মীয় বন্ধুদের মুখ আর দেখিতে পাইলাম না--সেই সময় সেই প্রভাতের মৃদুমন্দ পবন গঙ্গার উপর দিয়া যেন তাঁহাদের কথাবার্ত্তাকে শুনাইবার জন্য আমার কানের নিকট ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতেছিল। Launch যাইয়া গার্ডেণ্‌রিচে B. I. S. N. Co'র "ডিলওয়ারা" জাহাজের পার্শ্বে গিয়া লাগিল, তখন বেলা ৮টা। অগত্যা সেই "ডিলওয়ারা" জাহাজ যাহাতে এক মাসের অধিক থাকিতে হইবে, সেই নূতন গৃহের নূতন cabin এ একে একে প্রবেশ করিলাম। মন তাহাতেই সান্ত্বনা মানিল। বেলা ৮॥ টার সময় গার্ডেণ্‌রিচ্ হইতে "ডিলওয়ারা" একবার ভীম নিনাদ করিয়া শন্ শন্ বেগে গঙ্গার জলকে কাঁপাইয়া নিজের গন্তব্যস্থানাভিমুখে চলিল, তাহার পথ রোধ করিবার জন্য আর কেহ রহিল না।

শিল্পশিক্ষার্থে যে ৪ জন ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইতেছিলাম, সেই ৪ জন আমরা এক cabin এ অর্থাৎ ছোট এক কামরায় থাকিতাম। মিঃ বি, এন্, দত্ত ম্যাঞ্চেষ্টারে মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিং, মিঃ এস্, এন্, বোস্ লীড্‌সে ট্যানিং, মিঃ আর্, এন্, সেন লীড্‌সে এপ্লায়েড কেমিষ্টি শিক্ষা করিতে যাইতেছিলেন আর আমি আমেরিকাতে কৃষি ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতেছিলাম। আর একজন বাঙ্গালী ছাত্র মিঃ বি, এন্, বসু লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য যাইতেছিলেন, তিনি পৃথক ক্যাবিনে থাকিতেন। মিঃ পি, কুল, ডাঃ কুলের ছেলে metallurgy শিক্ষা করিবার জন্য Birmingham যাইতেছিলেন।

শিল্পবিজ্ঞান সমিতির চারিজন ছাত্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী ক্যাবিনে একত্র থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেই ঘরে আমাদের জন্য একটী টেবিল, একটী বেঞ্চ, দুইখানি বড় আয়না, দুইখানি কাঁচের পাত্র

জল রাখিবার জন্য কাঁচের কুঁজো, জল খাইবার জন্য কাচের গেলাস, মুখ মুছিবার জন্য তোয়ালে, সাবান প্রভৃতি ছিল। এই জাহাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদের জন্য একটি স্নানের ঘর ও দুইটী পায়খানা ছিল। খাইবার জন্য dining saloon ছিল, সেখানে সকলকে একত্রে খাইতে হইত। খাইবার ঘরে একটী piano ছিল, আর আহারের সময় যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা সবই থাকিত। জাহাজে ধোপা নাপিতও পাওয়া যায়।

অতি প্রত্যুষে প্রত্যেক ঘরের আরোহীগণের এক পেয়ালা করিয়া চা ও টোষ্ট্ খাইবার ব্যবস্থা। প্রাতে ৮॥টা, ১২॥টা, বৈকালে ৪॥টা ও রাত্রে ৮॥টা এই চারিবার খাইবার সময়। প্রাতে ৮॥টা ও ১২॥টার সময় অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে ভাত, ডাল, তরকারী পাওয়া যায়; আর প্রত্যেক বারেই সিদ্ধ মাংস—কোনবার গরুর মাংস, কোনবার শূকরের মাংস, কোনবার ভেড়ার মাংস—কোনবার বা মাছ থাকে। সপ্তাহে একদিন করিয়া মুর্গীর মাংস খাইতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর ঘরে যে রকম করিয়া মাছ মাংস রান্না হয়, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যেক বারেই নুন, গোলমরিচ, mustard প্রভৃতি লাগাইয়া খাইতে হয়। আর অনবরত আঁশটে কাঁচা গন্ধ নাকের কাছে আসে। কোনবারে মুর্গীর ডিম ভাজা, আলু সিদ্ধ, চাট্নি, কুলের পিঠে, কমলালেবু, কলা প্রভৃতি খাইতে দেয়। টেবিলে মুসলমান বালকেরা পরিবেশন করিত।

অধিকাংশ সময় আমরা ডেকের উপরে থাকিতাম, চারিদিকের শোভা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম; আবার কখন ডেকস্থ চেয়ারে বসিয়া বাড়ীর কথা ভাবিতাম।

কাদাগোলা গঙ্গার জল ছাড়িয়া নীল বর্ণের জলের উপর দিয়া জাহাজ যাইতে লাগিল অর্থাৎ Bay of Bengal এর উপর দিয়া জাহাজ

চলিল। সে সময়ের ঢেউ যে কি প্রকার তাহা বর্ণনাতীত, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত সমুদ্রবক্ষঃ, স্থল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। নীল জলে ভয়ানক তুফান, ঢেউ সজোরে আসিয়া অনবরত আমাদের জাহাজের গায়ে লাগিতেছিল; জাহাজ খুব দুলিত, তখন মনে হইত যেন আমরা নাগরদোলায় চড়িলাম; জাহাজের একদিক এমন ডোবে যেন জল ডেকের উপর উঠে, অপর দিক আবার তেমনি উচ্চে উঠে।

দ্বিতীয় দিনের রাত্রে সন্ধ্যার পর হইতে আমরা ডেকের উপর ছিলাম, সন্ধ্যার সময় এমন hurricane হইল, আর বৃষ্টি আসিল যে ডেকের সকল লোক একে একে গতিক ভাল নয় দেখিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। তারপর যাঁহারা জাহাজের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন। আমি আমার জীবনে এ রকম ঝড় সমুদ্রমধ্যে কখন দেখি নাই। আমার প্রথমে একলা নামিয়া আসিতে সাহস হইতেছিল না, এ দিকে জলে পোষাক ভিজিয়া যাইতেছিল, ডেকের পর্দ্দাসব ঝড়ে ছিঁড়িয়া গেল; আর ক্ষণমাত্র দেরী না করিয়া উপর হইতে নামিয়া নিজের ক্যাবিনে আসিলাম। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের পোষাক ভিজিয়া গিয়াছিল তাঁহারা পোষাক পরিবর্ত্তন করিলেন। তখন হইতে অনবরত rolling হইতে লাগিল। সর্ব্বদাই আমাদের গা বমি বমি করিত, খাইতে বসিলে আরও বমি আসিত। আমার একদিন খুব বমি হইয়া গেল, কিন্তু আর সকলে তার পরদিন হইতে দুই তিন বার করিয়া বমি করিতে লাগিলেন। বিছানা হইতে উঠিতে পারা যায় না, দাঁড়াইতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়; তখন এত কষ্ট বোধ করিতাম যে মনে হইত বিলাত না গেলেই ভাল ছিল।

আমাদের কষ্ট দেখিয়া আমাদের cabin boys অর্থাৎ কামরার চাকররা বলিত, "বাঙ্গালী সাহেবরা টাকা নষ্ট করিয়া ঘর ছাড়িয়া শরীর নষ্ট করিবার জন্য বিদেশে যাইতেছেন, বে অফ্ বেঙ্গলের ধাক্কা যখন

সামলাইতে পারিলেন না, তখন এডেন হইতে সুয়েজের মনসুন ও বে অফ্ বিস্কের ঢেউএ যখন জাহাজের rolling হইবে তখন কি করিয়া সহ্য করিবেন ?” তাহারা সকলে আগে হইতে জানিত যে আমরা শিল্প-শিক্ষার্থে বিদেশে যাইতেছি। Sea-sicknessএ বেশী আক্রান্ত হই নাই। আমি জানিতাম যে আমাকে লণ্ডন হইতে Atlantic পার হইয়া নিউইয়র্ক যাইতে হইবে, এখন হইতে না খাইয়া শরীর নষ্ট করিলে শেষে মোটেই দাঁড়াইতে পারিব না, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বে dining saloonএ বসিয়া প্রত্যেক বারেই কিছু কিছু করিয়া খাইতাম, ডেকের উপর আসিয়া ঢেউ দেখিতাম, আর মধ্যে মধ্যে lime-juice খাই-তাম, কখন শূন্য পেটে থাকিতাম না। আমাদের মধ্যে মিঃ সেন বড় বেশী sea-sicknessএ কাতর হইলেন।

২৭শে তারিখে প্রাতঃকালে আমরা মান্দ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলাম। দুইদিকে উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ, মধ্যস্থানে বন্দরে ঢুকিবার পথ, আমাদের জাহাজ তাহার মধ্যদিয়া যাইয়া নঙ্গর করিল আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া একখানি ছোট নৌকা করিয়া পার হইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া মান্দ্রাজ সহর দেখিতে বাহির হইলাম। কলিকাতা অপেক্ষা মান্দ্রাজ অনেক পরিষ্কার বিশেষতঃ সমুদ্রের ধারের রাস্তাগুলি অতি সুন্দর। একটী মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের সহিত আমাদের মধ্যে একজনের পূর্ব্ব হইতে আলাপ থাকাতে তাঁহার বাড়ীতে সেদিন আমরা ভাত ডাল হাতে করিয়া মনের সুখে পেট ভরিয়া খাইলাম। মান্দ্রাজের লোকেরা লঙ্কাটা কিছু বেশী খায়। ঐ ভদ্রলোকটীকে সঙ্গে করিয়া High court, Senate House, Clive's Memorial Building, Y. M. C. A. Association, Medical College, Art school, Public Library প্রভৃতি দেখিলাম। বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজে বেশী কাল রংএর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জাহাজে ফিরিয়া

আসিলাম। সে দিন রাত্রে জাহাজের steward আমাদিগকে চিঙ্গড়ি মাছের তরকারি ও ভাত খাইতে দিয়াছিলেন, আমরা অতি আনন্দের সহিত তাহা খাইয়াছিলাম কারণ "বাঙ্গালী চিঙ্গড় মাছের কাঙ্গালী।"

২৮শে তারিখ বেলা ১১টার সময় আমরা মান্দ্রাজ ছাড়িয়া চলিলাম; জাহাজ এবার কলোম্ব অভিমুখে চলিতে লাগিল; সমুদ্রের মাঝখানে মধ্যে মধ্যে light-house দেখা যাইত; দূরে পাহাড়ের শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যাইত, ঢেউগুলি সজোরে পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া ফোয়ারার মতন অনেক উচ্চে সোজা উঠিত। বড় বড় মাছ সমুদ্রের ঢেউএর সঙ্গে সাঁতার কাটিয়া দলবদ্ধ হইয়া যাইত।

৩০শে তারিখে সন্ধ্যার সময় কলোম্ব আসিয়া পৌঁছিলাম, সমুদ্রের উপরে উচ্চ প্রাচীর দুই দিকে গোল হইয়া ঘিরিয়া আছে, মধ্যস্থল দিয়া বন্দরে ঢুকিবার পথ। প্রাচীরের দুই সীমায় দু'টী আলোর স্তম্ভ, একটীতে লাল আলো, আর একটীতে সবুজ আলো, আর বন্দরের জাহাজগুলিতে আলো জ্বলিতেছে।

রাত্রে আমরা ৪ জন বন্দরে নৌকা করিয়া পার হইয়া ডাঙ্গায় আসিলাম। এখানকার মাঝিরা, গাড়োয়ানরা ভাঙ্গা ইংরাজী বেশ বলিতে পারে, তাহাদের সহিত আমাদিগকে ইংরাজীতে কথা কহিতে হইত। এখানকার মুদ্রা ভিন্ন রকমের। ১০০ সেণ্টস্ ১, টাকার সমান। আমরা সহর দেখিবার জন্য যখন রিক্‌স ভাড়া করিলাম, তখন একজন গাড়োয়ান বলিল, "Do you want to go to girls' house?" (আপনারা কি অসতী নারীর বাড়ী যেতে চান?) আমরা তাহাকে ধমক দিয়া Y. M. C. A'র দিকে হাঁকাইতে বলিলাম। Y. M. C. A তে Rev. J. N. Farquahar এর সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাদিগকে কেক্, লেমনেড্ প্রভৃতি খাওয়াইলেন। রাত্রি ৯॥ টার সময় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া Golface নামে একটী অতি

সুন্দর স্থানে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। সেটা সমুদ্রের একটা কিনারা, তীরটা বেশ ভাল রকম করিয়া বাঁধান, তাহার উপর ঢেউ সজোরে আসিয়া উছলিয়া পড়িতেছিল। কলোম্ব বড় সুন্দর স্থান, বড় বড় বাড়ী আছে; এখানে Whiteaway Laidlaw & Co র branch দোকানও আছে। পোষ্টআফিসে চিঠি পোষ্ট করিতে যাইয়া শুনিলাম যে আমাদের বাঙ্গালার প্রচলিত ডাকটিকটে চিঠি কলিকাতায় যাইবে না; তথাকার প্রচলিত টিকিট ক্রয় করিয়া চিঠি পোষ্ট করিতে বাধ্য হইলাম। বন্দরে সিংহলীদের ছোট ছোট ছেলেরা সব জড় হইয়া থাকিত; তাহাদের দেহের পোষাকের মধ্যে একটা করিয়া কৌপীন এটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তাহাদিগকে একরকম জলের পোকা বলিলেই হয়। তাহারা আমাদিগকে বলিত, "জাহাজ হইতে জলে পয়সা ফেলিয়া দিন, আমরা ডুব দিয়া তুলিব।" আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাই করিতেন, কি আশ্চর্য্য যে তাহারা ডুব দিয়া পয়সা তুলিত ও সেইগুলি তাহাদের প্রাপ্য করিয়া লইত। ২২শে তারিখ প্রাতে ৯টার সময় আমরা কলোম্ব ছাড়িয়া চলিলাম।

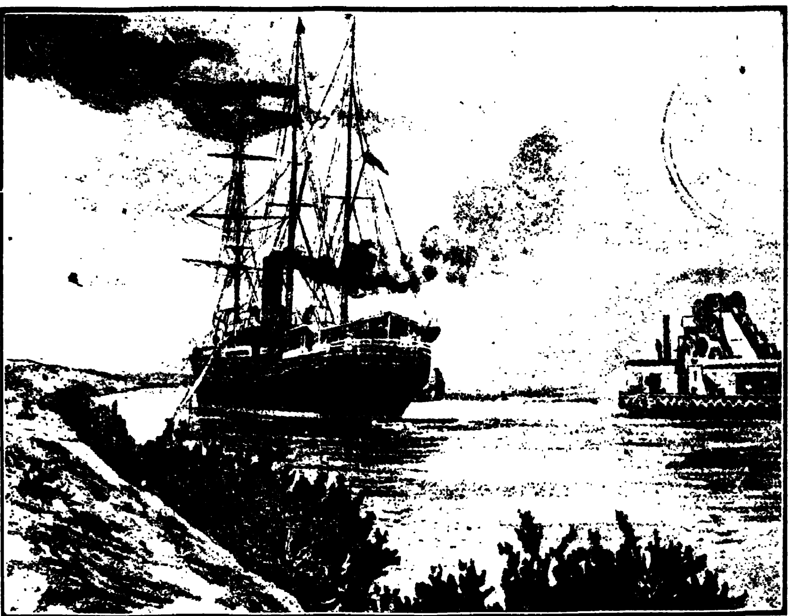
ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া আমাদের জাহাজ এডেন অভিমুখে চলিতে লাগিল। এ সময় আমাদের জাহাজের rolling পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক রকম বেশী হইল। বড় বড় ঢেউ আমাদের জাহাজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেক্‌কে ধোয়াইয়া লইয়া গেল। চারি দিনের দিন Socotra island কে দূরে দেখিতে পাইলাম। Arabian sea হইয়া আমাদের জাহাজ Gulf of Aden এ ঢুকিল, সে দিন ভয়ানক অসহ্য রকম গরম অনুভব করিয়াছিলাম। এখন হইতে Aden না পৌছান অবধি প্রত্যহ আমরা ice-cream খাইতে পাইতাম।

২৯ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় আমরা Aden এ আসিয়া পৌঁছিলাম। এডেন বন্দরের চতুর্দ্দিকে পাহাড়, পাহাড়ের নিকটে

অনেক বড় বড় বাড়ী এবং বাড়ীগুলিতে নানারকম দ্রব্যের অনেক দোকান সাজান আছে। আমরা পাঁচ বন্ধুতে সহরের দিকে যাইলাম। আরব দেশের গাড়ীর উপর চড়িলাম এবং বড় বড় উট দেখিলাম। উটের পিঠে করিয়া কাঠ বাজারে বিক্রয়ের জন্য যায়—এখানে এত উট। এ স্থানটা ভয়ানক অনুর্ব্বর; গাছপালা খুব কম, যাহা আছে তাহা অর্দ্ধমরা বলিলেই হয়। এডেন ডকের সম্মুখে একটী পাহাড়ের উপর বড় একটী ঘড়ি আছে। চতুর্দ্দিকের শোভা মন্দ নহে, কিন্তু ভয়ানক গরম—এত গরম যে অসহ্য, কলিকাতায় এত গরম হয় না। এডেনের দুধি ছাগলের বাঁটগুলি সর্ব্বদাই থোলের মতন কাপড়ের পটি দ্বারা আবৃত থাকে, পাছে বাচ্ছা তাহাদের দুগ্ধ পান করে। এখানকার মাঝি, গাড়োয়ান প্রভৃতি ইংরাজী জানে। আমরা যখন সহর দেখিয়া জাহাজে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন দেখিলাম কতকগুলি লোক উট পাখীর পাখা, bead প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিল। এক একটী পাখার দাম ২৲ টাকা করিয়া। এক একটী bead যাহা সাধারণ মেয়েদের গলায় ঝোলে তাহার দাম ৮৲ টাকা। এখান হইতে মশলা, কয়লা, হাতীর দাঁত প্রভৃতি বিদেশের জন্য রপ্তানি হয়। সেই দিনই রাত্রি ১২টার সময় আমাদের জাহাজ সুয়েজ অভিমুখে চলিল।

Gulf of Suez এ পৌঁছিবার আগে দুই ধারে বড় বড় লম্বা পাহাড় সকল দেখা যাইতে লাগিল। Red seaর মধ্য দিয়া যাইতে দুই দিন বেশ গরম অনুভব করিয়াছিলাম। দূরে Mount Sinai ও Arabian desert দেখা যাইতে লাগিল। Suez বন্দরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে এবং বন্দর হইতে ১৫ মাইল দূরে একটী light-house আছে, সেটী অন্যান্য light-house অপেক্ষা নূতন রকম।

১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ৫ ঘটিকার সময় আমরা Suezএ আসিয়া পৌঁছিলাম। পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় ডাক্তার জাহাজে আসিয়া জাহাজের



সুয়েজ ক্যানেল। (১নং ছবি)

কর্ম্মচারী, চাকর ও আরোহীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেন আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাটা কিরূপ হইল, তাহা বলি—আমাদিগকে ডাক্তারের সামনে দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইল। তাহাতেই ডাক্তার বুঝিল যে আমরা নীরোগ। চারিঘণ্টা মাত্র Suezএ থামিবে জানিয়া আমাদের আর জাহাজ হইতে নামা হইল না। জাহাজে নানারকম দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য আসিল। আঙ্গুর এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ব্যাপারীরা নানা রকম দ্রব্য সাজাইয়া জাহাজে বিক্রয় করিতে বসিল আমাদের সহিত যে সব ইংরাজ পুরুষ ও মহিলারা যাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এটা ওটা দর করিতেছিলেন। তাঁহারাই একেবারে ব্যাপারীদের ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যাপারীরা জিনিষের তাল সামলাইতে পারিল না। সুযোগ বুঝিয়া দুইটী ইংরাজ মহিলা দাম না দিয়া আঙ্গুরের বাক্স লইয়া স্বীয় ক্যাবিনে প্রবেশ করিলেন। সভ্য ইংরাজ মহিলার এরূপ প্রবৃত্তি ও আচরণে অবাক হইলাম। এদেশের মুদ্রা ভিন্ন রকমের। ইজিপ্সিয়ন্ মুদ্রা অধিক প্রচলিত। ডাকটিকিট বিক্রয়ের জন্য আসিল। আমার বন্ধুরা ন্যায্য দাম অপেক্ষা বেশী দাম দিয়া ডাকটিকিট ক্রয় করিলেন, বিক্রেতা তাঁহাদিগকে ঠকাইল।

আজই রাত্রি ৯টার সময় আমাদের জাহাজ Suez ছাড়িয়া সুয়েজ ক্যানেল অভিমুখে চলিল। ক্যানেলের এক দিকে আফ্রিকা এবং অপর দিকে এসিয়া। এই ক্যানেল এত সরু যে ইহার মধ্যে ২'খানি বড় জাহাজ পাশাপাশি করিয়া যাইতে পারে না, (১ নং ছবিতে দেখুন)। ক্যানেল সব জায়গাই এইরূপ বটে কিন্তু মাঝে মাঝে বিপরীত দিকের জাহাজ আসিয়া দাঁড়াইবার প্রশস্ত স্থানও আছে। ক্যানেলের দুই পাশ বালির চড়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ। ক্যানেলে ঢুকিবার মুখে দুই ধারে ঐ বালির চড়ার উপর সারি সারি গাছ, কিছু দূর অন্তরে অন্তরে আলোর স্তম্ভ, তাহার মধ্যে মধ্যে আবার ছোট রকমের দোকান। কোন্ স্থানে

বা tileএর ঘর বাড়ী। সেই বালির চড়ার উপর ছোট রকমের রেলের লাইন গিয়াছে, রেল গাড়ীতে করিয়া এক স্থানের বালিকে অপর স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। মধ্যে মধ্যে distant signal ধারে ধারে পোতা আছে। ঐ ক্যানেলের মধ্য দিয়া জাহাজ বেশী তাড়াতাড়ি চালাইবার নিয়ম নাই; খুব আস্তে আস্তে আমাদের জাহাজ চলিল। পরদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি যে তখনও সেই ক্যানেলের মধ্য দিয়া জাহাজ আস্তে আস্তে চলিতেছে। বালির চড়ার উপর বড় বড় উট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে, আরবেরা তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া কোদাল দিয়া বালি খুঁড়িতেছে; একটী করিয়া কাঠের বাক্স উটের পিঠে বসান আছে; বাক্সেতে বালি পূর্ণ করিয়া দূরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। আমাদের জাহাজ যখন যাইতেছিল, আমরা তাহাদের পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতেছিলাম, তাহারাও তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া আমাদের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত "হাবে এ" রব করিয়া উট হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছে। ক্যানেলের পাশ দিয়া রেলের লাইন সব গিয়াছে, বালির চড়ার উপর টেলিগ্রাফের খুঁটা সব পোতা রহিয়াছে। ক্যানেলের ধারে Gare de el Ferdane, Gare de Kantara প্রভৃতি নামে ষ্টেশন সকল আছে। এঞ্জিন মালগাড়ী ও আরোহীদিগের গাড়ী সবেগে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ষ্টেশনের পাশে যে সকল বালির চড়া আছে, তাহাতে তরমুজ গাছ, খেজুর গাছ প্রভৃতি আছে। এত ছোট ক্যানেল, তবুও এ রকম আস্তে আস্তে যাওয়াতে পার হইতে ১৭ ঘণ্টা লাগিল। ক্যানেল পার হইয়া Portsaidএ আসিবার পথে Lake Menzaleh দেখিতে পাওয়া গেল, তাহার খানিকটা ভাগ সাদা ধব্ ধব্ করিতেছে, উপরে নুন জমিয়া গিয়াছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা ৮টার সময় আমরা Portsaidএ আসিয়া



দুইটী আরব স্ত্রীলোক। (২নং ছবি)

পৌঁছিলাম। আমরা পাঁচ জনে সহর বেড়াইবার জন্য জাহাজ হইতে নামিয়া কিনারায় যাইলাম। বন্দরের উপরেই Custom house। ক্যানেল ও Mediterranean seaর জল যেখানে আসিয়া মিশিতেছে সেইখানেই তীরের উপর ক্যানেলের বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার Lesseps-এর মূর্ত্তি দাঁড় করান আছে। ইহাকে ১৮৯৯ সালে নভেম্বর মাসে unveiled করা হইয়াছিল। Lesseps তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া ক্যানেল দেখাইতেছেন। Portsaid সহরটা বেশী বড় নহে, এক দিকে আরবদের সহর, অপর দিকে ফরাসীদের সহর। আরবদের সহরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। আরব স্ত্রীলোকদের বেশ নূতন ধরণের, মাথায় খানিকটা কাপড় থাকে, তাহা ছাড়া চক্ষু বাদ দিয়া নাক মুখ সব কাল কাপড়ের দ্বারা আবৃত। গায়ের রং খুব ফরসা। (২ নং ছবিতে দেখুন) এখানে অনেক কবর ও মসজিদ আছে। বেগুন, তরমুজ, খেজুর খুব সস্তা। ফরাসীদের সহর বেশ পরিষ্কার; বড় বড় ৬ তলা বাড়ী আছে। ফরাসী সাহেব সংবাদ পত্র, খেলানা প্রভৃতি রাস্তায় হাঁকিয়া হাঁকিয়া বিক্রয় করে। রাস্তার ধারে ধারে ফরাসীদের জন্য মদ খাইবার বড় বড় bar। এখানে প্রলোভনে পড়িবার বেশী সম্ভাবনা। অনেক অসৎ চরিত্র ফরাসী স্ত্রীলোকেরা দুই তিন তলার বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া নিজ পবিত্র সতীত্বভূষণকে বিক্রয় করিবার জন্য সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমরা যখন গাড়ীতে বসিয়া যাইতে ছিলাম, তাহারা আমাদের দেখিয়া হাত ও রুমাল নাড়িয়া ডাকিতেছিল। এমন কি ফরাসীদের বড় বড় দোকানে যাহাতে সহজে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ও দোকানের জিনিষ অধিক বিক্রয় হয় তজ্জন্য এইরূপ স্ত্রীলোককে বসাইয়া রাখা হইয়াছে, সে পথ পানে চাহিয়া আছে। এখানকার দোকানে অশ্লীল (obscene) ছবি বিক্রয় হয়। এখানে ইজিপ্সিয়ান ও ইংরাজী মুদ্রা প্রচলিত। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এখন

সাহেবদের দেশে ঢুকিয়াছি। এখানে সাহেব পথ পরিষ্কার করিতেছে, জুতা ব্রাস করিতেছে। তাহাদের বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রংএর ত কথাই নাই। আমরা Greek church, French church, Post office, প্রভৃতি দেখিলাম ও সমস্ত সহরটা ঘুরিলাম। দুষ্ট, বদমাইস লোক ও অনেক আছে। গাড়োয়ান আমাদের নিকট হইতে এক শিলিং জুয়াচুরি করিয়া বেশী আদায় করিয়া লইল। ফিরিবার কালে আবার আরবা মাঝি জাহাজে পৌঁছাইয়া না দিয়া নৌকা ভাড়ার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিল। খানিকদূর লইয়া গিয়া নৌকা থামাইয়া রাখিল। তাহার মনের মত অর্থ আগে তাহাকে দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে সে জাহাজের কাছে পৌঁছাইয়া দিবে না। আমরা নৌকাতে পাঁচ জন ছিলাম, তবুও সে কিছু বেশী করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। আমরা তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিলাম যে চুক্তি মত জাহাজে পৌঁছাইয়া না দিলে নৌকা ভাড়া দিব না, তদ্ভিন্ন আমাদের কাছে অধিক টাকা পয়সা নাই, যাহা ছিল তাহা সব ডাঙ্গায় খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। তখন সে বেগতিক দেখিয়া আমাদিগকে জাহাজে পৌঁছাইয়া দিল, আমরা জাহাজে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আজই রাত্রি ৮॥টার সময় আমরা Portsaid ছাড়িয়া চলিলাম; একদিকে এসিয়া পড়িয়া রহিল, অপর দিকে আফ্রিকা রহিল, এখন জাহাজ Mediterranean seaর উপর দিয়া Genoa অভিমুখে চলিল।

আমরা যতগুলি নদী ও সমুদ্র পার হইয়া আসিলাম তাহাদের মধ্যে Mediterranean seaই সর্ব্বাপেক্ষা স্থির; জাহাজ যে চলিতেছিল তাহা আমরা টেরই পাইতেছিলাম না। দুইদিন পরে Island of Creteকে কিছু দূরে দেখা গেল। ১৭ই তারিখে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঝড় ও বৃষ্টি হইল, চারিদিক অন্ধকার হইল; দূরে কিছু দেখা গেল না। পাছে অন্য

জাহাজের সহিত আমাদের জাহাজের সংঘর্ষণ হয়, সে জন্য আমাদের জাহাজ অনবরত "সিটীং" * দিতে লাগিল। তাহার পর দিন আমাদের জাহাজ Sicily ও ইটালির দক্ষিণ ভাগের মধ্য দিয়া চলিল। ছেলে বেলায় ভূগোলে যে Sicily দ্বীপের বিষয় পড়িয়াছিলাম, সেই দ্বীপকে আজ স্বচক্ষে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম; ঐ দ্বীপে অনেক বাড়ী রহিয়াছে, একটা বড় light-house রহিয়াছে। খানিক দূর গিয়া আর একটী দ্বীপ দেখা গেল; তাহার উপর দিয়া ধূম নির্গত হইতেছিল।

২০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ৪॥টার সময় আমরা Genoaতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন জাহাজ বন্দরের ভিতরে যাইয়া নঙ্গর করে নাই; স্থানীয় স্বাস্থ্য-পরীক্ষক আসিয়া আমাদের ময়লা সাত কাপড় সংক্রমণ-নিবারক ঔষধ দ্বারা ধোয়াইলেন। ইহা প্রথম য়ুরোপীয়ন বন্দর, সে জন্য কাপড় চোপড় সব ঔষধ দ্বারা ধোয়ান হইল। ডাক্তার এখানেও আমাদের পরীক্ষা করিলেন। তার পর আমাদের জাহাজ জেটিতে যাইয়া নঙ্গর করিল। আজ এদেশের লোকের বার্ষিক উৎসবের দিন ছিল, সেই জন্য বন্দরস্থ প্রায় সকল জাহাজ নানাবিধ পতাকায় সুসজ্জিত ছিল। অনেক বড় বড় দোকান আফিস বন্ধ ছিল। Genoaতে আমাদের দুই বন্ধু মিঃ দত্ত ও মিঃ সেনকে নামিতে হইল; তাঁহারা এখান হইতে ট্রেণে করিয়া ইংলণ্ড যাইবেন। অবশ্য আমাদের চেয়ে পূর্ব্বে পৌঁছিবেন।

Genoa বন্দরে ঢুকিবার মুখে দুইদিকে পাথরের গাঁথুনি উচ্চ প্রাচীর, মধ্যস্থান দিয়া জাহাজ প্রবেশ করে; বন্দরের চারিদিকে বড় বড় উচ্চ পাহাড়, তাহার উপর বড় বড় অট্টালিকা। ইটালীয়েন মাঝি দাঁড় টানিয়া নৌকা বাহিয়া লইয়া যাইতেছে; এদের ভাষা ভিন্ন রকম, ইংরাজী বোঝে না। জাহাজে নানাবিধ ফল, খেলনা, ছবি বিক্রয়ের জন্য

* এই কথাটি খালাসীরা 'Whistle' এর অর্থে—ব্যবহার করিত।

আসিল। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিন বন্ধুতে সহর বেড়াইতে বাহির হইলাম। সাহেব মাঝি দাঁড় ধরিল, সাহেব মুটে, সাহেব গাড়োয়ান, সকলেই সাহেব, তাহাদের গায়ের রং আমাদের চেয়ে ত সুন্দরই, বেশভূষা ও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা তুলনা করিয়া দেখিলাম যে "আমাদের সাহেবি আনার বাপ যে রংটা হয় না সাদা।" আমরা রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। সকলে একদৃষ্টে আমাদের পানে তাকাইতে লাগিল। একদল স্কুলের ছেলে আমাদের আফ্রিকান্ বলিয়া সম্বোধন করিল। ইটালীয়েন ট্রামগাড়ীতে চড়িলাম সাহেব, মেম, বালক আমাদের পানে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না কোথাকার টিকিট লইব তাহা জানিতাম না তাহাদিগকে বুঝান কষ্টকর হইল, এখানকার লোকেরা ইংরাজী কেহ বোঝে না এবং জানে না, এজন্য আমাদের বড় কষ্টে পড়িতে হইল। কলিকাতায় যে রকম electric ট্রামগাড়ী আছে, এখানেও সেইরূপ। কোন ট্রামে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী আছে, কোনটাতে কেবল প্রথম শ্রেণী। আমরা প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছিলাম। Tunnelএর ভিতর দিয়া ট্রামগাড়ী সবেগে চলিল; চারিদিক অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে tunnelএর গায়ে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে, আর ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছে, এইরূপ ভাবে চারি মিনিট যাওয়ার পর আবার আর এক রাস্তায় আসিয়া ট্রাম থামিল।

Genoaর রাস্তা সব বেশ পরিষ্কার, মার্ব্বেল পাথরের দ্বারা গাঁথান ফুটপাথ; ৮।৯ তলা বড় বড় বাড়ী। এ দেশের সাহেব মেমেদের রং কলিকাতার সাহেব মেমেদের রংএর চেয়ে ঢের ভাল; দেখিতেও ইহারা বেশ সুশ্রী, ইহারা অতিশয় নম্র।

ইটালির সেই বিখ্যাত Cemetery of Staglieno (পৃথিবীর মধ্যে এ রকম দেখিবার জিনিষ নাই) আমরা আগে দেখিলাম। আমরা



চিরন্তন রহস্য। (৩নং ছবি)



মৃতা ভগ্নীর মর্ত্ত্যে আগমন।   (৪নং ছবি)

এক interpreterকে নিযুক্ত করিলাম, সে সমস্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিল। প্রত্যেক নরনারীর এ স্থানটা দর্শন করা উচিত। ইহা আকারে ১৫৪,৮১১,৩৪ square metres। ইহাতে অতি সুন্দর কারু-কার্য্য খোদিত বহু স্মরণস্তম্ভ আছে। প্রকাণ্ড এক পাহাড়ের উপর, তাহার চারিধারে সব বহু পুরাতন ও নূতন কবর আছে, তাহাদের উপর বড় বড় দালানযুক্ত কোঠা। যাঁহাদের সেই সকল কবর, তাঁহাদের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি মার্ব্বেল পাথরে খোদিত করিয়া কবরের গায়ে বসান রহিয়াছে, এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু ইটালি ভাষাতে নীচে লেখা রহিয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তির নিকট নানাবিধ ফুল ও ফলের মালা, কোনটার নিকট আলো ও জ্বলিতেছে—এই রকম করিয়া সারি সারি, একটার পর একটা করিয়া, ঐ পাহাড়ের চারিদিকে ৮ ৯ তলা ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুইধারে ফুলগাছ দেওয়া রাস্তা গিয়াছে, আর কয়েক পা অন্তর অন্তর ঐ সকল কবর ও প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। তার পর যখন দেখিতে দেখিতে পাহাড়ের চূড়ার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন নিজেকে বেশ ক্লান্ত বোধ করিলাম। মনে তখন নানা-রূপ চিন্তার উদয় হইল; এই sad City of the Dead দেখিলে ঘোর পাপীর প্রাণেও ধর্ম্মভাব জাগরূক হয়, এখানে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। কোন কবরের নিকট অল্প বয়স্ক ছেলে ও মেয়ে হস্ত যোড় করিয়া তাহাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য কাঁদ কাঁদ মুখে চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে; কোনটার নিকট বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া তাহার বুক চাপড়াইতেছেন। কয়েকটী মনুমেণ্টের বর্ণনা এই স্থানে দিতেছি

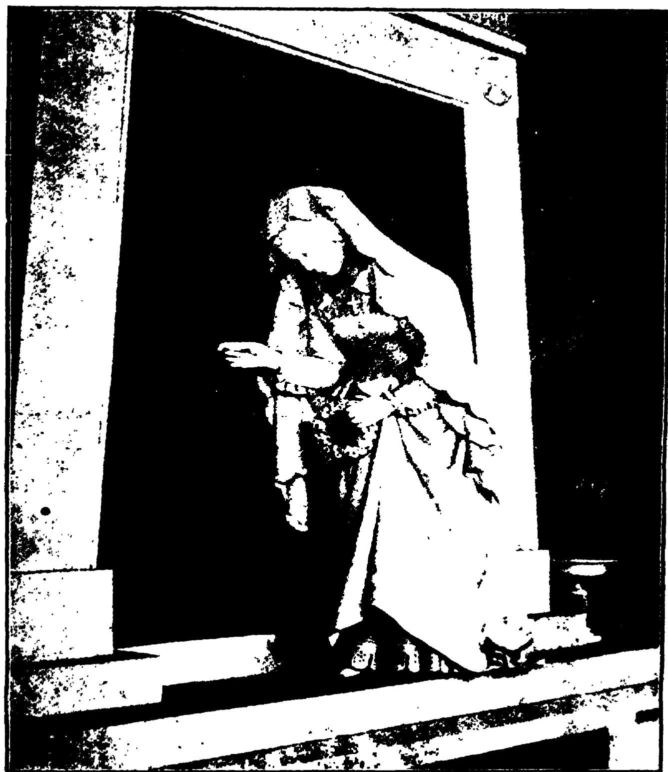
Monumento Celle—নির্ম্মম নিয়তি একজন যুবতীকে স্বীয় মন্দিরে টানিয়া লইতেছেন। দুইটী চিত্রের বৈষম্য বড়ই রমণীয়। ইহাকে চিরন্তন রহস্য বলিয়া অভিহিত করা যায়—ইহাই জীবন ও মরণের সংঘর্ষ। (৩নং ছবিতে দেখুন)

Monumento Dapassano—একটী যুবতী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা আছে, তাহার মৃতা ভগ্নী তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য মর্ত্ত্যে আগমন করিয়া ভগ্নীর শয্যার পার্শ্বে আলুলায়িত কেশে দাড়াইয়া বাম হস্ত তুলিয়া স্বর্গের পথ দেখাইতেছে। অবশ্য ক্ষণেক পরেই ঐ যুবতীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। (৪নং ছবিতে দেখুন)। হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাস যে যখন কোন লোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকে, তখন সে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে তাহার পরলোকগত নিকট আত্মীয়, ভাই বা বোন, বা পিতা পরলোকে লইবার জন্য ডাকিয়া থাকে, "আয়, আমাদের কাছে আয়।" তাহার পরই মৃত্যু ঘটে। খৃষ্টানদের মধ্যেও ঐরূপ বিশ্বাস আছে, তাহাই এই স্মৃতিস্তম্ভ হইতে বুঝা যাইতেছে। মৃত্যুর সময় পরলোকগত আত্মিকগণ আসিয়া রোগীর কাণের কাছে অনুচ্চ স্বরে আলাপ করে, রোগীর প্রাণে সাহসের সঞ্চার করাইয়া দেয় এবং পরিশেষে রোগীর আত্মাকে লইয়া যায়।

Monumento Pietro Badaracco—একটী স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর কবরের দ্বারে অঙ্গুলিগ্রন্থির দ্বারা শব্দ করিতেছেন, সাধ্বী স্ত্রীর স্থির বিশ্বাস যে মৃত স্বামী সাড়া দিবেন, সে জন্য কাণ পাতিয়া রাখিয়াছেন। (৫নং ছবিতে দেখুন)

Monumento Pienovi—একটী স্ত্রীলোক তাঁহার মৃত জীবন সঙ্গীর চাদরের দ্বারা আবৃত মুখখানি আর একবার দেখিবার ইচ্ছা করিলেন, তাঁহার কাছে যাইলেন কিন্তু তাঁহার সাহস কুলাইল না; শেষে কেবল চাদরের এক কোণ মাত্র উঠাইয়া সেই "মুখখানি" এক বার শেষ দেখিলেন। (৬নং ছবিতে দেখুন)

এদেশের মুদ্রা ও ডাকটিকিট ভিন্ন রকমের, ৫ সেন্টিম্‌স ১০ পয়সার সমান। সহর দেখিয়া Genoa রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিলাম। ষ্টেশনটী আমাদের হাবড়া ষ্টেশন হইতে ঢের ছোট। তবে নূতন এই যে সাহেব



বিধবা স্ত্রী স্বামীর সাড়া পাইবার আশায় কবর
দ্বারে করাঘাত করিতেছেন। (৫নং ছবি)



মৃত স্বামী নিকট শেষ দায় ৬নং ছবি

মুটে বড় বড় বস্তা পিঠে লইয়া যাইতেছে, মাথায় কেহ মোট বয় না। ২১শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ১১ টার সময় আমাদের জাহাজ Genoa ছাড়িয়া মার্সেল অভিমুখে চলিল।

২২শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ৪ ঘটিকার সময় আমরা মার্সেলে আসিয়া পৌঁছিলাম, মার্সেল্ বন্দর বেশ বড়; বন্দরের একধারে বড় বড় পাহাড়। আমরা সহর বেড়াইতে বাহির হইলাম, বন্দরের নিকটস্থ রাস্তাগুলি ভাল নয়; সহরের ভিতরকার রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। রাস্তার দু'ধারে সব বড় বড় বাড়ী; আমরা রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম, ফরাসীরা আমাদের পানে তাকাইতে লাগিল। এদেশেও বৈদ্যুতিক ট্রাম, মোটরকার্ প্রভৃতি সব আছে। ফরাসী সাহেব রাস্তার ময়লা ঝাঁট দিয়া গাড়ীর উপর বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে; ফরাসী সাহেব বেহালা বাজাইয়া এবং ফরাসী যুবতী নাচ করিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে সেন্টিম্ (একরকম মুদ্রা) লইতেছে। প্রত্যেক রাস্তায় এবং গলিতে মদ্যপান করিবার জন্য বড় বড় bar রহিয়াছে, সাহেব মেম তাহার ভিতর গিজ্ গিজ্ করিতেছে এবং সুরাদেবীর আরাধনা চলিতেছে। ফরাসীরা সাধারণতঃ বেঁটে, এবং দাড়ীও রাখে। ফরাসী মেয়েরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, ও গায়ের রং rosy, ইহারা খুব আমুদে, ভারতীয়দের ঘৃণা করে না। কোন কোন মেয়ের এমন নির্লজ্জ বেশ-ভূষা যে তাহা দেখিলে আমাদের নিজেদের তাহাদের সামনে বাহির হইতে সঙ্কোচ বোধ হইত। তাহারা কিন্তু মোটেই সঙ্কুচিত হইত না। এদেশে বেগুণ, তরমুজ, কুমড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানকার রাস্তাগুলি উঁচু ও নীচু। এখানকার Art gallery ও King's Palace এই দু'টা দেখিবার জিনিষ। Art galleryতে নানারকম বহু পুরাতন এবং বিখ্যাত চিত্রকরের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ছবিসকল দেখিলাম। কলিকাতার Art gallery র চেয়ে ঢের ভাল। King's Palace

এবং ফটকের উপর প্রস্তরনির্ম্মিত বড় সিংহ ও ব্যাঘ্র দাঁড় করান আছে। দোতলায় পাথরের দুইটী গরু ও দুইটী ঘোড়াকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে; তাহাদের মুখ হইতে দিবারাত্র সজোরে জল নির্গত হইয়া তাহাদের নীচে যে একটী পুকুর আছে, তাহাতে পড়িতেছে। সেই পুকুরের পারে একটী ফোয়ারা আছে, জল ফোয়ারা হইতে উছলাইয়া উঠিতেছে এবং ঝম ঝম শব্দে পতিত হইতেছে; ঐ palaceর পশ্চাৎভাগে একটী বাগান আছে।

এদেশের মুদ্রা ফ্রাঙ্ক্ ও সেণ্টিম্; ফরাসী ভাষা জানা না থাকিলে ফরাসীদের সহিত কথা কহা যায় না। একটী নাপিতের দোকানের sign-board এ লেখা ছিল যে, চুল ছাঁটিবার জন্য ২৫ সেণ্টিম্ লওয়া হয়। তাহা জানিয়া আমি চুল ছাঁটিবার জন্য ঐ দোকানে প্রবেশ করিলাম। ফরাসী নাপিত আমার চুল ছাঁটিয়া দিল, মধ্যে মধ্যে কি যে বলিতেছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। চুল ছাঁটা হইলে ২৫ সেণ্টিম্ দিতে যাইলে, তাহা সে লইল না, অবশেষে আমার নিকট হইতে কিছু বেশী আদায় করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিল। জাহাজে নাপিত থাকে, তবে বেশী লইবে ভাবিয়া ডাঙ্গায় চুল ছাটাইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে সস্তার তিন অবস্থা ঘটিল। মনে মনে ঠিক করিলাম যে যাহাদের কথা বুঝিব না, তাহাদের দ্বারা আর কোন কাজ করাইব না। ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় আমরা মার্সেল ছাড়িয়া চলিলাম।

২৪শে প্রাতে Balearic Isles, Majorca ও Iviza কিছু দূরে দেখা গেল। বৈকালে Spain এর দক্ষিণ সীমা দেখা গেল। ২৫শে বেলা ৫ টার সময় Gibraltar এর পাশ দিয়া আমরা চলিলাম; সেই সময় ব্রিটীশ পতাকা আমাদের জাহাজের মাস্তুলের নিকট পৎ পৎ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য উড়িল। তাহার পর লম্বা লম্বা পাহাড় আর light-house সব দেখা গেল। Mediterranean Sea ছাড়াইয়া Atlantic

ocean এতে আসিয়া পড়িলাম। এত দিন আমাদের আর rolling হয় নাই। ২৬শে প্রাতঃকাল হইতে আবার সেই ভয়ানক rolling হইতে আরম্ভ করিল। ঝড় বৃষ্টিও খুব হইল; ডেকের সমস্ত পদ্দা খুলিয়া নীচে রাখা হইল। ২৭শে সন্ধ্যা হইতে আমরা Bay of Biscay এর উপর দিয়া চলিলাম। শীত বেশ পড়িয়াছে, rolling ও বেশ হইতেছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ৪ টার সময় আমরা Plymouth এ আসিয়া পৌঁছিলাম; তখন চারিদিক কুজ্ঝটিকাতে অন্ধকার। বন্দরে ঢুকিবার মুখে এক দিকে একটী light-house, অপর দিকে একটী সুন্দর পাহাড়। এখানে এক ঘণ্টার জন্য জাহাজ থামিল। B. I. S. N. Co'র launch আসিয়া কতকগুলি আরোহীদিগকে লইয়া গেল। জাহাজে লণ্ডনের বড় বড় হোটেলের সচিত্র পুস্তকসকল একজন আসিয়া আমাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া গেল। আমাদিগকে লণ্ডনে নামিয়া কোথায় থাকিতে হইবে, নিজেদের নাম প্রভৃতি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিয়া দিতে হইল, কারণ দুই সপ্তাহের মধ্যেই স্বাস্থ্যপরীক্ষা দিতে হইবে। বেলা ৫ টার সময় Plymouth ছাড়িয়া English channel এর উপর দিয়া আমরা লণ্ডন অভিমুখে চলিলাম।

English channel ছাড়িয়া Thames নদীতে আসিলাম। Channel এর নীল জলের সহিত ঘোলা জল আসিয়া মিলিতে লাগিল যেন গঙ্গা যমুনার সম্মিলনের স্থান। জাহাজের দুই পাশে বড় বড় নৌকা উজান বাহিয়া চলিল। ধারে ধারে ছোট ছোট পাহাড়, কোন পাহাড়ের উপর কবর আছে; তাহার চারিদিকে শ্বেত প্রস্তরের গাঁথনি। পাহাড়ের গায়ে light-house রহিয়াছে—মনে হইতেছিল যেন তাহারাই জাহাজকে রাস্তা দেখাইয়া দিতে চায়।

৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩ টার পর হইতে নদীর দু'ধারে অট্টালিকা দেখা যাইতে লাগিল, ক্রমে dock দেখা যাইতে লাগিল, মস্ত বড় dock,

অনেক জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। আর অল্পক্ষণ পরে আমাদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে হইবে। সাহেবরা বলিতে লাগিল, "আমরা আমাদের Home এ ফিরিলাম।" কোন সাহেব গান ধরিল—"Home Sweet Home, There is no place like Home etc." কোন সাহেব ৫ বৎসর পরে, কেহ বা ১০ বৎসর পরে বাড়ী ফিরিতেছে। আর আমরা তিন বাঙ্গালীতে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে পদার্পণ করিতে যাইতেছি। জাহাজ Royal Albert dock এ আসিয়া পৌঁছিল ও নঙ্গর করিল। আমাদের জন্য dock এ কেহ অপেক্ষা করিতেছেন কিনা তাহা দেখিতে লাগিলাম। তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল। একজন মুশলমান ভদ্রলোক Mr. A. Din যাঁহাকে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি আমাদিগকে receive করিবার জন্য জাহাজের উপর আসিলেন।

আরোহীদের সুবিধার জন্য ভগবান Thomas Cook & Sonsদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহাদের agents পৃথিবীর সর্ব্বত্র; ইঁহাদিগকে য়ুরোপীয়ান্ বন্দরে জাহাজ আসিবা মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা যে Cook'র লোক তাহা ইঁহাদের টুপির দ্বারা চেনা যায়, কারণ টুপিতে লেখা থাকে "Thos. Cook & Sons।" এই dock এ Thomas Cook'র লোককে দেখিলাম। ইঁহারা বিশ্বাসী বলিয়া আমাদের সব জিনিষ, এমন কি, চাবিশুদ্ধ cook'র লোকের হাতে দিলাম। চাবি হস্তান্তর করার উদ্দেশ্য যে Custom House এ আমাদের বাক্সতে শুল্কোপযোগী দ্রব্যাদি আছে কি না তাহা পরীক্ষা হইবে, সে জন্য অনেক সময় লাগে, সে সময় Thomas Cook'র লোকই পাহারায় থাকেন। পাঠক পাঠিকা হয়ত ভাবিতেছেন যে বিদেশে বিদেশীকে এরূপভাবে বিশ্বাস করাই অন্যায়। কিন্তু Cook'র লোকেরা এতদূর বিশ্বাসী যে সকলেই ইঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। Cook'র through দিয়া যাঁহারা টিকিট ক্রয় করেন তাঁহাদের উপকারের জন্য ইঁহারা এতদূর করেন। অথচ তাহার জন্য

ইঁহারা কোন অর্থ লন না। ইঁহাদের careএ চিঠি পাঠাইলে যেখানে আমি থাকি না কেন, আমি ঠিকানা দিলেই ইঁহারা forward করিয়া দিবেন। Custom houseএ আমাদের জিনিষ সব পরীক্ষার জন্য যাইল। তখন পরীক্ষার পর কোন ঠিকানায় আমাদের জিনিষ পাঠাইয়া দিতে হইবে তাহা Cookএর লোককে বলিয়া দিলাম। আমরা নিজের নিজের hand-bag লইয়া সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় লণ্ডনে পদার্পণ করিলাম।

লণ্ডন সহর

লণ্ডনের যেস্থানে আমাদের যাইতে হইবে সে স্থান dock হইতে ১২ মাইল দূর। আমরা তিন জন বাঙ্গালী ও মিঃ ডিন হাঁটিয়া Silvertown ষ্টেশন অবধি আসিলাম। অনেক দিন দোদুল্যমান জাহাজে থেকে, ডাঙ্গায় চলা অভ্যাস না থাকাতে, লণ্ডনের সহরে চলিতে প্রথম প্রথম আমাদের পা টলিতে লাগিল। Silvertown ষ্টেশন হইতে রেল গাড়ীতে করিয়া Fenchurch Street ষ্টেশনে নামিলাম, ভাড়া ৫ পেনি (অর্থাৎ ।/০ আনা) লাগিল। আবার খানিকটা হাঁটিয়া Bank ষ্টেশনেতে যাইয়া underground rail (ভূমধ্যস্থ ট্রেণ)এ করিয়া Shepherd Bushএতে নামিলাম; ভাড়া তিন পেনি (৶০ আনা) লাগিল। আবার সেখান হইতে বৈদ্যুতিক ট্রামে করিয়া যাইয়া Larden Road, The Vale, Acton, Wতে পৌঁছিলাম, ভাড়া এক পেনি (/০ আনা) লাগিল। ১নং Larden Roadএতে মিঃ ডিন থাকিতেন, আমারা তাঁহার বাড়ীতে উঠিলাম। আমরা dock হইতে ক্যাবেতে বা four-wheeler (চারি-চক্র-গাড়ী) তে করিয়া Larden Road এ আসিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লাগিত এবং

খরচও ৭৲ ৮৲ টাকা পড়িত। সে জন্য দুই তিন জায়গায় পরিবর্ত্তন করিয়া ঐরূপভাবে আসাতে আমাদের কম খরচ হইল।

মিঃ ডিন একটী ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করিয়া ২০ বৎসর বিলাতে বাস করিতেছেন। সে রাত্রে ১নং Larden Roadএ থাকিয়া তাহার পর দিন Bayswater'র ৩৩নং Artesian Roadএ আমার ভাইপো মিঃ এম্, পাল চৌধুরির নিকট যাইলাম এবং Thomas Cook'র নিকট হইতে জিনিষ সব আনাইয়া লইলাম। তাঁহারা baggage হিসাবে charge লইলেন। এ বাড়ীতে আমি ৫ দিন ছিলাম। Bayswaterএ অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রেরা বাস করেন। মিঃ পি, সি, দে, C. S., মিঃ রবি দত্ত, মিঃ এস্, কে, সেন প্রভৃতি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল।

কি রকম "ইংরাজী-খানায়" আমাদিগকে অভ্যস্ত হইতে হয় তাহার কথা পাঠক পাঠিকাকে বলি। কতকগুলি বাঁধা কপির সিদ্ধ পাতা, সিদ্ধ আলু, সে আলুর খোসা পর্য্যন্ত ছাড়ান হয় নাই, কয়েক টুকরা পাঁউরুটি, মাখম, চা, পুডিং, আর সেই "অখাদ্য" যার নাম করিতে নাই, গোলমরিচের গুঁড়ো, নুন প্রভৃতি সব টেবিলের উপর দেওয়া হইল। তা ছাড়া কাঁটা, চাম্‌চে, ছুরি ও মুখ মুছিবার জন্য napkin ত আছেই। একটী ইংরাজ চাকরাণী টেবিলে পরিবেশন করিতেছে, তাহার পায়ে মোজা ও জুতা। আমার খাওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত সে সেই ঘরেই ছিল। সে কাছে থাকাতেই অনিচ্ছায় ছুরি, কাঁটা ও চামচের সাহায্যে খাইতে হইতেছিল। পাঠক পাঠিকা শুনিবেন কি রকম করিয়া ছুরি ও কাঁটা চালাইতেছিলাম? বাঁ হাতের কাঁটা দিয়া আলুকে বিঁধিলাম, ডান হাতের ছুরির সাহায্যে আলুর খোসা ছাড়াইলাম, তারপর আলুর গায়ে মাখন লাগাইয়া গোল মরিচের গুঁড়ো ও নুন মাখাইয়া আলু খাইতে লাগিলাম, এবং এক একবার মনে করিলাম যদি চাকরাণী ঘর হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে এখনি ছুরি ও কাঁটা ফেলিয়া, হাত দিয়া আলু ভাতে

যেমন করিয়া চটকায় তেমনি করিয়া খাই—কিন্তু সে চলিয়াও যাইল না, আর তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিতেও পারিলাম না। Bayswater'র বাঙ্গালী ছাত্রেরা আমাকে বলিতেন যে গরু ও শূকরের মাংস না খাইলে এ দেশে শরীর থাকিবে না।

৩৩ নং Artesian Roadএ ৫ দিন থাকিয়া মিঃ ডিনের বাড়ীতে ১৫ই অক্টোবর অবধি থাকি, এখানে যথেষ্ট Indian dish খাইতে পাইতাম; ভাত, ডাল, কপির তরকারি, ডিমের তরকারি, চিঙ্গড়ি মাছের কাট্‌লেট্‌, মাটন্ চপ্‌, মাংস, আলুর দম, মাছ ভাজা, ডিম ভাজা, মোহনভোগ, পায়স, কেক, আপেল, কলা, পাউরুটী ও চা পাইতাম।

লণ্ডনের অনেক বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত থাকে না। সে জন্য Public bath-house আছে। First class bathএর জন্য এক শিলিং, second class bathএর জন্য ছয় পেনি করিয়া লইয়া থাকে। Bath-houseএর টিকেটবিক্রেতা এক শিলিং অর্থাৎ ৸০ আনা দিলে একটী ছোট রকমের টিকিট দেয়। ঐ টিকিট bath-boyকে দিলে সে স্নানের ঘরে লইয়া যায়। তথায় নূতন সাবান, পরিষ্কার তোয়ালে, bath-tub, গরম জল, ঠাণ্ডা জল, আয়না, চেয়ার, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি থাকে। কোন কোন ঘরের দরজায় engaged লেখা থাকে, তাহা হইলে বুঝা যায়, কেহ না কেহ সে ঘরে স্নান করিতেছে। স্নান করিবার ঘরে ঢুকিয়া ভিতর দিক হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দাও। তখন একেবারে উলঙ্গ হইয়া স্নান কর। তারপর সেই ঘরে মাথা আঁচড়াইয়া ও dress করিয়া "ফুল" সাহেব হইয়া রাস্তায় বাহির হও। এ আমাদের বাঙ্গালীর স্নানের মতন নহে যে বাড়ী হইতে কাপড়টা, তোয়ালেটা, তেলটা চাকর লইয়া যাইবে বা চাকরে গায়ে তেল মালিস করিয়া দিবে। এখানে স্নান করিতে আসিলে কিছু

লইয়া যাইবার দরকার নাই। ৵৹ আনা পয়সা দিলেই স্নান করা হইবে। এ এমন দেশ যে স্নান করিতে হইলেও পয়সা লাগে। এবং পয়সা দিয়া স্নান করা সকলের ভাগ্যে সম্ভবপর হয় না বলিয়া কেহ বা মাসে একবার, কেহ বা সপ্তাহে একবার স্নান করে, এবং তাহাদের দেহে নানা রকম চর্ম্মরোগও হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শীতকালে এরা স্নান খুব কম করে। তবে মাথা ও মুখ সাবান দিয়া প্রত্যহ দুই তিন বার ধুইয়া থাকে। সে কাজ শুইবার ঘরে করা যায়।

এ দেশে "thank you" (তোমাকে ধন্যবাদ) কথাটা বেশী ব্যবহার করিতে হয়। চাকরাণী যদি plate সরাইয়া দেয়, অমনি তাহাকে "thank you" বলিতে হইবে। এ দেশের চাকরাণীকেও Good morning করিতে হয়। রাস্তায় পুলিস যদি রাস্তা দেখাইয়া দেয়, তাহাকে অমনি ধন্যবাদ দিতে হয়। অধিকাংশ বাড়ীতে land lady ও চাকরাণী থাকে, পুরুষ চাকর খুব কম। বড় লোকের বাড়ীতে যাইয়া কাহাকেও ডাকিবার দরকার হইলে, "হরি বাবু বাড়ী আছেন?" এরূপ নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রথা নাই। সদর দরজায় ঘণ্টার চেন থাকে। ঐ চেনে টান দিতে হয়। তাহাতে কেহ না কেহ বাহিরে আসেন। কোন বাড়ীতে "Servants' call," "Night call—Pull this," "Push this button" এরূপ প্রভৃতি লেখা থাকে। তাহা পড়িয়া বুঝিতে হয় যে কাহাকে ডাকিতে হইলে কোন ঘণ্টা বাজাইতে হইবে। ডাকপিয়ন চিঠি দিয়া যায় তাহারাও "চিঠি আছে" করিয়া হাঁকে না। সদর দরজার ভিতর দিয়া চিঠি ফেলিবার জন্য একটী গর্ত্ত থাকে। ডাকপিয়ন তাহার মধ্যে চিঠি ফেলিয়া দেয় ও ঘণ্টার শিকল টান দিয়া চলিয়া যায়।

এ দেশের ঝির পায়ে মোজা, জুতা, দেহে ঘাগড়া, ব্লাউস্ প্রভৃতি থাকে। ইহারা দৈনিক খবরের কাগজও পড়ে। ঐ মেমচাকরাণী

আমাদের প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার পূর্ব্বে প্রত্যহ জুতা পালিস্ করিয়া রাখিয়া দিত। মুখ ধুইবার জন্য গরম জল শুইবার ঘরের দরজার নিকট রাখিয়া যাইত ও সেই সময় দরজায় শব্দ করিয়া প্রভুকে জাগাইত। চাকরাণী বা স্ত্রীলোকদের সামনে পাজামা পরিয়া বাহির হওয়া ভদ্রতাবিরুদ্ধ। ভালরূপ dress না করিয়া তাহাদের ডাকাও সভ্যতার বিরুদ্ধে। ঐ মেমচাকরাণী আমাদের বিছানা পাতিয়া দিত। রাত্রের প্রস্রাব যাহা একটা কাঁচের পাত্রে শয়ন গৃহেই করিতে হয় তাহা সে পর দিবস প্রাতে আসিয়া লইয়া যাইত ও ঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিত। সপ্তাহে একবার করিয়া সমস্ত বাড়ীটি ও বাড়ীর জানালা, কপাট, আসবাব বেশ ঝাড়ে ও পরিষ্কার করে। এ সকল কাজ যে দিন করা হয় সে দিনকে wash-day বলে। মাথায় ও নিজেদের পোষাকে পাছে ধূলা লাগে, সে জন্য মাথায় এক টুকরা কাপড় দিয়া চুল ঢাকে ও নিজেদের পোষাকের উপর একটা apron পরিয়া লয়। আমাদের দেশের চাকরাণী যেমন ঝাঁটা ব্যবহার করে ও যেমন করিয়া ঝাঁটা ধরিয়া থাকে, ইহারা সেরূপ করে না। ইহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া broom এর দ্বারা ঘরের বা কার্পেটের ধূলাকে একস্থানে সংগ্রহ করে। আমাদের ঘরের কপাট বন্ধ থাকিলে, দরজায় শব্দ করে, এবং আমরা যদি উত্তরে "come in" (ভিতরে আসুন) বলি তবেই ইহারা গৃহে প্রবেশ করে। আর ইহাদের প্রত্যেক কথায় "হাঁ, মহাশয়," "না, মহাশয়," "মহাশয়" কথা ত লেগেই আছে।

লণ্ডনের যে সব বাড়ীতে ভারতীয় ছাত্রেরা থাকে সেখানে আলোর বন্দোবস্ত এক অদ্ভুত। ঐ সব বাড়ীতে meter (গ্যাস-মান যন্ত্র) বসান থাকে। ঐ meter বাক্সের ছিদ্রে একটা করিয়া পেনি ফেলিলে, ঘর আলোকিত হয়। যখন দেখি যে আলোর তেজ কমিয়া আসিতেছে তখন বুঝি যে আবার একটা পেনি না ফেলিলে আর কয়েক ঘণ্টা

আলো পাওয়া যাইবে না। Light supplying কোম্পানি মাসের শেষে আসিয়া ঐ পেনি গুলি বাক্স খুলিয়া লইয়া যায়।

"লণ্ডনের পুলিশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট"—এই কথা আমাদের পূর্ব্ব হইতেই শুনা ছিল। সেখানে গিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। যখনই কোন রাস্তার বিষয় লণ্ডনের পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সে তন্ন তন্ন করিয়া সবিশেষ বলিয়া দেয়। বাংলা দেশের পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সময়েই বলে—"হাম নেহি জান্তে হৈঁ।" ইহারা কিন্তু এরূপ কথা কখনই বলে না। ইহারা না জানে এমন রাস্তা গলিই নাই। পুলিসের চাকরী লইবার পূর্ব্বে লণ্ডনের রাস্তা ও গলির directory একেবারে মুখস্থ করিতে হয়। কোন্ রাস্তার 'পর, কয়বার ফেরার পর, এবং বাঁ কি ডান দিকে ফিরিতে হইবে তাহা পর্য্যন্ত উহারা বলিয়া দেয়। ইহারা অতি ভদ্র। আমি একবার একজন পুলিসকে জিজ্ঞাসা করি—"তুমি আমাকে Peckham এ যাইবার রাস্তা বলিয়া দিতে পার?" সে অমনি বলিল, "এইখান থেকে —নং omnibusএতে বসিবেন, তারপর অমুক রাস্তায় নামিবেন, তারপর অমুক রাস্তা হইতে দুই পা হাঁটিবেন ইত্যাদি।" আমি তাহাকে "thank you"—বলিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, কে আবার পয়সা খরচ করে, না হয় পদব্রজেই যাইব। যখন ঐ—নং omnibus আসিল, আর আমি যখন চাপিলাম না, তখন ঐ পুলিস দূর হইতে আমার পানে তাকাইতেছিল। শেষে আমার নিকট আসিয়া বলিল—"মহাশয়! আমি আপনাকে ঐ omnibus চাপিতে বলিলাম, আপনি তাহা করিলেন না কেন?" আমি বলিলাম—"আমি হাঁটিয়া যাইব।" সে প্রত্যুত্তরে বলিল—"আপনি একজন বিদেশী, আপনি পথ হারাইয়া যাইতে পারেন। আর একটা 'bus আসুক, আমি আপনাকে উহার উপর চাপাইয়া দিব এবং conductorকে সব বলিয়া দিব।" কিয়ৎক্ষণ পরে আবার 'bus

আসল। ঐ পুলিস আমাকে 'busএ চাপাইয়া conductorকে সব বলিয়া দিল। আমি পুনরায় "thank you" বলিলাম। পাঠক পাঠিকা! দেখুন এ স্থানের পুলিস কেমন ভদ্র, ইহারাই ত আমাদের দেশে Chowringhee তে ও Eden gardenএ গিয়া সেই কাজ করিতেছে, কই তাহারা ত এদের মতন এত polite নহে? বুঝি শ্বেতাঙ্গ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিলে অন্যমূর্ত্তি ধারণ করে।

লণ্ডনের রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামড়াগুলি আমাদের দেশের গাড়ীর মত খারাপ নহে। ভূমধ্যস্থ ট্রেণ (tube) দেখিবার জিনিষ; লণ্ডনের রাস্তার নীচে দিয়া ঐ রেলগাড়ী চলে। ঐ গাড়ীতে চড়িতে হইলে টিকিট কিনিয়া lift (আরোহণাবরোহণার্থ যন্ত্র বিশেষ) এ প্রবেশ করিতে হয়। ঐ lift প্রায় ৩০।৪০ জন আরোহীকে এক মিনিটের মধ্যে ভূমি হইতে ৫।৬ তলা নীচে যেখানে ষ্টেসন সেখানে পৌঁছাইয়া দেয়। Liftএর মধ্যে চারিদিকে নানাবিধ বিজ্ঞাপন। "Beware of pick pockets" (পকেট কাটা চোরের বিষয় সতর্ক থেক) এরূপ sign-board ও দেখিয়াছি। Liftএর মধ্যে বসিবার জন্য দুই এক খান গদিযুক্ত বেঞ্চও থাকে। Lift ভূমধ্যস্থ ষ্টেসনের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে liftএর দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। একে একে সকলে বাহির হয় ও ষ্টেসনের প্লাটফরমে আসে। আমরা গাড়ীতে চড়িয়া ষ্টেসনের পর ষ্টেসন ছাড়িয়া চলি। ঐ সকল ষ্টেসনে দিনেও বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। ট্রেণ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইলেই রেলওয়ে কর্ম্মচারী আগামী ষ্টেসনের নাম হাঁকিয়া যাত্রীদিগকে উঠাইয়া দেয়। ঐ সকল ট্রেণ খুব দ্রুতবেগে যায়।

Gladstone বলিয়াছেন: "The best way to see London is from the top of a 'bus." 'bus লণ্ডনের প্রায় সব রাস্তা দিয়া যায়। এজন্য ভ্রমণকারীদের 'busএর দোতালায় বসিয়া লণ্ডন সহর দেখা

চলিতে পারে। 'bus লণ্ডনের কোন পাড়ায় যাইবে এবং কোন কোন রাস্তা দিয়া যাইবে তাহা 'busএর সামনে খুব বড় অক্ষরে লেখা থাকে। তাহা বুঝিয়া যাত্রীরা চাপেন্। এক একটা মোড়ে যখন 'bus আসিয়া থামে তখন conductor হাঁকে "Piccadily" "Piccadily", "Charing Cross" Charing Cross" অর্থাৎ ঐ অবধি যাইবে। শীতের সময় চালকদের কি কষ্ট! যাত্রীরা গাড়ীর ভিতরে বসেন, কিন্তু বেচারা চালকদিগকে বাহিরে বসিয়া গাড়ী চালাইতে হয়। যদিও দেহে শীতবস্ত্র আছে, হাতে দস্তানা আছে, তবুও শীতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে। যখনই এক এক স্থানে আসিয়া 'bus কয়েক মিনিটের জন্য থামে, তখনই চালক দুই হাত অনবরত ঘর্ষণ করিয়া হাতের আঙ্গুলকে গরম করে।

এ দেশের বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ীগুলি দোতলা। ছোট ছোট মেয়েরা আমাদিগকে ট্রেণে বা ট্রামে দেখিলে blackies বলে। কখন মাকে এই বলিয়া দেখায়—"ঐ কাল মানুষটাকে দেখুন।" সাহেব মেমেরা আমাদের পানে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিত। আবার কখন কখন মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিত।

লণ্ডনের poor quarters অর্থাৎ যথায় গরীব সাহেব মেমেরা বাস করে তাহাদের অবস্থা দেখিবার জন্য তাহাদের পল্লীর ভিতর দিয়া পদব্রজে হাঁটিয়া দেখিলাম যে জীর্ণ শীর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া কোন রকমে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পেশাদার ভিক্ষুক ও লণ্ডনে আছে। বড় বড় রাস্তায় যেখানে মানুষের চলা ফেরা ৫টার পর খুব বেশী হয়, তাহার মধ্যে এক রাস্তায় একদিন দেখিলাম, একজন অন্ধ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পশ্চাৎদিকে পেনি ফেলিবার একটী ছোট রকমের বাক্স ঝুলিতেছে; সেই বাক্সেতে বেশ বড় অক্ষরে লেখা আছে—"দয়ালু বন্ধুগণ! আমি একটী অন্ধ মনুষ্য, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সাহায্য করুন।" যাহার যা' ইচ্ছা, ঐ বাক্সে ফেলিতেছে। অন্ধ মুদ্রা পড়ার শব্দ শুনিয়া

বলিয়া থাকে—"আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, ভগবান আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" আর একদিন দেখি—একটী স্ত্রীলোক একটী কচি শিশুকে গলা হইতে বুকের উপরে একটী কাপড়ে ঝুলাইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার ঐরূপ একটী বাক্স আছে ও তাহাতে লেখা আছে—"দয়ালু বন্ধুগণ! ইহাই আমার একমাত্র শিশু, আমার স্বামী মৃত, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সাহায্য করুন।" আর একদিন দেখি—একজন সাহেব বাঁকিয়া চুকিয়া লাঠির ভরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পিঠেও বাক্স আছে ও লেখা আছে—"দয়ালু বন্ধুগণ! আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে সাহায্য করুন।" প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিতে না উঠিতে Artesian Roadএতে উষাকীর্ত্তন শুনিতে পাই, গরীব সাহেব বা মেম বেহালা বাজাইয়া প্রত্যূষে গান করে। দোতলা বা তিন তলার ঘরের জানালা হইতে কেহ না কেহ তাহাদিগকে পেনি ছুড়িয়া দেন। আমার ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষই বুঝি "land of beggars" (ভিক্ষুকদের দেশ) কিন্তু এক্ষণে দেখি এ দেশেও ভিক্ষুক আছে।

লণ্ডনে Kew Garden, Tower of London, Buckingham Palace, Houses of Parliament, British Museum, Albert Memorial, Westminister Abbey প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ আছে। Westminister Abbeyতে ইংলণ্ডের বহু পুরাতন রাজার, রাণীর, বিখ্যাত সৈন্যের, Wordsworth, Shelly, টেনিসন্ প্রভৃতি কবির কবর দেখিলাম। যিনি যে কবরের প্রতি বেশী শ্রদ্ধা দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই কবরের নিকট নিজের visiting card ছাড়িয়া আসেন। আমিও দেখা দেখি তাহাই করিলাম।

লণ্ডন সহরের রাস্তা দিয়া হাঁটিবার সময় দুইধারে কসাইদের দোকান বেশী নজরে পড়ে; ঐ সব দোকানে গরুর মাংসের বড় বড় টুক্‌রা টাঙ্গান থাকে। কোনটা দেখিতে তানপুরার মতন, কোনটা একটা

বড় একতারার মতন। অনেকে বলেন যে বিলাতে গরু শূয়র না খাইয়া থাকিতে পারা যায় না, তাহা ভুল। একটু খরচ বেশী করিলে নিরামিষ-ভোজী হইয়া থাকিতে পারা যায়। Indian restaurant ও আছে, তথায় Indian dish পাওয়া যায়, তবে ইহারা অতিরিক্ত বেশী দাম লয়।

অক্টোবর মাস, শীত এখানে বেশ পড়িয়াছে। প্রত্যহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ে। সূর্য্যের মুখ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও আমি ধূমপান করিনা, তবুও রাস্তায় হাঁটিবার সময় মুখ হইতে এত ধোঁয়া বাহির হয় যে চুরুট খাইলেও তত বাহির হয় না। এ দেশের ঘোড়ার নাক, মুখ দিয়া অনবরত ধোঁয়া বাহির হয়। অতিরিক্ত শীতের দরুণ এ প্রকার ঘটে। সব ঘোড়া খুব মোটা এবং বলবান, আমাদের দেশের মতন রোগা পটকা ঘোড়া এখানে একটাকেও দেখি নাই। এক একটা কুকুর যেন এক একটা বাঘ, নানা রকম বড় বড় কুকুর আছে, তাহারা বড় প্রভুভক্ত।

সকল কাজে এ দেশে ছোটবড় মেয়েরা অগ্রগামী। এ দেশের মেয়েরা ডাকঘরের কেরাণী। তাহারা টিকিট বিক্রয় করে, মণিঅর্ডার ও রেজেষ্টারী চিঠি লয়। স্ত্রী স্বাধীনতা ভয়ানক, বড়ই প্রলোভনের স্থান; আত্মসংযম না থাকিলে একেবারে অধঃপতন।

আমার বন্ধু মিঃ বি, এন, বসু লণ্ডনের Innএ ভর্ত্তি হইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িবেন। তিনি একদিন আমাকে মিঃ কটন্, (স্যার হেন্‌রি কটনের পুত্র) এর নিকট লইয়া গিয়া আলাপ করিয়া দেন ও Gray's Inn দেখান। আমার আর একটী বন্ধু মিঃ এচ্, কে, ঘোষ এখানে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য এ বৎসর আসিয়াছেন। তিনি আমাকে ডাঃ বি, সি, ঘোষের সহিত আলাপ করাইয়া দেন, ইনি মেম বিবাহ করিয়াছেন। মিঃ এচ্ কে, ঘোষ আমার একাকী আমেরিকা যাওয়া শুনিয়া বলেন যে

আমেরিকাতে নামিতে হইলে নগদ ১৫০৲, * দেখাইতে হয়, কিন্তু একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সে টাকা নাই, তিনি সেই জন্য লণ্ডন হইতে আমেরিকা যাত্রা করিতে পারিতেছেন না। আমার বেশী টাকার চেক্ আছে শুনিয়া তাঁহাকে আমার সঙ্গে লইয়া আমেরিকা যাইবার কথা বলেন এবং আমি আনন্দসহকারে রাজী হই। পরিশেষে আমরা ১৬ই অক্টোবরে S. S. "Majestic" জাহাজে নিউইয়র্ক রওনা হইব বলিয়া Thomas cookএর আফিসে যাইয়া berth engage করিলাম।

আমার baggage গুলিতে "White Star Line—S. S. "Majestic." 2nd Cabin Berth No.—" লেবেল মারা হইল। যাত্রীদিগকে Waterloo Station হইতে Special ট্রেণে করিয়া Southampton dock এ যাইয়া S. S. "Majestic" জাহাজ ধরিতে হইবে; ১৬ই অক্টোবর প্রাতে ৯টার সময় মিঃ এস্, কে, সেন আমাকে Waterloo Station এ পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় দিলেন; ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সাহসী হইয়া সেই স্বাধীন দেশে শিক্ষালাভ করিতে চলিলাম। ১০টার সময় ঐ ট্রেণ Southampton dock এ আসিয়া লাগিল; আমি তখন জনতার মধ্যে সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। ঐ ট্রেণের খুব নিকটে S. S. "Majestic" জাহাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক্ সাগর পার হইয়া নিউইয়র্কে পৌঁছান

আমরা জাহাজে উঠিলাম। ১১টার সময় জাহাজ Southampton ছাড়িয়া চলিল; Dockএ দাঁড়াইয়া কত সাহেব মেম বিদায়ের চিহ্নস্বরূপ রুমাল নাড়িলেন, কেহ বা হ্যাট্ তুলিলেন। কিন্তু হায়—আমার জন্য

* আজকাল ৪০০৲ টাকা দেখাইতে হয়।

এখানে আর কেহ রুমাল নাড়িল না! আজ ৩০শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর—আজ বাঙ্গলা দেশে মহা ধূমধাম—ঘরে ঘরে রাখী বাঁধা হইতেছে। আর বৎসর এমন দিনে ভায়ের হাতে, ভগ্নীর হাতে, আত্মীয় বন্ধুবর্গের হাতে রাখী বাঁধিয়াছিলাম। এবৎসর আজ সেই দিনে কত অপরিচিতের সঙ্গে আমেরিকা যাইবার জন্য রওনা হইলাম।

"Majestic" জাহাজ (৭নং ছবিতে দেখুন) অনেক বড়, ইহা ২০০০'র উপর যাত্রী লইয়াছে। আমরা জাহাজে উঠিয়া যাত্রীদের নামের তালিকা পাইলাম। আমরা দুই বাঙ্গালীতে একই cabin এ থাকিতাম। প্রত্যেক আরোহীর জন্য একটা করিয়া life-belt বিছানার নিকট আছে, এবং বিপদকালে উহা কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা একটী কাগজে লেখা আছে। অনেক জীবনরক্ষণার্থ নৌকা আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদের জন্য খাইবার ঘর, ধূমপান করিবার ঘর, পুস্তকাগার, বৈঠকখানা, মদ খাইবার ঘর, নাপিতের দোকান, ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড বিক্রেতার দোকান, খেলানার দোকান, ছাপাখানা প্রভৃতি সব আছে। বেড়াইবার যথেষ্ট জায়গা আছে। জাহাজটা এত বড় যে সহর ব'লে মনে হয়; কোনও কিছুরই অভাব নাই। প্রত্যেক ক্যাবিনে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা আছে। যখন যাহা দরকার হয়, আমরা button টিপিয়া দিই, অমনি কোন waiter বা waitress আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—"আপনি কি মহাশয় ঘণ্টা বাজাইতেছেন?" P. & O. Co.'র জাহাজে প্রথম শ্রেণীর আরোহীরা যে সুখ ও আরাম পায় আমরা এই সকল জাহাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াও তদপেক্ষা বেশী সুখে ও আরামে যাই। আমাদের সঙ্গে আমেরিকান্, ইটালিয়েন্, ফরাসী সাহেব, মেম, ও তাঁহাদের ছোট ছেলে মেয়ে যাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভদ্র লোক। প্রায় ৩০০ জন আমরা প্রথম seatingএ একত্র খাইতে বসিতাম। খাবার কথা আর কি লিখিব, মনের



R. M. S. "Majestic." (৭নং ছবি)

মতন খাওয়া যুটিত না, অথচ ১০।১২টা plate থাকিত। কমলালেবু, আপেল, আনারস, কলা, আঙ্গুর যথেষ্ট পাইতাম।

Southampton ছাড়িয়া জাহাজ দুই ঘণ্টা যাওয়ার পর বহু সাহেব মেম আর অনেক ছেলে মেয়েরা জাহাজ দোলনের দরুণ বমি করিতে লাগিলেন। ক্যাবিনে শুইয়া মেমেরা বমি করিতেছেন আর বলিতেছেন—"Oh, my darling!" "Oh, my home". অ্যাট্‌লান্টিক সমুদ্রে জাহাজ ভয়ানক দুলিতেছিল। Dining-saloon এ খাইতে বসিলে, আমার চায়ের বাটী, গেলাস আমার বিপরীত দিকের আরোহীর দিকে গড়াইয়া যাইত, আবার তাহার গুলি আমার দিকে গড়াইয়া আসিত। দোতলার promenade deck এ বেড়াইলে তেতলার সাহেব মেমের বমি হাওয়াতে ছিট্‌কাইয়া আমাদের গায়ে আসিয়া পড়িত। আমার cabin-mate rolling এর ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্যাবিনে বসিয়া খাইতেন। আমার কিন্তু বমি হয় নাই, আমি dining-saloon এ যাইয়া খাইতাম।

১৬ই অক্টোবর ৫টার সময় আমাদের জাহাজ Cherbourg এ touch করিল। ১৭ই তারিখে বেলা ২টার সময় Queenstown এ touch করিল। এখানে প্রায় দুই ঘণ্টা দাড়াইয়াছিল। আমি জাহাজে বসিয়া কলিকাতার জন্য চিঠি পোষ্ট্ করিলাম। আরোহীরা On board R. M. S. "Majestic" লেখা ও White Star Line চিহ্ন দেওয়া খাম ও চিঠি লেখার কাগজ যথেষ্ট অমনি পান। যে যত ইচ্ছা লইতেছে ও পুস্তকাগারে বসিয়া চিঠি লিখিতেছে। Queenstown হইতেও কতক আরোহী উঠিল। Irish মেয়েরা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার জন্য জাহাজের উপরে আসিল। তাহারা কি করিয়া জাহাজে উঠিতেছিল তাহা দেখিতে বেশ মজা লাগিতেছিল। জাহাজ dock এ

নঙ্গর করে নাই, সুতরাং ছোট নৌকাতে করিয়া Irish মেয়েদিগকে জাহাজের নিকটে আসিতে হইয়াছিল। জাহাজের একদিক হইতে দড়ির মই ঐ নৌকার উপরে ঝুলাইয়া দেওয়া হইলে তাহারা ঐ দড়ি ধরিয়া জাহাজের উপরে আসিল। বিক্রয়ের দ্রব্যের বস্তা পিঠেই ছিল। তাহাদের প্রস্তুত linen ও জরীর বস্ত্রাদি প্রশংসনীয়।

এ জাহাজে স্নানের বন্দোবস্ত খুবই সুন্দর। Bath-room এর boyকে বলিলাম যে আমি স্নান করিব। সে স্নানের ঘর দেখাইয়া দিল। দেখি bath-tub বেশ পরিষ্কার, নূতন সাবান ও পরিষ্কার তোয়ালে দিয়াছে। একদিক দিয়া গরম জল tub এ ছাড়িবার ব্যবস্থা, আর একদিক দিয়া অ্যাট্‌লান্টিক্ সমুদ্রের নীল জলের দ্বারা tub পূর্ণ করিবারও ব্যবস্থা আছে। দুই জল মিশাইয়া স্নান করিলাম বটে কিন্তু গায়ের কাল চামড়ায় নুন বসিয়া সাদা করিয়া দিল। (আটলান্টিক সমুদ্রের জল খুবই লবণাক্ত।) আমার "গঙ্গা-স্নান" রাত্রি ৯ টার সময় করা হইল।

মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইত। ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাসও দিত, অনেকের cap বাতাসে উড়াইয়া লইয়া গেল। প্রত্যহ dining-saloonএ নাচ গান হইত।

২৩শে অক্টোবর রাত্রে concert, recitation, "চিলি পম্ পম্" গান প্রভৃতি হইল। আরোহীদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা হইল, এবং sea-men's relief fundএ দেওয়া হইল।

আজ ২৪শে অক্টোবর, আজ আমরা আমেরিকাতে পৌঁছাইব। সকলে নূতন নূতন বেশ ভূষা পরিধান করিয়া ডেকের উপর বেড়াইতেছেন। মধ্যে মধ্যে জাহাজ ও light-house দেখা যাইতেছিল, ক্রমে ক্রমে তীর দেখিতে পাইলাম, তখন আশা হইল যে নিশ্চয় আমরা New Yorkএ পৌঁছিব। আমরা দুই বাঙ্গালীতে ডেকের উপর হ্যাটের



Statue of Liberty (স্বাধীনতার মূর্তি)
(৮নং ছবি)

পরিবর্ত্তে বেণারসী সিল্কের পাগড়ী মাথায় দিয়া আর পুরো ইংরাজী পোষাক পরিধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সমস্ত সাহেব মেমেরা অবাক হইয়া আমাদের পানে তাকাইতে লাগিলেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জন্য আপনারা মাথায় পাগড়ী দিলেন?" আমি তাহাদিগকে বলিলাম—"আমরা হিন্দুস্থান-নিবাসী, ইহাই আমাদের জাতীয় উষ্ণীষ।" পাগড়ী মাথায় দেওয়াতে আমার অনেক বন্ধু জুটিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে তাঁহারা বেহারে ছিলেন, কেহ বলিলেন যে তিনি বঙ্গে মিসনারির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক S. W. Williston এর সহিতও আলাপ হইল।

বেলা ৩ টার সময় আমরা নিউইয়র্ক বন্দরে ঢুকিলাম। Statue of Libertyকে (স্বাধীনতার মূর্ত্তি) সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। Bronze (ব্রঞ্জ) নির্ম্মিত একটী রমণী মূর্ত্তি, তাহার মাথার উপরে মুকুট, তাহার ডান হাত উত্তোলিত—দেখাইতেছে যে এই আমেরিকা স্বাধীন দেশ। রাত্রে হস্তস্থিত মশাল ও মুকুট হইতে আলো বহির্গত হইয়া বন্দরকে আলোকিত করে (৮ নং ছবিতে দেখুন) ঐ মূর্ত্তিকে এমন স্থানে বসান হইয়াছে যে প্রত্যেক জাহাজ তাহার পাশ দিয়া ধীরে ধীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইবে। জাহাজস্থ সকল আরোহীরা সেই স্বাধীনতার মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। যাঁহারা আমেরিকান ছিলেন, তাঁহারা সম্মানার্থে নিজের মাথার টুপি তুলিলেন, এবং তাঁহাদের জাতীয় সঙ্গীত—"My country, 'tis of thee, Sweet land of liberty, Of thee I sing; Land where my fathers died; Land of the pilgrim's pride; From ev'ry mountain side Let freedom ring.—" গাইলেন (এ গানটীর সুর ইংরাজদের "God save the King" সুরের মতন।) সেই সময় কেহ কেহ ক্যামেরা লইয়া ঐ মূর্ত্তির ছবি তুলিয়া লইল।

বেলা ৪ টার সময় ঘোলা জল নীল জলের সঙ্গে মিশিয়া খেলিতে লাগিল, জাহাজ নিউইয়র্ক বন্দরের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া যাইতে লাগিল। কলিকাতা ও লণ্ডন অপেক্ষা ঢের বড় বন্দর, কত নৌকা, জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে—বহুদূর পথের পর বিশ্রাম লইতেছে। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক সহর দেখা যাইতে লাগল, দূরে ১৪।১৫ তলা বড় বড় বাড়ী রহিয়াছে। কত জাহাজ আসিতেছে, আবার যাইতেছে। খানিক দূর যাইয়া আমাদের জাহাজ থামিল। Immigration officers, Custom officers, ডাক্তার প্রভৃতি উঠিলেন। আমাদের চক্ষু পরীক্ষা করিলেন, কত টাকা আমাদের সঙ্গে আছে, এবং কি জন্য আমরা আমেরিকায় নামিতেছি এবং কোথায় থাকিব তাহা সব লিখিয়া লইলেন। তার পর ক্রমে ক্রমে জাহাজ Pier No. 48এ গিয়া নঙ্গর করিল। Dockএ অনেক সাহেব মেম দাড়াইয়া আছেন। আমাদের কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধুকে পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও ডকে দেখিতে পাইলাম না। শেষে ৫ টার সময় জাহাজ হইতে নামিয়া স্বাধীন রাজ্যে পদার্পণ করি। কিন্তু কি জন্য নামিলাম? "দেশ দেশান্তে যাওরে আন্‌তে নব নব জ্ঞান"—ঠিক এই গানটীর কথা তখন মনে হইল। সত্য সত্যই এই নূতন hemisphereএর নবালোকে, নব নব জ্ঞানে আপনাদিগকে ভূষিত করিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া এসিয়া হইতে য়ুরোপ, য়ুরোপ হইতে আমেরিকাতে আসার দরকার হইল।

আমার পদবী "সিংহ", আদ্যক্ষর S, সে জন্য আমাকে Room No. Sএ গিয়া দ্রব্যাদি খালাস লইবার জন্য দাঁড়াইতে হইল। (এখানকার প্রথা যে, যাহার যে পদবী তাহাকে পদবীর প্রথম অক্ষরের ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। "দত্ত" D'র ঘরে যাইবে, "Chatterjee" C'র ঘরে যাইবে—এই রকম।) এমন সময় দুইজন বাঙ্গালী মিঃ দত্ত

ও মিঃ ডি, এন, সেন আমাদের দেখিতে পাইয়া কাছে আসিলেন। আমরা তাঁহাদের পাইয়া বড় খুসী হইলাম। তাঁহারা বলিলেন, "শীঘ্র পাগড়ী খুলিয়া ফেলুন, নতুবা সকলে হাসিবে ও মাথায় ঢিল কাদা আসিয়া পড়িবে।" অগত্যা তাহাই করিলাম ও টুপি মাথায় দিলাম।

তারপর রাত্রি ৭টার সময় আমরা চারিজনে হাঁটিয়া চলিলাম। এক একটা রাস্তায় এমন জনতা যে পার হওয়াই দুষ্কর ; কোন রকম করিয়া জনতার ভিতর দিয়া চলিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা চলার পর sub-way (ভূমধ্যস্থ গাড়ী)তে করিয়া একেবারে 29th Street ষ্টেসনে নামিলাম ; আবার সেখান হইতে ট্রাম গাড়ী করিয়া বন্ধুদের বাসায় যাওয়া হইল। কত পরিচিত ও অপরিচিত ভারতীয়দের সহিত দেখা হইল।

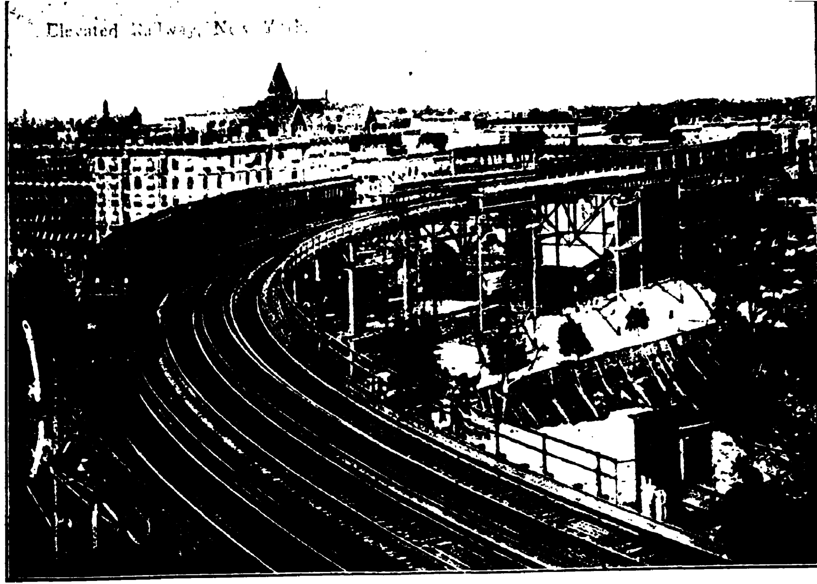
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমেরিকার নিউইয়র্ক ও সিকাগো সহর

নিউইয়র্কের রাস্তা দিয়া চলিতে লোকের হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা মোটেই নাই। রাস্তাগুলির কতকগুলির নাম East দিয়া এবং অপরগুলির নাম West দিয়া। এই সমস্ত East ও West নামক রাস্তা cross করিয়া আবার কতকগুলি চওড়া বড় রাস্তা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আছে। Eastএর রাস্তাগুলি সব East দিকে এবং Westএর রাস্তা গুলি সব West দিকে। রাস্তার পরিচয় বা নাম এই ভাবে দেওয়া হয়—যেমন West 29th street, West 28th street, West 27th street এই রকম; আবার বাড়ীর নম্বরগুলি 135 West 29th street, 137 West 28th street, 134 East 14th street, 132 East 14th street। বিজোড়-সংখ্যাযুক্ত নম্বর দেওয়া বাড়ীগুলি রাস্তার একদিকে, সম-সংখ্যাযুক্ত নম্বর দেওয়া বাড়ীগুলি রাস্তার আর এক দিকে।

নিউইয়র্কের কোন কোন রাস্তায় Red Indianদের statue বসান আছে। কলোম্বস্ আমেরিকায় নামিয়া আমেরিকার আদিমবাসী Red Indianদের সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পান। ইহাদের গায়ের রং তাম্র বর্ণ, মাথায় পালকের উষ্ণীষ। ইহারা সর্ব্বপ্রথম ভুট্টার চাষ আমেরিকাতে করিত, সেই জন্য ভুট্টার নাম Indian corn হইয়াছে। (৯ নং ছবি দেখুন)

বড় বড় রাস্তায় লোক জনের দ্রুত চলা ফেরার জন্য বেশ ভালরূপ বন্দোবস্ত আছে। প্রাতে ৭টার কিছু পূর্ব্বে কোন এক রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইলে, হাজার হাজার যুবক যুবতী, স্ত্রী, পুরুষকে কারখানার কাজে



নিউইয়র্কের elevated rai wa উর্দ্ধস্থিত রেল-পথ

(১০নং ছবি



Brooklyn subway (ভূমধ্যস্থ রেলগাড়ী)।

(১১নং ছবি)

যাইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে দেখা যায়। দুপুরের সময় অর্থাৎ ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত আফিসের সাহেব মেমেরা lunch খাইবার জন্য ছুটি পায়। সন্ধ্যা ৫টা কি ৬টার পর সেইরূপ ভিড় রাস্তায় দেখা যায়। সে সময় সকলে দিনের কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরে। সেই সময় পুলিসের খাটুনি খুব। মধ্যে মধ্যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে গাড়ী কিছুক্ষণের জন্য থামাইয়া তাহারা পদব্রজে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেয়। এক দল যাইতে না যাইতে আবার আর এক দল আসিয়া পুলিসের পশ্চাৎ দিকে জড়ো হয়, পুলিস কিন্তু তখন আর গাড়ীগুলিকে আটকাইয়া রাখে না, কিয়ৎক্ষণের জন্য পদব্রজে যাতায়াত বন্ধ রাখিয়া গাড়ীগুলির রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেয়। নিউইয়র্ক সহরে জনসাধারণের চলা ফেরার জন্য তিন প্রকার যানের ব্যবস্থা আছে :—(১) ট্রামে চড়িয়া যাইতে পারা যায়। (২) Elevated railway অর্থাৎ উর্দ্ধস্থিত রেলপথে যাওয়া যায়। (১০ নং ছবি দেখুন) (৩) আবার রাস্তার তলা দিয়া যে sub-way গিয়াছে সেখানে গিয়া ভূমধ্যস্থ রেলগাড়ী করিয়াও যাইতে পারা যায়। (১১নং ছবি দেখুন) যে ব্যক্তি ট্রাম গাড়ী ধরিতে অকৃতকার্য্য হইবে, সে না হয় elevated railway ধরিতে পারে, যদি সে তাহাও না পারে সে রাস্তা দিয়া নীচে নামিয়া sub-wayর ট্রেণ ধরিতে পারে। একটা না একটা ধরিতে পারিবেই, কারণ ঘন ঘন গাড়ী যাতায়াত করে। এই সব ট্রেণে একটী মাত্র শ্রেণীই থাকে। একবার যাওয়ার transfer শুদ্ধ ভাড়া ৫ সেণ্ট* অর্থাৎ ১০ পয়সা। Sub-wayর ট্রেণগুলি লণ্ডনের ভূমধ্যস্থ রেলগাড়ীর মতন তত পরিষ্কার নহে। লণ্ডনে Thames নদীর তলা দিয়া রেলগাড়ী গিয়াছে। কিন্তু হাড্‌সন্ নদীর tunnel নিউইয়র্ক ও নিউজার্সেকে মিলিত করিয়াছে। ইহাও কম আশ্চর্য্যজনক নহে। (১২ নং ছবি দেখুন)

* আজ কাল ৮ সেণ্ট হইয়াছে।

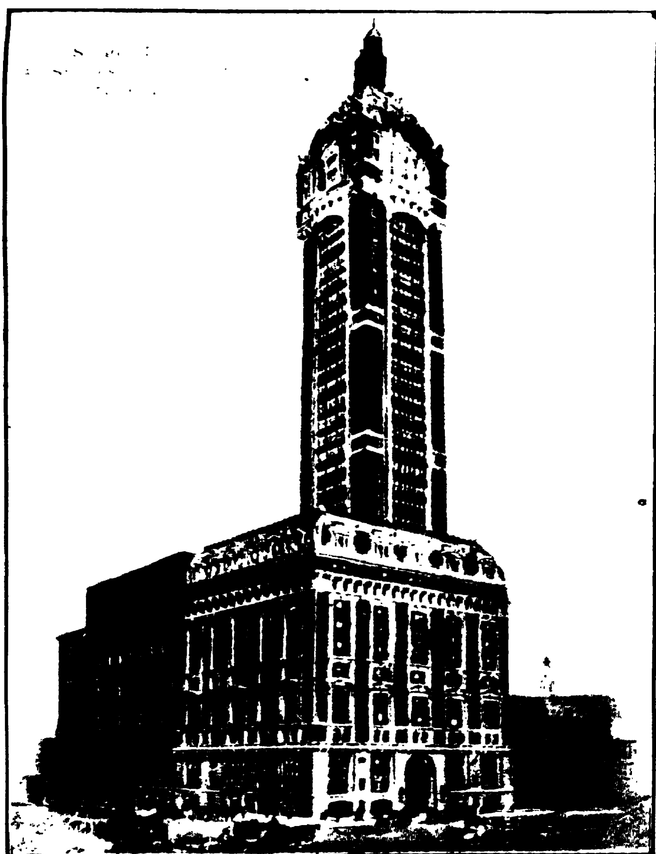
নিউইয়র্কের বাড়ীগুলি ৫০ তলা, ৭৫ তলা। Singer Building ৪৭ তলা, ৬১২ ফিট উচ্চ। (১৩ নং ছবি দেখুন) এই সকল বাড়ী কাঠের তৈয়ারী। Elevator যাহাকে বিলাতে lift বলে তাহার সাহায্যে দোতলায় বা তিন তলায় বা উপরে উঠিতে হয়। ঐ সকল বাড়ীর নীচের তলায় প্রবেশ করিলেই ৮।১০টা elevatorকে দিবারাত্রই উপর নীচু করিতে দেখা যায়, অর্থাৎ লোকদিগকে উপরে লইয়া যাইতেছে আর নামাইয়া আনিতেছে। যদি বাড়ীতে ঢুকিয়া কেহ দেখে যে সব-কয়টা elevator উপরে চলিয়া গিয়াছে, তখন সে electric button টিপিয়া দিলেই একটা elevator তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। যদিও এ ছাড়া সিঁড়িও আছে, কিন্তু তাহা ব্যবহার করিতে গেলে প্রথমতঃ ক্লান্ত হয়ে যেতে হয়, দ্বিতীয়তঃ সময় যথেষ্ট যায়। এ এমন দেশে এসেছি যে সব কাজ কলেই হয়।

নিউইয়র্কের হোটেল ও restaurantএ দুপুর ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত lunch খাইবার সময়। সে সময় কারখানা আফিসের সাহেব-মেমেরা হোটেলে ও restaurantএ গিজ্ গিজ্ করে। Restaurantএর বাহিরদিকের দেওয়ালগুলি কাঁচের, সুতরাং রাস্তা দিয়া চলিতে গেলেই restaurantএর লোকেরা কে কি করিতেছে, কত লোক খাইবার জন্য বসিয়াছে, waitressরা কত তাড়াতাড়ি পরিবেশন করিতেছে তাহা সব দেখা যায়। Restaurantএর ভিতরে চারি পাশের দেওয়ালে বড় বড় আয়না টাঙ্গান আছে। খাইতে বসিলে নিজে কত বড় হাঁ করিতেছি, বা পাশের টেবিলে কে কে খাইতে বসিয়াছে তাহা সব দেখা যায়। কোন কোন restaurantএ bill of fare (আহার্য্য দ্রব্যের মূল্যের তালিকা) প্রত্যেক টেবিলের উপরই থাকে। আবার কোন কোন restaurantএর ভিতরকার দেওয়ালে কাল বোর্ডে bill of fareটি খুব বড় অক্ষরে খড়ি দিয়াও লেখা থাকে। টেবিলে যখন bill



হাড্‌সন্ নদীর টানেল্ নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সেকে মিলিত করিয়াছে

(১২নং ছবি)



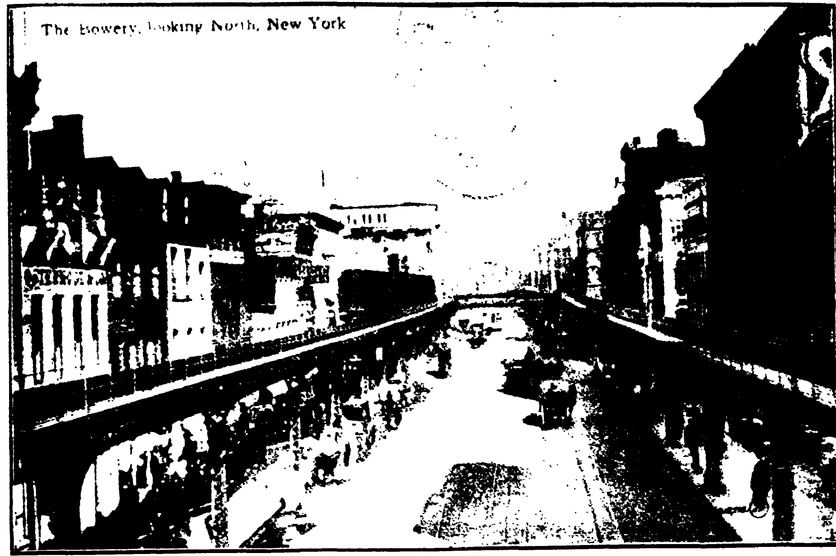
নিউইয়র্কের Singer Building, ৪৭ তল
বাড়ী; ৬১২ ফিট উচ্চ। (১০নং ছবি)

of fare থাকে, বসিবামাত্র waitress উহা সামনে আনিয়া ধরে, তাহা দেখিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা হুকুম করে। ওভারকোট, টুপি প্রভৃতি রাখিবার জন্য rackও থাকে, যেখানে বসিয়া খাওয়া হয় তাহারই খুব নিকটে তাহা থাকে। তবে cashier'র জিম্মায় না রাখিলে restaurant হইতে চুরি গেলে restaurantএর লোকেরা দায়ী হয় না, এরূপ বিজ্ঞাপনও থাকে। প্রত্যহ একই restaurantএ যদি খাওয়ার বন্দোবস্ত করি, তাহা হইলে waitressদিগকে মধ্যে মধ্যে tip অর্থাৎ ।৵০ আনা বকসিস্ দিতেও হয়। ইহা তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতে হয় না, তবে যে শেষ plateএ খাওয়া হয় তাহার নীচে অর্থাৎ plate চাপা দিয়া রাখিতে হয়। ঐ tip যে waitress পায় ফিরেবার আমি খাইতে ঢুকিলে সে তৎক্ষণাৎ আমার নিকট ছুটিয়া আসে এবং আমার খাবার শীঘ্র আনিয়া দেয়, এবং কখন কখন একটু বেশী করেও দেয়।

নিউইয়র্কে Macfadden Physical Culture Restaurant চারিদিকে আছে। যাহারা নিরামিষভোজী তাঁহারা ঐ সকল restaurantএ যাইলে মনের মতন জিনিষ খাইতে পান। আমি ঐ সকল restaurantএ যাইয়া প্রায়ই খাইতাম। ২০ সেণ্টের (৪০ পয়সা), ২৫ সেণ্টের (৫০ পয়সা), ৩০ সেণ্টের (৬০ পয়সা) lunch, ৪০ সেণ্টের (৮০ পয়সা) ও ৫০ সেণ্টের dinnerও প্রস্তুত থাকে। তা ছাড়া ইহাদের "A la carte" serviceও আছে, স্বতন্ত্র খাইবার জিনিষও বিক্রয় করে; যেমন rice and raisin (কিস্‌মিস্ দেওয়া এক বাটী দুধভাত) দাম ।০ আনা; sliced bananas (কলা চাকা চাকা করিয়া কাটা) দাম ৵১০ পয়সা। এক গেলাস দুগ্ধের দাম ৵১০ পয়সা। এই সকল restaurantএর ভিতরে লেখা থাকে—"Chew your food, your stomach has no tooth". (আহার সামগ্রী বেশ করিয়া চিবাইয়া খাইবে কারণ পেটের দাঁত নাই।)

নিউইয়র্কের একটী বস্তির নাম "The Bowery" (১৪ নং ছবি দেখুন), ইহাকে cosmopolitan quarterও বলা যাইতে পারে। যত ঔপনিবেশিক আমেরিকাতে আসে তাহারা সব এইখানে ঘর ভাড়া করিয়া বাস করে। "Pig-tailed" (শূয়রের লেজবিশিষ্ট) চীনে, জাপানী, হাঙ্গেরিয়ান্, ইটালীয়েন্, জাম্মান্, ফরাসী এবং আরও ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। এ পল্লীটা খুব অন্ধকার, রোদ ঢোকে না বলিলেই হয়, খুব জনতাপূর্ণ। ভ্রমণকারীরা নিউইয়র্কে আসিলে Bowery না দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না। তাঁহারা ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শুনিতেও চান এবং চীনে restaurantএ ঢুকিয়া oriental dish অর্থাৎ "chop-suey" খাইয়াও আসেন। (ইহা বেঙ্গের ছাতা পেঁয়াজ প্রভৃতি দিয়া রাঁধিয়া ভাত দিয়া খাইতে হয়)। ঐ Bowery Red light district'র কেন্দ্র ও সব রকম গুণ্ডামি, ব্যভিচার আর যাহা মানুষে কল্পনা করিতে পারে না তাহাও ঐখানে হয়। এখানে ঘরভাড়া খুব সস্তা। এখানে ১৫ সেণ্ট (।৶১০ আনা) দিলে একরাত্রি কাটাইবার জন্য একটী ঘর ও শুইবার জন্য একটী বিছানাও পাওয়া যায়। কোন বিদেশীয় ভদ্রলোকের এখানে স্ফূর্ত্তির জন্য না যাওয়াই উচিত। যাইলে তাঁহার পতন অনিবার্য্য।

নিউইয়র্কে Anatomical Museum (শরীর ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞা-বিষয়ক যাদুঘর) আছে, একটী পুরুষদের জন্য, আর একটী স্ত্রীলোকদের জন্য। ঐ সকল যাদুঘরের নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া চলিলে যাদুঘর হইতে ঘণ্টার শব্দ শুনা যায় যাহার দ্বারা লোকের নজর ঐ দিকে আকৃষ্ট হয়। উভয় যাদুঘরে লেখা আছে যে ১২ বৎসরের কম বালক ও বালিকাদিগের প্রবেশ নিষেধ। যে যাদুঘর পুরুষদের জন্য সেখানে পুরুষ ভিন্ন মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। আমি প্রবেশ করিয়া দেখি যে পুরুষ জননেন্দ্রিয় লইয়া যতরকম ব্যাধি হইতে পারে তাহারই মডেল, চার্ট, preserved private



উত্তর দিকে Bowery। দুই দিককার ফুটপাথের কিছু উপরে বাড়ীগুলির ধারে বারান্দা নহে, উহা উর্দ্ধস্থিত রেলরাস্তা ; ঐ রাস্তার ধারে একখানি ট্রেণও আসিতেছে। (১৪নং ছবি)

parts প্রভৃতি রাখা আছে, আর নিম্নে বর্ণনা দেওয়া আছে। একটি কাঁচের bulb আছে যাহাতে হাত দিলে নিজের গায়ের রক্ত দূষিত কি ভাল তাহা জানা যায়। আমি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম যে আমাদের ভারতবর্ষে এরকম যাদুঘর থাকা নিতান্ত দরকার, তাহা হইলে স্ত্রী কি পুরুষ অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা করিলে, কি ব্যভিচারী হইলে কি সব ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইতে হয় তাহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে কুপথে যাইতে সাহস করিবে না।

নিউইয়র্কে Laughing gallery, Aquaria, Cooper's Library প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ।

লণ্ডনের মতন নিউইয়র্কের দোকানেও সব এক দর। আমেরিকানে বিলাতের লোকের চেয়ে দোকান ভালরূপ সাজায়। ক্রেতাগণকে serve করিবার ব্যবস্থাও এখানে খুব সুন্দর। বড় বড় দোকানে ঢুকিলে, বিক্রেতার সহিত কথা কহিতেছি, আর দেখি কি না মাথার উপর দিয়া দোতলা, তিন তলা, চারি তলা ধরিয়া ছেলেদের খেলিবার মতন রেলগাড়ী হিস্ হিস্ শব্দে তারের উপর দিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। আমি প্রথম দেখিয়া মনে করি যে ঘরের কড়িকাঠ ধরিয়া ছোট রকমের বৈদ্যুতিক ট্রামই বুঝি ছুটিতেছে। ব্যাপারটা কি তাহা বলি, আমি একটা জিনিস কিনিলাম। বিক্রেতার নিকট ভাঙ্গানি নাই। সে আমার টাকাই হউক বা নোটই হউক, আর যত টাকার জিনিষ ক্রয় করিলাম সেই বিল শুদ্ধ ঐ ছোট রকম বাক্স গাড়ীতে পুরিয়া খাজাঞ্জির নিকট পাঠাইয়া দেয়। মুহূর্তেক্ষণ পরেই সেই বাক্স গাড়ী ভাঙ্গানি লইয়া সেই বিক্রেতার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। বিক্রেতা বাক্স-গাড়ী খুলিয়া আমার যাহা ফেরৎ পাওয়া উচিত তাহা দিল। দেখুন সময়ের মূল্য ইহারা কত বুঝে; গাড়ী করিয়া ভাঙ্গানি আসিয়া পৌঁছিল, আর আমাদের দেশে লোক পাঠাইয়া, না হয় এ ঘর থেকে ও

বর পদব্রজে হাঁটিয়া তবে ভাঙ্গানি আনিয়া খদ্দেরকে বিদায় করা হয়। আমরা তাহার মূল্যবান্ সময় অযথা নষ্ট করিয়া দিই।

নিউইয়র্কে একটী দোকান আছে, তাহার নাম "10 Cent Store" অর্থাৎ এখানে যত রকমের জিনিষ সবারই কিন্তু এক দর অর্থাৎ ।/০ আনা। ।/০ আনার কম দামের বা বেশী দামের কোন জিনিষ নাই।

এক দিন দেখি একটী রাস্তায় একজন লোক নূতন গানের স্বরলিপি বিক্রয় করিতেছে। সে রাস্তায় দাঁড়াইয়া hand-organ বাজাইতেছে আর ঐ নূতন গানটী গাহিতেছে, এতে সে স্থানে অনেক লোক জড়ো হইয়া গেল। সে গানটির নাম ছিল—"There is no body who loves like mother." (এ জগতে মার মতন ভালবাসিতে পারে এমন অপর কেহ নাই)। সে ব্যক্তি বার বার ঐ গানটী গাইল, অর্থাৎ সে তৎক্ষণাৎ শ্রোতৃগণকে গানটা শিখাইয়া দিল। শ্রোতারা তখন সকলে এক এক কপি করিয়া ঐ গানের স্বরলিপি কিনিয়া লইল। আমি দেখিয়া অবাক হইয়া মনে মনে বলিলাম—বাঃ এত বেশ ব্যবসা জানে।

আর একদিন এই সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, এমন সময় একটী লোক ব্যাগে কতকগুলি ছবি লইয়া রাস্তার এক কোণে আসিয়া বলিতেছে— "ভদ্রলোকগণ! আমি যে ছবি বিক্রয় করিতেছি, তাহার দাম মোটে ৫ সেণ্ট (১০ পয়সা)। এ ছবিগুলি অশ্লীল। ওই বুঝি পুলিস এ দিকে আসছে"—এই অবধি বলিয়া সেখান হইতে দৌড় মারিয়া রাস্তার আর এক কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। আমিও সেই সময় সেখানে ছিলাম। পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া দেখি পুলিস ত নাই, সে এই রকম চাল্ দিয়া লোকের কিনিবার ঔৎসুক্য বর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেছে। সেই সমস্ত লোক আবার তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিয়া তাহার নিকট আসিল, এ স্থানে তাহার দ্বিগুণ খরিদদার হইল। সে সেখানে দাঁড়াইয়া আবার

বলিল—"আমি অশ্লীল ছবি বিক্রয় করিতেছি—এই বুঝি পুলিস আসছে—না—না—আমার দেখার ভুল হচ্ছে। যাহারা কিনিবেন তাঁহারা—ঐ যে পুলিস আসছে"—এই অবধি বলিয়া আবার সে স্থান হইতে ছুট দিল। পুলিস এবারও আমরা দেখিতে পাইলাম না। আমাদের ঔৎসুক্য আরও বাড়িল, আমরা আবার তাহার নিকট আসিয়া দাড়াইলাম। এবার তাহার তিনগুণ গ্রাহক হইল। এখন সে বলিল—"এই খামগুলিতে অশ্লীল ছবি আছে, ৫ সেণ্ট দিলেই পাবেন তবে কেহ খামগুলি রাস্তায় খুলিবেন না, তাহলে পুলিসে জুলুম করিবে। কে কিনিবেন শীঘ্র সেণ্ট বাহির করুন।" বাস, সেইখানেই তাহার অনেক বিক্রয় হইয়া গেল। আবার সেখান হইতে "ঐ যে পুলিস আসছে" বলে এমন ছুট দিল যে একেবারে সে চক্ষের আড়াল হইল। আমি একজনকে এইরূপ খাম কিনিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ৫ খানি ছবি ছিল, কিন্তু ছবিগুলিতে কোন অশ্লীলতা দেখিলাম না। আমি বিক্রেতার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

নিউইয়র্কের বড় বড় রাস্তায় ফেরিওয়ালারা যাহা বিক্রয় করে তাহার গায়ে সব দর লেখা থাকে। কোন কোন দৈনিক খবরের কাগজের দাম ১০ পয়সা। নিউইয়র্কের পার্কে বসিলে, কেহ না কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আপনার জুতা পালিস ক'রে দিব?" জুতা পালিস করিতেও ১০ পয়সা। আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে চিঠি পাঠাতেও ১০ পয়সা। এ দেশে ১০ পয়সার কমে কোন জিনিস নাই বলিলেই চলে।

আমেরিকার অন্যান্য বড় সহর সিকাগো প্রভৃতি সব একই ধরণের। ঐ সব সহরে বড় বড় ৪০।৫০ তলা বাড়ী আছে। সব সহরেই hustling crowd। একটী প্রথম বার্ষিক চীনদেশীয় ছাত্র সিকাগো দেখিয়া আসিয়া ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Rhetoric ক্লাসে "সিকাগো রাস্তায় ভিড়"

সম্বন্ধে রসিকতাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখে। তাহার অবিকল নকল এইস্থানে দিলাম :—

A throng in a Chicago street

"Chicago sounded to my ears as something like a dreadful human-hell, far away from nature. It may be so from one point of view but from another this profane, unpoetic, smoky city may appear to be a sort of zoological garden. Suppose you look down a street from the top window of Masonic Temple. The massive buildings with hundreds of windows, and thousands of two-legged creatures going in and out, are just like the immense hives or else ants' towers. You catch sight of news-boys who jump from one car to another, or cross streets back and forth. They are the street's human sparrows. The smoke-smothered boys who stand at the show windows of stores with such curious and absent-minded looks, with ever favorite pea-nuts in their hands are indeed the close relatives of monkeys. The red-necktied gentlemen on the street, with silver-tipped canes under their arms and with a jaunty air of cake-walk-artist, strut about the street, ladies behind, of course they are the roosters and the hens! Now comes a "merry-widow-hat" like a pea-cock with its gorgeous feathers in full display. As to the ducks, goats, donkeys, elephants and wolves no mention need be made of them, for you will not likely fail to recognize them as they come mingled in the throng."

সিকাগো Union Stock Yard'র জন্য বিখ্যাত। এই Stock Yardএ যত জীবন্ত beef type গরু, শূয়র, ভেড়া প্রভৃতি জড়ো করিয়া

রাখা হইয়াছে; মার্কিনবাসীদের আহারের জন্য সেগুলি মজুত। সেগুলি আমাদের দেশের মতন অস্থিকঙ্কালসার ও মাংসহীন নহে। সেগুলিকে খাইয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট করা হইয়াছে। এমন হৃষ্টপুষ্ট পশুগুলিকে কি রকম নিষ্ঠুরের মতন হত্যা করা হয় তাহা দেখিবার জন্য আমি অন্যান্য মার্কিন দর্শকবৃন্দের সহিত তথায় যাই। ....আমি হিন্দুর ছেলে, আমার ক্ষমতা নাই যে ঐ সব দৃশ্য পাঠক পাঠিকাগণের নিকট বিশদরূপে বর্ণনা করি। আমি যে সেখানে গিয়া ঐ সব দৃশ্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি, এই ঢের। বড়ই আশ্চর্য্য যে এমন সভ্য দেশে সহজে জীব হত্যা করিবার ব্যবস্থা নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমেরিকার factoryতে আমাদের সহজে প্রবেশলাভ ও শিক্ষালাভ করিতে পারা যায় কি না

"আমেরিকায় কালা বিদ্বেষ আছে। এই জন্য আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় পাগড়ী, চোগা চাপকান লাগাইয়া রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়ান। এত দূর southern states ছাড়া অন্য কোথায় করিবার কোন দরকার হয় না। ইহাতে বরং অনেক সময় অসুবিধা বোধ করিতে হয়। এ রকম "সং" সাজিয়া factoryতে ঢুকিবার চেষ্টা করিলে boss অর্থাৎ প্রধান কারিকর বলিবে কোথাকার একটা অদ্ভুত পাগল বিদেশীয় এসেছে।

"যদি কোন আমেরিকানদের নামে factoryতে ঢকাইয়া দিবার জন্য সুপারিস পত্র থাকে, সে ভদ্রলোকটী না হয় তখন বলিবেন—"আমার যাহা ক্ষমতায় কুলায় তাহা আমি আপনার জন্য করিব। আপনি কিছু দিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। আপনাকে দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল' ইত্যাদি। তাহার কিছু দিন পরে দেখা করিতে গেলে, তখন তিনি বলিবেন—"ও, আমি বড়ই দুঃখিত আমি কিছুই আপনার জন্য করিতে পারিলাম না। ইহারা বিদেশীয়দের factoryতে লইবে না।"

"প্রথমে factoryতে ঢুকিয়া কিছু শিখিব—এ আশা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। শতকরায় একটী ছেলে হয় ত factoryতে ঢুকিতে পারিবে। ঢুকিয়াও ভাল রকম শিখিতে পারিবে না; ইহারা ব্যবসার secret বড় একটা বিদেশীয়দের বলে না। Factoryতে না ঢুকিতে পারার অনেক কারণ আছে, factoryর boss বলিবেন, "তুমি

বিদেশীয়, তুমি আজ আছ, কাল শিখিয়া চলিয়া যাইবে, তোমাকে আমরা শিখাইব না। আমরা এমন লোককে শিখাইব যাহা দ্বারা আমাদের factoryর উন্নতি হইবে এবং যে ব্যক্তি আমাদের কাজে লাগিয়া থাকিবে।" এখন আমি যদি মিথ্যা কথা বলি, 'আমার বাড়ীতে আর কেহ নাই, ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাব না, আমি এখানেই তোমাদের কাজ করিব।' হয়ত ঐ কথা বলিয়া প্রবেশ করা গেল। কাজ শিখিবার বেলায় সেই একটা departmentএ ফেলিয়া রাখিবে, তখন আমি যদি বলি, "চামড়া ঝাড়িতে বেশ শিখিয়াছি, এতে কোন বুদ্ধির দরকার করে না, এখন আমি চামড়ার অন্য departmentএ কাজ করিতে চাই।" তখন factoryর boss বলিবেন, "আমি তোমাকে চামড়া ঝাড়া ব্যতীত অন্য কোন কাজ দিতে পারি না। বিদেশীয়দের জন্য ঐ সকল কাজ। Leather staining, dressing, dyeing, finishing প্রভৃতি কাজ আমাদের দেশের লোক করিবে।" একটী ভারতীয় ছাত্র সাবান তৈয়ারী করিবার factoryতে ঢুকিতে পারিয়াছিল। তাহাকে সাবান pack করা ও label মারিয়া order supply করিতে হইত। এতে তাহার সাবান তৈয়ারী কিছু শেখা হয় নাই। শেষে সে factory পরিত্যাগ করিয়াছিল।" *

আমেরিকার বিদ্যালয়ে যে যে industry শিক্ষা দেয়, সেখানে যাইয়া সেই সেই বিষয় শিক্ষালাভ করা হইলে, তখন অধ্যাপকদের পত্র লইয়া factoryতে বরং ঢুকিতে পারা যায়। Factoryর bossকে মধ্যে মধ্যে Indian curios উপহার দিতে হয়, মধ্যে মধ্যে তাহাকে dinnerএ নিমন্ত্রণও করিতে হয়। এই রকম করিলে industryতে finishing touch দিতে পারা যায়। শিল্পবিজ্ঞান সমিতি হইতে অনেক ছাত্র

* আমার ২৭শে জানুয়ারির পত্র হইতে উদ্ধৃত।

আমেরিকায় গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া businessএ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের অকৃতকার্য্য হওয়ার কারণ এই যে factoryতে ঢুকিয়া তাঁহারা আদ্যোপান্ত শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্যানেডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা

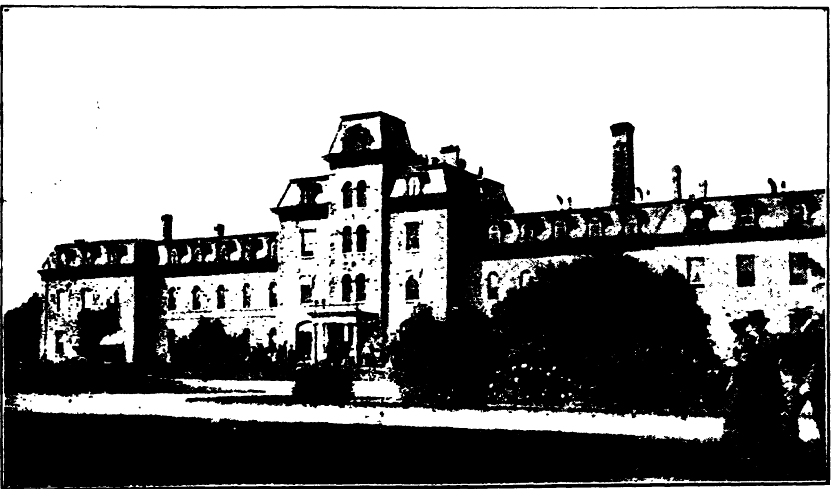
ক্যানেডাকে "The land of the Maple" বলা হয়, যেহেতু ক্যানেডায় যথেষ্ট maple বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের গায়ে ছিদ্র করিয়া যে রস বাহির করা হয় তাহা হইতে চিনি ও সিরাপ তৈয়ারী হয়। যুক্তরাজ্য পার হইয়া ক্যানেডাতে প্রবেশ করিতে হইলে ৫ ডলার head-taxস্বরূপ দিতে হয়। ক্যানেডাতে যে সব ভারতীয় গিয়াছে তাহারা অধিকাংশ কুলি, ক্যানেডাবাসীরা তাহাদিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। ডোমিনিয়ান গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে তাড়াইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেজন্য বলিতেছি, "Canada for the Canadians" (ক্যানেডা ক্যানেডাবাসীদের জন্য)।

ক্যানেডাতে Toronto, McGill, Mcmaster, Ottawa প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে Toronto বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাপেক্ষা বড়। Toronto বিশ্ববিদ্যালয় Toronto সহরে, তবে ইহার কৃষি কলেজ Toronto সহর হইতে অনেক দূরে। এই কৃষি-কলেজে বিদেশীয় ছাত্রদিগকে কলেজের বেতন বৎসরে ১০০ ডলার (৪০০৲ টাকার কিছুবেশী) করিয়া দিতে হয়, তাহা ছাড়া প্রত্যেক বিষয়ে laboratory depositও আছে। যাহারা Ontario'র অধিবাসী তাহারা কিন্তু বিনা বেতনে কৃষিশিক্ষা করিতে পায়। এই কলেজে ছেলে ও মেয়েদের থাকিবার জন্য দুইটী সুন্দর residence (আবাস) আছে, উহা বাস্তবিক আদর্শস্থানীয়। কিন্তু আদর্শ হইলে হইবে কি, বিদেশীয় ছাত্রেরা এক বৎসরের বেশী তথায় থাকিতে পারে না। যদি এক বৎসরের অধিক দরকার হয়, তাহারা down townর family

houseএ কিম্বা হোটেলে ঘরভাড়া দিয়া ও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া থাকিতে পারে, তাহাতে খরচ কিছু বেশী পড়ে। Ontario'র ছাত্রেরা মৌরুসী পাট্টাস্বরূপ চারি বৎসর কাল residenceতে পরম সুখে বাস করিতে পায়, আমরা কিন্তু পাই না। কারণ তাঁহাদের অভিভাবকেরা rate-payers.

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে যে ক্যানেডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি খুব বড় তাহাও নহে, তবে সব বিষয় ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে। এই জন্য আমার জানা দুই তিন জন ছাড়া বেশী ভারতীয় ছাত্র ক্যানেডার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থে যায় নাই। যাহারা গিয়াছে তাহাদের বরফের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন কাটাইতে হয় বলিয়া দুই এক বৎসরের বেশী কেহ ক্যানেডার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটায় নাই।

ছেলেদের residence (১ নং ছবি দেখুন) তে প্রায় ৫০০ ছেলে থাকিতে পায়। প্রত্যেক ঘরে wash-stand, dressing-bureau, চেয়ার, টেবিল, খাট, বৈদ্যুতিক আলো ও radiator (যাহার দ্বারা ঘরকে গরম করিয়া রাখা হয়) আছে। নীচে তলায় সর্বসাধারণের জন্য একটী টেলিফোঁ, বৃহৎ বৈঠকখানা ঘর, সংবাদপত্র পড়িবার ঘর, পোষ্ট আফিস, খাইবার ঘর, এছাড়া চাকরাণীদিগের থাকিবার জন্য অনেক ঘরও আছে। বৈঠকখানা ঘরে একটী piano আছে। পোষ্ট আফিসে প্রত্যেক ছেলের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপযুক্ত নিজের নিজের বাক্স আছে, তাহা combination দ্বারা খুলিলে নিজের চিঠি পত্রাদি পাওয়া যায়। যদি কোন ছাত্র নিজের বাক্সের combination ভুলিয়া যায়, mail-sorter তাহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া তাহার বাক্সের combinationটী অর্থাৎ ৩-৫-৬ বা ৪-০-৩ যাহা হইবে পুনরায় বলিয়া দেন। এইরূপ বাক্স বৎসরে ভাড়া লইবার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে ২৫ সেণ্ট (৫০ পয়সা) করিয়া দিতে হয়। সংবাদপত্র পড়িবার ঘরে



ছেলেদের residence (আবাস)। (১৫নং ছবি)

প্রায় ৪০টী সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা থাকে। এই ঘরের দেওয়াল যাহারা কৃষি কলেজে এক সময়ে পড়িয়াছে, তাহাদের ক্লাসের ফটোর দ্বারা ভূষিত। একজন house-mother যাঁহাকে matron বলা হয় তিনি দোতলায় থাকেন। Dean of the residenceও দোতলায় থাকেন। তিনি কৃষিকলেজের একজন অধ্যাপক। তাঁহার কাজ অনেকটা তত্ত্বাবধান করা, ছাত্রেরা residenceএর নিয়মমত চলিতেছে ও পড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পড়াছাড়া অন্য কাজে সময় নষ্ট করে কি না দেখা, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ছাত্রদের পড়াও বুঝাইয়া দিতে হয়। ভারতের হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্রা all-round educationist (সব বিষয় জানা বিদ্বান) নহেন, সুতরাং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে সব ছাত্রেরা থাকে তাহারা পড়া বুঝাইয়া লইতে তেমন সাহায্য পায় না। উক্ত Deanএর নিকট প্রত্যেক ঘরের চাবিও থাকে। আমরা ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেও, তিনি নিজের চাবির দ্বারা ঘর খুলিতে পারেন। যদি কোন দিন তাঁহার সন্দেহ হয় যে অমুক ঘরে সন্ধ্যার পর ছাত্রেরা আছে, না তাঁহাকে না জানিয়ে থিয়েটারে বা কোথাও চলিয়া গিয়াছে তিনি চাবি খুলিয়া পরীক্ষা করেন। একবার আমার ঘরের উপরও তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি তখন ঘরে পড়িতেছিলাম, তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া চাবি দিয়া ঘর খুলিলেন ও "Good evening, gentlemen," বলিয়া ঘরপানে দৃষ্টিপাত করিয়া "Excuse me, Good night" বলিয়া অন্য ঘরে পরীক্ষা করিতে গেলেন।

সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত কলেজ লেক্‌চার হয়, সে সময় কোন ছাত্রের নিজের শুইবার ঘরে থাকিবার নিয়ম নাই। সে সময় চাকরাণীরা ঘর পরিষ্কার করিতে, বিছানা ঠিক করিয়া রাখিতে, মুখ ধুইবার জন্য জল jarএ দিবার জন্য যাতায়াত করে। (ইহাতে ছাত্রেরা তাহাদের সহিত কোন প্রকার ঠাট্টা করিবার সুযোগ পায় না)। চাকরাণীদের

নিকটও প্রত্যেক ঘরের চাবি থাকে। ঘরের মধ্যে আমার অনেক জিনিষ অনেক সময় থাকিত কিন্তু কখন তাহাদিগকে চুরি করিতে দেখি নাই। যদি কোন ছাত্রের শরীর খারাপ বোধ হয় তাহা হইলে সে Deanএর হুকুম লইয়া নিজ ঘরে পড়িয়া থাকিতে পারে, আর যদি তাহার কোন ব্যারাম হয়, তাহা হইলে Dean তাহাকে ঐ residenceএর দোতলায় কতকগুলি ঘর লইয়া Hospital block আছে সেখানে পাঠাইয়া দেন। তাহাকে তথায় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিতে হয়।

খাইবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। সময় অতিক্রম করিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিতে পারা যায় না। কোন কোন অলস ছাত্র প্রায়ই আমাদের breakfast খাওয়ার সময় কাঁচের দরজা বন্ধ হইলে, তাড়াতাড়ি dining-hallএর নিকট ছুটিয়া আসে। ভিতর হইতে waitressরা হাত নাড়া দিয়া বলে, "আর ঢুকিতে পাবেন না।" অগত্যা এই সকল ছাত্রদিগকে পরবর্ত্তী আহার যাহা দুপুরে পরিবেশন করা হয় সেই সময় অবধি অপেক্ষা করিতে হয়। তবে নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় না এমন নহে, যদি কোন ছাত্রের সহিত waitressএর সঙ্গে একটু বিশেষ পরিচয় থাকে, তবে সেই waitress তাহার জন্য সিদ্ধ ডিম ও রুটী পশ্চাৎ দরজা দিয়া তাহার হস্তে দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়। খাইবার ঘরটী প্রকাণ্ড বড়, একবার seatingএ সকলের খাওয়া হয়। এক একখানি টেবিলে ১৬।১৮ জন ঘিরিয়া বসে। ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের ছাত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেবিল, প্রত্যেক টেবিলের পাশে ছোট রকমের side-table থাকে, তাহার উপরে roast করা গরু বা শূয়রের মাংসের একটা বড় টুক্‌রা plateএ রাখা থাকে। প্রত্যেক টেবিলের জন্য এক এক জন ছাত্র carver (মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া যাহারা কাটে) আছে। খাইবার সময় উপস্থিত হইলেই Dean

ছোট রকমের একটী উপাসনা করেন। তাহার পরই carver মাংস টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া plateএ সাজাইয়া দেয়। হয়ত পাঠক পাঠিকা ভাবিতেছেন যে waitress থাকিতে এ কাজ ছাত্রেরা কেন করে। ছাত্রেরা যাহাতে ভাল carver হইতে পারে তাহার শিক্ষা এই রকম করিয়া পায়।

সকাল ৭টা হইতে ৭॥০টা breakfastএর সময়। এ সময় porridge বা shredded wheat বা corn flakes পাওয়া যায়, তাহাতে কলা চাকা চাকা করিয়া ফেলিয়া, আর খানিকটা দুধ চিনি দিয়া খাওয়া হয়। চা, কফি, বা কোকো যে যত পেয়ালা চায় তাহা পায়। Rye-bread বা wheat-bread যে যত slice চায় তাহা পায়, মাখন যত চাওয়া যায়, তত পাওয়া যায়। সিদ্ধ মুর্গির ডিম প্রত্যেকে ৫।৬টা করিয়া পায়। কিম্বা ভাজা শূয়রের মাংস ও ডিম, smashed বা সিদ্ধ আলু, baked আপেল বা কমলা লেবুও খাইতে দেয়।

Dinner ১২টা ১৫মিনিটের সময়। কোন দিন (১) kidney soup, সিমের ঝোল, মটরের ঝোল, বা বিলাতী বেগুনের ঝোল খাইতে দিত, তাহাতে বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়া, খানিকটা sauce দিয়া খাইতে হয়। তাহার পর (২) roast beef, (৩) সিদ্ধ বাঁধা কপির পাতা বা সিদ্ধ ভুট্টা, (৪) আলু সিদ্ধ কিম্বা গাজোর সিদ্ধ, (৫) Pickles, (৬) চা কফি বা কোকো, (৭) Celery, spinach বা lettuce এই সব বিলাতী শাক গরম জলে ধুইয়া আনিয়া দেয়, তাহাতে কখন মূর্গির ডিম ভাঙ্গিয়া দেয়, গোল মরিচ ও নুন লাগাইয়া খাইতে হয়। আমি এই সকল শাকগুলির নাম "grasses" (ঘাস) দিয়াছিলাম। আমি গো ও শূকরের মাংস খাইতাম না, ও ঐ সব "ঘাস" গুলি খুব খাইতাম বলিয়া আমার বন্ধুরা ঐ বিলাতী শাকের plate টা আসিলেই বলিত—"Pass all these

grasses to Sinha." (এই সকল ঘাসগুলি সিংহের দিকে এগিয়ে দাও)। এ ছাড়া (৮) কুলের পিঠা, ভাতের পিঠা, apple-pie raspberry-pie, raisin-pie, নারিকেলের pie, বা কলার pie খাইতে দিত। (৯) রুটী মাখন ত আছেই।

Supper সন্ধ্যা ৬টার সময়। চা, কফি বা কোকো, তাহা ছাড়া প্রত্যেকে ২।৩ গেলাস করিয়া দুধ ও পায়। গ্রীষ্মকালে gooseberry, strawberry, currant প্রভৃতি ফলের রসও এক এক গেলাস করে খাইতে দেয়। মাংস ত আছেই। কোন কোন দিন ice-creamও দেয়।

গরু শূয়রের মাংসের পরিবর্ত্তে রবিবারে chicken বা turkeyর মাংস খাইতে দেয়। এখানে আমাদের যাহা খাইতে হয়, তাহা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের farmএ তৈয়ারী হয়। এখানে যাহা কিছু রান্না হয় সব কলের উনানেতে। এখানকার মেয়েরা "নবাব নন্দিনী"; তাহারা কি হাত দিয়া রান্না করিতে পারে? তাহার উপর একটা লোক ত খাইতেছে না—ঢের লোক, কাজে কাজেই কলের উনানের দরকার।

ক্যানেডা শীত প্রধান দেশ। গরু, শূয়র, কফি, কোকো প্রভৃতি না খাইলে শরীর থাকে না এবং পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। ভেতো বাঙ্গালী, ভাত জুটিবে না; তবে rice-pudding বা rice-cake সপ্তাহে একদিন করিয়া খাইতে পাওয়া যায়। তাহা আধ মুটো চালের তৈয়ারী।

কি ক্যানেডিয়ান কি যুক্তরাজ্যের লোক ইহারা আহারের পর মুখ জল দিয়া ধোয় না। আহারের পর napkinএর দ্বারা মুখ মুছিয়া থাকে, সেজন্য ইহারা দাঁতের ব্যারামে বেশী ভোগে। কথাবার্ত্তা কহিবার সময় প্রায়ই দেখা যায় যে তাহাদের মুখের মধ্যে অনেকগুলি কৃত্রিম

দাঁত। সে জন্য ইহাদের দেশে dentistry science টা খুব ভাল করিয়া শেখান হয়।

Residence এর নীচে তলায় রজকের কাজ হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে একটী laundry bag কিনিতে হয়, chinese ink দিয়া ঐ bag এ নিজের নামও লিখিতে হয়। সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে নিজের নিজের বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড় ঐ laundry bag এ পুরিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে খাইতে যাইবার সময় খাইবার ঘরে বাহিরের গজালে ঝুলাইয়া রাখিয়া আসিতে হয়। Bag এ যেমন নাম লেখা থাকে, বিছানার চাদর ও ওয়াড়েও নিজের নিজের নামের আদ্য অক্ষর লিখিয়া দিতে হয়, পাছে বদ্‌লা বদ্‌লি হয়। Residence এর চাকরাণীরা উহা কাচে ও ইস্ত্রি করে, তাহার পর তাহারাই bag এ পুরিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ঠিক ঐ সকল গজালে রাখিয়া দেয়। ছাত্রেরা নিজের নিজের bag কে পুনরায় ঘরে আনে। ঐ সকল বস্ত্রাদি যাহা চাকরাণীরা কাচে তাহার দরুণ আমাদের কিছু দিতে হয় না। আমরা ঘর ভাড়া ও খাওয়ার দরুণ যাহা দিই তাহা চাকরাণীর দ্বারা কাপড় কাচা শুদ্ধ। সার্ট, কলার প্রভৃতি দিলে তাহারা কাচিয়া দিবে না। সে সব বাহিরের রজককে দিয়া কাচাইতে হয়। সকালে ৭টার সময় কিম্বা তাহার আরও প্রত্যূষে যখন আমরা বিছানায় শুইয়া থাকি কিম্বা ঘুম হইতে উঠিব উঠিব করি, এমন সময় রজক মহাশয় "laundry" "laundry" করিয়া হাঁকিয়া দরজায় শব্দ করিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গায়। আমরা ঘুম হইতে উঠিয়াই প্রথমে রজকের মুখ দেখি। হিন্দুরা বলেন, সকাল বেলায় ধোপার মুখ দেখিতে নাই, কিন্তু সে দেশে আমাদের ঘুম হইতে উঠিয়া ধোপার মুখই আগে দেখিতে হয়। সে দেশে কে যে "রজক মহাশয়" তাহা বলি,—ঐ যে Bentink Street এর চীনে সাহেব, তাহারাই ক্যানেডা ও আমেরিকাতে রজকের কাজ করে। এই সব চীনেরা সকাল বেলায় অর্থাৎ আমাদের

breakfast খাইয়া কলেজ যাইবার পূর্ব্বেই ঘরে ঘরে যাইয়া ময়লা কাপড় সংগ্রহ করিয়া লয়। সে সময়কার তাহাদের কাপড় ধোলাইএর কি দর ছিল তাহা এই স্থানে দিলাম :—

পুরুষদের কাপড়		মেয়েদের কাপড়	
Open front সার্ট ...	।৵০	টাওয়েল	৵১০
ফ্লানেল সার্ট	..১০	Napkin	।৵০
১ জোড়া কলার ...	০	১ টা বিছানার চাদর ...	।০
১ টা পাজামা স্যুট ...	৶১০	১ টা বালিসের ওয়াড় ...	৵১০
Drawers	..১০	Blouse	।৶১০
১ জোড়া মোজা ...	১০	Chemise	।৵০
১ টা রুমাল ...	৫	Night dresses ...	।৵০
নেকটাই ...	৵১০	Aprons	।৵০
		Drawers	।৵০
		Plain skirt ...	৸১০

Residenceএর নীচে তলায় toilette অর্থাৎ বাহ্যে ও প্রস্রাব করিবার ঘর। এদেশে বাহ্যে করার পর কাগজ ব্যবহার করিতে হয়। একটী গোলাকার কাঠ, তাহার মধ্যস্থানে গর্ত্ত, তাহার উপর বসিয়া মল ত্যাগ করিতে হয়, এবং পায়খানা ঘরের দেওয়ালে কাগজ দিয়া মুছিবার যথেষ্ট কাগজ ঘুঁড়ির লাটাইতে যেমন করিয়া সূতা গুটাইয়া রাখা হয়, তেমনি করিয়া কাগজ গুটাইয়া রাখা থাকে। (১৬ নং ছবি দেখুন) এমন সতর্কতার সহিত বাহ্যে করিতে হইবে যেন উক্ত কাঠের আশে পাশে প্রস্রাবের জল বা অন্য কোন রূপ জল না লাগে, কারণ আমার ব্যবহার করিবার পর আর একজনকে ব্যবহার করিতে ত হইবে। যদি বা প্রস্রাবের জল লাগে, তবে সেখানে তোয়ালে থাকে তাহা দিয়া মুছিয়া রাখিয়া দিতে হয়। জল কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না, কাগজ



সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের স্নানের ঘর যেমন হয় এইখানে তাহারই ছবি দেওয়া হইয়াছে। অন্য স্থানে কিন্তু মলত্যাগ করিবার ঘরে bath-tub থাকে না ও জলের ব্যবস্থা থাকে না। ছবির বাঁ দিকে tub, মধ্যস্থলে পায়খানা যাহার নিকটে একটী মেয়ে বসিয়া মোজা খুলিতেছে। Tub ও পায়খানার মাঝখানে কাগজ গুটাইয়া রাখা আছে তাহা বেশ দেখা যাইতেছে।

। ১৬নং ছবি।

সব আছে, কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু কাগজ দিয়া মুছা সত্ত্বেও সার্ট গায়ে দেওয়ার পর সার্টের পশ্চাৎ দিকে হলদে দাগ ধরিয়া যায়, সেই সব সার্ট আমরা ৩।৪ দিন ত খুব গায়ে দিয়া থাকি, কখন বা ছাত্রেরা ৭ দিন ধরিয়াও গায়ে দিয়া থাকে অর্থাৎ যতদিন ধোপাকে না দেওয়া হইতেছে। এমন জঘন্যভাবে আমাদের সেদেশে জীবন কাটাইতে হয় বলিয়াই বুঝি হিন্দুরা বিলাতফেরতাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন।

Residence এর দোতলায় অনেকগুলি স্নানের ঘর আছে। "Closed-bath" অর্থাৎ কাঠের পার্টিসন দেওয়া ছোট ছোট স্নানের ঘর আছে, আবার উন্মুক্ত সারি সারি "shower-bath" লইবার ব্যবস্থাও আছে। "Shower-bath" এক সময়ে ১০।১২ জনে লইতে পারে। স্নান আমরা রাত্রি ৯ টার পর করিতাম। Shower-bath যাহারা লয় তাহারা একেবারে উলঙ্গ হইয়া স্নান করে। বেশ নিঃসঙ্কোচে পরস্পর পরস্পরের সামনে উলঙ্গ হইয়া স্নান করে। এখানকার কোন কোন ছাত্রেরা অতিশয় ফাজিল, মুখে অশ্লীল কথা ত লাগিয়াই থাকে। তাহাদের ভয়ে আমি "closed-bath" লইতাম। Bath-tub ঠাণ্ডা ও গরম জলে পূর্ণ হইলে আমি একেবারে উলঙ্গ হইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িতাম। সেই সময় আমারই পাশের "closed-bath"এ হয়ত আর একজন ক্যানেডার ছাত্র অবগাহন করিতেছে, আমি কিরূপ স্নান করিতেছি তাহা দেখিবার জন্য কিম্বা আমাকে লইয়া রগড় করিবার জন্য আমার স্নানের ঘরের দরজা ভিতর দিক হইতে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সে কাঠের পার্টিসনের উপর চড়িয়া উঁকি মারে, আমার নগ্ন দেহ দেখিয়া হাসিয়া বলে—"সিংহের বেশ স্নান হচ্ছে, সঙ্গীগণ, এদিকে এস—দেখ সিংহকে।"

এই সংস্পর্শে ছাত্রীদের স্নান করার কথাটাও বলি। মেয়েদের residenceএ নীচে তলায় swimming pool (সাঁতার দিবার

জলাশয়) আছে, সেখানেও মেয়েরা সব রাত্রি ৯ টার পর সাঁতার কাটিয়া অবগাহন করে। তাহাদের residenceএও bath-tubএ স্নান করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক bath-tubএর কাছে একটী করিয়া brush থাকে, ছাত্রদের মত ইহাদেরও নিয়ম এই যে স্নানের পর ছাত্রীরা স্নানের জল ছাড়িয়া দিবে ও ঐ brush দিয়া tubএর গায়ে যে সব নিজেদের গায়ের ময়লা থাকিবে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বরূপ ভর্ত্তি হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্য residenceএ পরীক্ষা করেন। Freshman হইয়া অর্থাৎ প্রথম বার্ষিক ক্লাসে ভর্ত্তি হইলে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রের গোঁফ রাখিবার হুকুম নাই। একবার একটী প্রথম বার্ষিক ছাত্র জিদ্ করিয়া গোঁফ রাখিব বলিয়াছিল, সে ছাড়া আর সব ছাত্র গোঁফ কামাইয়া ফেলিল। একদিন সে যখন ঘুমাইয়াছিল, সেই অবস্থায় কোন দুইটী ছাত্র তাহার একদিককার গোঁফের খানিকটা কামাইয়া দেয়, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গে। তখন সে রাগে গর গর করিয়া Deanএর নিকট নালিশ করিতে যায় আর কি, তাহা দেখিয়া অন্যান্য ছাত্রেরা হাত তালি দিতে লাগিল, বেচারা তখন থেকে গোঁফ কামাইতে আরম্ভ করিল।

কোন একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রথম বার্ষিক ছাত্রদিগকে মাঠে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হয়। অনেকগুলি বাল্‌টিতে করিয়া tomato (বিলাতী বেগুণ) বা আপেল পচা জল থাকে। সে জল প্রত্যেক Freshmanএর মাথায় জন সাধারণের সম্মুখে মহাসমারোহের সহিত ঢালিয়া initiated করা হয়। আমরা Sophomore year (দ্বিতীয় বার্ষিক ক্লাস,এর ছাত্র হইলে Freshmanদের যে notice দিয়াছিলাম তাহার অবিকল নকল এই স্থানে দিলাম। ইহা Bulletin Boardএ মারিয়া দেওয়া

হইয়াছিল। পাঠক পাঠিকা, উহা হইতে দেখিবেন যে আরো কত ঐরূপ লাঞ্ছনা উহাদিগকে ভোগ করিতে হয়।

"Notice to Freshmen.

Know all ye of the class of 1912, ye hogs, ye cabbage heads, ye miserable emerald-stained, opium.-saturated, rotten-tomatoed, water-hating hoboes, that ye have pig-headedly misinterpreted the unwritten rules of the college, and, that the following rules and regulations are made that ye may hereafter properly conduct yourselves about the college, and in the presence of your most exalted superiors, your Lords and Masters, the Sophomores.

I. Before addressing a Sophomore always remove your hat, making a low bow, and murmur, "O, King

II. In answering a question always say, "Yes Sire" or "No Sire," as the case may be.

III. If you wish to enter a room occupied by Sophomores, do not knock on the door, but scratch like a dog.

IV. If you meet a Sophomore on the walk, stand in the ditch until he passes.

V. You must not play about the corridors. The nursery and swings are in the basement.

VI. Your Lords and Masters are the Sophomores, whom you must love, honor, and obey.

VII. You must remove all mosses, hayseed and grass-hoppers from your persons before entering the class rooms. Strings and marbles should be left outside.

VIII. You must not tresspass our sacred campus or flout its greenness with your grassy complexion. Nor must you scent the atmosphere with your vile fumes.

IX. You must at all times remain as perfect strangers to our Dimpled Darlings of Macdonald Hall.

X. It is wise to shun anything resembling a must-ache. If caught with one it will be removed forthwith.

XI. Your Lords and Masters will receive unburnt offerings, such as cigars and cigarettes, etc. at convenient times.

XII. You must never enter any of the games indulged in by the Sophomores. Your right place is in the basement with your vermin.

You will kindly govern yourselves accordingly, and oblige.

The Class of "1911."

Freshmanদের সপ্তাহে তুইবার করিয়া drill করিতে হয়। Drill করিবার সময় রাত্রি ৮টা। এদিকে দুরন্ত শীত, temperature 20 below zero (অর্থাৎ যেরূপ শীতে জল জমিয়া বরফ হয়, তাহা অপেক্ষা ২০ ডিগ্রী বেশী ঠাণ্ডা) তবুও drill করিতে যাইতে হইবে। Drill gymnasium (কুস্তির আখরা)তে হয়। Gymnasium residence হইতে ২।৩ মিনিটের রাস্তা। প্রকাণ্ড বড় gymnasium, কাঠের মেজে, খেলিবার সব রকম সরঞ্জামই আছে, সকলে রবারের সোল্ লাগান জুতা পায় দিয়া drill করে। সাঁতার দিবার জন্য গরম জলের জলাশয় ও উহার মধ্যে আছে। Drill বা জিমনাসটিক করার পর কোন কোন

ছাত্রেরা এইখানকার জলাশয়েতে অবগাহন করিয়া residenceএ ফেরে।

কলেজে প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা অবধি lecture হয়, আবার বেলা ১টা হইতে ৪টা অবধি laboratory work হয়। কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় lantern lecture ও হয়। Lecture theatre গুলিতে seat বেশ সুন্দররূপে সাজান থাকে। এক একখানি করিয়া folding chair প্রত্যেকেরই জন্য আছে। প্রত্যেক চেয়ারের ডানদিকের বাহু রাখিবার স্থানে ছোট রকমের folding table সংলগ্ন আছে, তাহার উপর বই রাখাও যায়। আবার অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনিয়া notes লিখিবার কাজও চলে। চেয়ারের নিম্নে হ্যাট বা ক্যাপ ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য বন্দোবস্ত আছে। চেয়ারে হেলান দিবার স্থানের কিছু উপরে seatএ নম্বর দেওয়া আছে। অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকিয়া "Good morning" বা "Good day, gentlemen," বলিয়া ছোট রকম register বাহির করেন, খালি চেয়ারযুক্ত নম্বর পানে তাকাইয়া হাজরি শেষ করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। প্রত্যেক ছাত্র নিজের যাহা roll নম্বর সে সেই নম্বরযুক্ত চেয়ারে বসিবে। অধ্যাপক মহাশয় যদি দেখেন যে "৩" নং seat খালি, তাহাকে অনুপস্থিত লিখিবেন। এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের মত ১ হইতে ১৫০, ১,২,৩ করিয়া ডাকিয়া হাজরি করা হয় না। এ দেশের অধ্যাপকেরা সময়ের মূল্য বোঝেন। তাই তাঁহারা এক মিনিটের মধ্যে হাজরির কাজ শেষ করেন। তথায় ৪৫ মিনিটে period; প্রত্যেক ঘণ্টার পর এক গৃহ বা department হইতে আর এক গৃহে বা departmentএ যাইবার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়। অধ্যাপক মহাশয়েরা একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় punctual।

অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকিলে এখানকার ছাত্রেরা দাঁড়ায় না বা প্রত্যুত্তরে Good morning বা Good day ও করে না। ইহা দ্বারা অধ্যাপক-

দিগকে যে কম ভক্তি দেখান হয় তাহাও নহে *। তবে যদি অধ্যাপক দৈবাৎ একটু দেরী করিয়া ক্লাসে আসেন, তখন সব ছেলে তাঁহার না আসা অবধি পা বাজাইতে আরম্ভ করে, আর "Hurry up" "hurry up" (তাড়াতাড়ি করুন) এই কথাগুলি সমস্বরে বলিতে থাকে। তারপর যেমন অধ্যাপক ক্লাসে পা দিয়াছেন, তখন ছাত্রেরা "late" "late" শব্দ চারিদিক হইতে করে, এই শব্দের পর অধ্যাপক ছাত্রদের পানে একটু মুচকে হাসেন, আর তৎক্ষণাৎ ছাত্রেরা ধীর হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আরম্ভ করে। আমি আর একটী প্রথা ক্যানেডার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়াছি সেটী এই, যদি কোন অধ্যাপক মস্তকের চুল ছাঁটিয়া ক্লাস লইতে আসেন, ছাত্রেরা অমনি সমস্বরে বলে—"Prof—has got hair cut—cut—hair cut—cut." "Prof—has got hair cut—cut—hair cut—cut" এইরূপ বার কয়েক বলার পর অধ্যাপক যেমন মুচকে হাসেন, অমনি ছাত্রেরা ধীর হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনেন। Discipline (শাসন) কি করিয়া রাখিতে হয়, তাহা এইখানে দেখুন, একটু হাসির চোটে (কথার দ্বারাও নহে) ছেলেরা শান্ত হয়। এখানে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে খুব বড় রকম line of demarcation যে আছে তাহা নহে। এক দিন অধ্যাপক রিড একখানি টমটমে করিয়া আসিতেছেন, দুই তিনটী কুকুরকে তাঁহার আশেপাশে বসাইয়াছেন, টমটম একেবারে Experimental Department এর দরজার কাছে গিয়া থামিল, তাহার পিছনে মিসেস রিড একলা আর একখানি টমটমে চড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তখন বাহিরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমি মিসেস রিডকে গুড্ মর্ণিং করিয়া জিজ্ঞাসা

* রাস্তায় অধ্যাপকের সহিত দেখা হইলে ছাত্রেরা টুপি তুলিবে বা টুপিতে হাত দিবে, ইহাতে যথেষ্ট সম্মান দেখান হয়।

করিলাম—"এ কি রকম, মিসেস্ রিড্, আপনি অধ্যাপক রিডের পাশে না বসিয়া ভিন্ন টম্‌টমে আসিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "Hugho has got lots of dogs, he does not like me" (হিউগো অনেকগুলি কুকুর পেয়েছে, সে আর আমাকে পছন্দ করে না)। এ কথার ঠাট্টা আপনারা কি বুঝিতে পারিলেন? অধ্যাপক রিডের পুরোনাম হচ্ছে —অধ্যাপক হিউগো রিড্। এদেশের মেয়েরা স্বামীর নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে, তাই মিসেস্ রিড্ বলিলেন যে হিউগো কুকুরকে পাইয়া তাঁহার sweetheart (স্ত্রী)কে ভুলিয়াছেন। এরূপ ফাজলামি, ঠাট্টা এদেশের ছাত্রেরা প্রায়ই অধ্যাপক বা তাহাদের বাড়ীর মেয়েদের সহিত করিয়া থাকে। আমাদের দেশে কিন্তু তাহা চলে না, আমাদের দেশের ছেলেরা গুরু মা ও গুরু মহাশয়কে সাক্ষাৎ যমদূতের মতন ভয় করিয়া থাকে।"*

দুই একটী ছাত্র অতি আমুদে, তাহাদের কথা বলি। একদিন practical classএ আমরা দুগ্ধবতী গাভীগুলির ভাল মন্দ বিচার করিতেছিলাম, তথায় অধ্যাপকও দাঁড়াইয়া ছিলেন। একটী ছাত্র একটী গাভীর গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। এমন সময় অন্য একটী ছাত্র অপর একটী গাভীর বাঁট এমন টানিয়া দুধ বাহির করিল যে তাহা ঠিক ফোয়ারার মতন হইয়া উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত ছাত্রের ঠোটে গিয়া পড়িল। ইহাতে অধ্যাপক হাসিলেন, তাহার পর হইতে ছাত্রেরা নিজের নিজের judging সম্পন্ন করিতে লাগিল। আর একদিন practical classএ কোন ভেড়াটী ভাল, কোনটীকে প্রথম স্থান দেওয়া যাইবে তাহাই ঠিক করা হইতেছিল। আমি এক মনে একটী ভেড়াকে পরীক্ষা করিতেছিলাম। তাহার কিছুক্ষণ পরেই আমাকে কতকগুলি

* আমার ১৬ই অক্টোবরের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

ছাত্র লাথি মারিতে আরম্ভ করিল। আমি ব্যাপারটা কি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তখন অধ্যাপকের নিকট যাইলাম, তিনি বলিলেন, "তোমার কোটের পিছন দিকে কি লেখা আছে দেখ।" আমি কোট খুলিয়া দেখি একখণ্ড কাগজে লেখা—"Kick me quick" (আমাকে তাড়াতাড়ি লাথি মার)। তখন বুঝিলাম যে কোন এক সহপাঠী আমি যখন ভেড়া পরীক্ষার বিষয় তন্ময় ছিলাম, তখন সে ঐরূপ লেখা কাগজটা আমার কোটের পশ্চাৎ দিকে মারিয়া দিয়াছে, সেই কারণ ছাত্রেরা আমাকে লাথি মারিতেছিল। এরূপ তামাসাও ছাত্রেরা ক্লাসের মধ্যে করিয়া থাকে।

প্রত্যেক শনিবারে Literary Association এর মিটিং সন্ধ্যার সময় হয়। Maple-leaf Literary Society, Alpha Literary Society, Delphic Literary Society এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে সমিতি সব আছে। এ ছাড়াও মাসের মধ্যে দুইবার করিয়া Union Literary Societyর মিটিংও হয়। এই সমিতি 'joint program' কার্ডে ছাপাইয়া বাহির করে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন Societyর ছাত্র ও ছাত্রী-প্রতিনিধিরা কার্য্য করে। ইহাদের প্রোগ্রামে গানও থাকে, কারণ গান গাওয়া ইহাও একটা শিক্ষা। (আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সঙ্গীত-বিদ্যা শিখান বা তাহাতে উপাধি দেওয়া হয় না, এ দেশের ছেলে মেয়েরা উহা খুব যত্নের সহিত শিখিয়া থাকে। Toronto সহর Conservatory of Music এর জন্য বিখ্যাত।) ঐ সকল Literary Societyতে ছেলেমেয়েরা কোন না কোন বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠ বা debate করিয়া থাকে। এ দেশের স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েদের ঐরূপ শিক্ষা অল্প বয়স হইতে দেওয়া হয়। সেজন্য তাহারা ভাল বক্তা হয় এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর কাজ সুন্দররূপে করিতে পারে। অধিক বয়সে ঐ শিক্ষালাভ করিতে হইলে nervousness ও bashfulnessকে

পরাজয় করা কঠিন হয়। এ ছাড়া Annual oratorical contest ও Annual public speaking contest হয়।

রবিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের chapelএ Service হয়। সে দিন সকলকে কাল পোষাক পরিয়া তথায় যাইতে হয়। আমি খৃষ্টান না হইয়াও যাইতাম। যে সব ছাত্র ও ছাত্রী ভাল গাহিতে পারে, তাহারাই choir boys ও choir girls হয়, তাহারা ক্যাপ্ ও গাউন পরিয়া pulpitএর চারিপাশে ঘিরিয়া বসিত, তখন তাহাদিগকে বাহ্যিক বেশ-ভূষায় সুন্দর দেখাইত কিন্তু ভিতরে বাস্তবিক ধর্ম্মভাব থাকিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ।

"ক্যানেডাবাসীরা কলেজ খুলিয়া ব্যবসা করে না। ইহারা প্রকৃত শিক্ষা দিতে চায়। ইহাদের নিয়ম যে কোন কৃষক ও তাহার ছেলে-মেয়েরা অশিক্ষিত থাকিতে পারিবে না। ঐ সকল কৃষক এ দেশের Provincial Parliamentএর সভ্য হয়। দেখুন কৃষকের কতদূর সম্মান! আমাদের দেশের কৃষকদের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন কতদূর প্রভেদ। ভারত গভর্ণমেণ্টের এরূপ আইন করা উচিত যাহাতে ভারতের কোন ছেলে মেয়ে অশিক্ষিত না থাকে।"*

* আমার ক্যানেডার পত্র হইতে উদ্ধৃত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্যানেডার জাতীয় মেলা।*

ক্যানেডার জাতীয় exhibition Toronto নগরে হয়। যেমন কলিকাতা বঙ্গের মধ্যে প্রধান নগর, সেইরূপ Toronto Ontarioর মধ্যে বড় নগর। ঐ মেলা ক্যানেডার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাৎসরিক মেলা। আমি কলিকাতার exhibition দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু ক্যানেডার exhibition তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল।

চাষারা এক ভাড়ায় তথায় যাতায়াতের টিকিট পাইয়া থাকে, আমি কৃষিসংক্রান্ত exhibit গুলিকে ভালরূপ দেখিবার জন্য Torontoতে গিয়াছিলাম। আমাদের কলেজ হইতে যে সকল exhibit পাঠান হইয়াছিল তাহার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। এ দেশের কৃষিমেলা দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম, বড় বড় farmএ কিরূপ অদ্ভুত ও বড় কল চলে তাহার সব ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান হইয়াছিল। গম, যব, যই প্রভৃতির গুচ্ছ দিয়া সমস্ত দেওয়ালটাকে সাজান হইয়াছিল। প্রত্যেক varietyর কি নাম ও একার (acre) প্রতি কত bushel ফসল পাওয়া যায় ইত্যাদি লেখা ছিল। তার পর "ফলের রাজ্যে" গেলাম। সে হলটার জানলা, দরজা, ছাদের নিম্নপৃষ্ঠ নানাবিধ লাল, সবুজ, হলদে রং বিশিষ্ট ফলে সজ্জিত। সে হলের চারিদিক ছেলে মেয়েতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে সমস্ত ফল বেশ টাট্‌কা ও পাকা। কোন জাতীয় আপেল সোজা করিয়া, কোন স্থানে diagonally, কোন স্থানে গোলাকারে সাজান ছিল।

---

* এই পরিচ্ছেদটি ১৯০৮'র আগষ্ট মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এখানে দেওয়া হইল।

সেখান হইতে ফুলের ঘরে গেলাম। কে যেন সেখানে পারিজাত কুসুম ছড়াইয়া দিয়াছিল। যে সমুদয় মেয়েরা ফুলের "বোকে" প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিল তাহারা তাহাদের নাম, ধাম ও উপাধি লিখিয়া দিয়াছিল। কোন মিস্ ফাষ্ট প্রাইজ, কোন মিস সেকেণ্ড প্রাইজ, কোন মিস্ থার্ড প্রাইজ পাইয়াছে—এই রকম সব লেখাও ছিল। সে ঘরে ছোট ছেলেমেয়েদের কি স্ফূর্ত্তি! তাহারা "Mamma, I would have this boquet." "Isn't that a beauty ?" ইত্যাদি কেমন আধ আধ স্বরে বলিতেছিল।

তারপর Tropical হলেতে যাইলাম। সেখানে যত গ্রীষ্ম প্রদেশের ফল প্রভৃতি, Cuba হইতে নারিকেল, নারিকেলের দড়ী, বেতের ঝুড়ি, আক, আকের শিকড়, বড় বড় পেঁয়াজ, এক একটা পেঁয়াজ যেন এক একটা বড় আম, সে গুলিকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কলার কাঁদির মত ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক varietyর নাম ও কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও সংক্ষেপে বর্ণনা করা ছিল। তারপর কত রকমের নারিকেল তৈল দেখিলাম, তখন বাংলা দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়িল। এদেশের মেয়েরা তো নারিকেল তৈল ব্যবহার করে না—তাহারা মাথায় সাবান মাখে। তার পর Hawai ও Javaর কলস দেখিলাম। তখন বাংলা দেশের হাঁড়ি ও কুম্ভকারের কথা মনে পড়িল। এ সমস্ত জিনিষ এ দেশের ছেলেমেয়েরা অনেকে কখন দেখে নাই, তাই তাহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। আমি বিদেশীয় ছাত্র বলিয়া আমাকে ঐ সমস্ত জিনিসের নিকট যাইতে বাধা দিল না। আমি রেলিং টপ্‌কাইয়া ভিতরে আসিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমি যেখানে যেটার আবশ্যক বুঝিতেছিলাম তখনই তাহার নোটস্ পকেট বুকেতে লিখিতেছিলাম।

যত রাজ্যের রেড়ীর তৈলের বীজ দেখিলাম। সেই সমস্ত seed

exhibitorদের ঠিকানা লিখিয়া রাখিলাম। বোতল হইতে বীজ লইয়া hand-lensএর সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিতেছিলাম। তখন কে যেন সেই জনতার মধ্যে বলিল—"আমার বোধ হয় ঐ ভদ্রলোকটী (অর্থাৎ আমি) রেড়ীর তৈল খাইতে পছন্দ করেন।" তখন চারিদিক হইতে খুব হাসির ধূম পড়িল। মেয়েরা রুমাল মুখে দিয়া হাসিতে লাগিল। আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। আমি তখন বলিলাম :—"Say girls, don't you like castor oil ?" তাহার উত্তর হইল "Oh, no, we always take epsom salt." *

তারপর বড় বড় আদা সব দেখিলাম। সেগুলি Trinidad হইতে আসিয়াছে। আদা দেখিয়া তখনই আদা খাইতে ইচ্ছা হইল।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশের দেশীয় টুপীর exhibit দেখিলাম। সেই সমস্ত টুপী দেখিয়া মেয়েরা খুব হাসিতেছিল।

তারপর নানাবিধ arrow-root ও শুষ্ক লঙ্কার exhibits দেখিলাম। আঃ, তখন লঙ্কা খাইতে ইচ্ছা গেল। তারপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তুলা দেখিলাম, সেখানে একটা নিগ্রো ছেলে ও মেয়েকে পাহারায় রাখা হইয়াছিল।

তারপর Chartএর ঘরে যাইলাম। সেখানে কোন নক্সায় ক্যানেডার farmএর সংখ্যা, কোন নক্সায়, গম, যব প্রভৃতির বপন, কোন নক্সায় ক্যানেডার জন সংখ্যা বৎসর বৎসর বাড়িতেছে কিনা, কোন নক্সায় ক্যানেডার তুষারপাত, কোন নক্সায় ক্যানেডার শূয়র, ঘোড়া, গাভী প্রভৃতির সংখ্যা, কোন ম্যাপে ক্যানেডার মাখন ও পনিরের কারখানা প্রভৃতি অঙ্কিত ছিল। এ সমস্ত আমি পকেট বইতে নোট্ করিয়া

* এদেশের ডাক্তারগণ purgativeএর জন্য epsom salt অধিক ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

রাখিতেছিলাম। তারপর Senate ও House of Commonএর সভ্যদের ঘরে যাইলাম। তথায় "Feeding-Stuff Act" সম্বন্ধে একজন চাষা বক্তৃতা করিতেছিলেন, ইনি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য। আমার ন্যায় আরও অনেক ছাত্র ও কৃষক গ্যালারির চারিদিকে বসিল। গ্যালারি পূর্ণ হইয়া গেল। কেহ চেয়ার অভাবে ম্যাটিংএর উপর বসিল। আমার নিকট একটী মহিলা ম্যাটিংএর উপর বসিয়া পড়িল, সেও নোটস্ লিখিতেছিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য সিট ছাড়িয়া দিলাম। সিট দিবামাত্র সে আমাকে "thank you" বলিল। এ বক্তৃতা অতি আবশ্যক সে জন্য সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টা আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া কখন দাঁড়াইয়া কখন বা বসিয়া শুনিতেছিলাম। বলিব কি কৃষি সম্বন্ধে কেহ কখন বক্তৃতা করিতে আসিলে, এ দেশের চাষাদের মেয়েগুলি তাহাদের ছেলেমেয়ে রাখিয়া ছুটিয়া আসে।

তার পর Apiary হলে গেলাম। সেখানে কত মৌমাছি ছিল, কি প্রকার তাহারা বাক্সের মধ্যে সাজান রহিয়াছিল, কেমন মধু নিংড়ান হচ্ছিল—দেখিয়া অবাক হইলাম। এচ্‌ বোসের "কুন্তলীন" আফিসে প্রবেশ করিলে যেমন দেখা যায় যে, শিশিতে করিয়া তৈল ও নানাবিধ পুষ্পসার রাখা হইয়াছে, সেইরূপ এই ঘরে প্রত্যেক টেবেলেতে ছোট ও বড় বোতলে করিয়া নানা প্রকার মধু সাজান ছিল। তারপর Butter-making competition দেখিতে গেলাম। চারিজন মেয়ে ভাল মাখন কলে প্রস্তুত করিবে বলিয়া প্রকাণ্ড এক হলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। আমরা গ্যালারীতে বসিয়া তাহাদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। আমার পার্শ্বস্থ মেয়েরা বলিতেছিল, "Look at that girl, she is not steady, she is going too fast"। কেহ বলিতেছিল, "I bet Miss Kelly will stand first."

এইরূপে আরও কত যে কয়েকদিন ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম

তাহা বোধ করি এই প্রকার করিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। এখন নিম্নে মেয়েদের কতকগুলি কাজ সংক্ষেপে বলিয়া যাই—

Women's Building—এখানে মেয়েরা কলে কাচের বাসন প্রস্তুত করিতেছে, মেয়েরা কলে grain-bag, bureau-cover প্রস্তুত করিতেছে, মেয়েরা Automatic grey cotton-loom চালাইতেছে, তাহারা heel-breasting machine চালাইতেছে। কোন মেয়ের apron এর উপর একখণ্ড কাগজে লেখা রয়েছে "I am single," কাহারও লেখা রয়েছে "I am married"—ইত্যাদি। আমি এ সমস্ত দেখিতেছিলাম আর হাসিতেছিলাম। আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে ঐ সমস্ত ১৫ হইতে ৩০ বৎসরের মেয়েরা হাজার হাজার দর্শকবৃন্দের সম্মুখে লজ্জা না করিয়া কাজ করিতেছে, কেহবা ঘণ্টায় ৩৲ টাকা কেহ বা ঘণ্টায় ৯৲ টাকা করিয়া পায়। তাহাদের পোষাক ও গলার bead দেখেন তো অবাক হইবেন।

Torontoতে আমার দিনগুলি সুন্দর কাটিয়া গেল। Exhibition Ontario হ্রদের অতি নিকটেই হইয়াছিল। হ্রদের জল পরিষ্কার, বালক বালিকারা সব সাঁতার দিতেছিল। রাত্রিতে হ্রদের উপর নানাপ্রকার fire works (বাজি পোড়ান দেখান) হইত। ওঃ, সে সব অতিশয় বিস্ময়কর!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক্যানেডার শীত ও তথাকার খেলা এবং ইলিনয় ষ্টেটের শীতকালের কথা।

ক্যানেডাতে নভেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস অবধি কেবলই তুষার পড়িতে থাকে। (এপ্রিল মাস হইতে বরফ গলিতে আরম্ভ করে।) দুরন্ত শীতকালে আমাদিগকে খুব পুরু উলের underwear, শীতের পোষাক, furred ওভার কোট, furred দস্তানা, মাথায় টোক, বুটজুতার উপরে রবারের জুতা লাগাইয়া চলা ফেরা করিতে হইত। প্রথম যখন তুষার পড়ে তখন সমস্ত বৃক্ষ, বাড়ী, ঘর, মাঠ সাদা ধব্‌ধবে হইয়া যায়, তখন দেখিতে বেশ সুন্দর হয়। তারপর কিছুদিন তুষার পড়া বন্ধ থাকে। আবার তুষার পড়িতে আরম্ভ করে, তখন হয়ত প্রত্যহই কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া পড়ে। আবার কয়েকদিন মোটেই পড়ে না। এই রকম করিয়া নভেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস অবধি কেবলই তুষার পড়িয়া জমির উপর জমিতে আরম্ভ করে। জনসাধারণের রাস্তায় বরফ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে না জমে, সেজন্য অতি প্রত্যুষে snow-shoveller বরফ কোদাল করিয়া চাঁচিয়া দূরে নিক্ষেপ করে ও রাস্তা পরিষ্কার করিয়া রাখে। এই রকম করিয়া দুইদিকে বরফের দেওয়াল ও মধ্যস্থানে জনসাধারণের side-walk অর্থাৎ পথ হইয়া দাড়ায়। সেই রাস্তা দিয়া যখন যাতায়াত করা যায়—তখন দুইদিককার বরফের দেওয়াল হইতে ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস যেন গায়ে বিঁধিতে থাকে। সেই সঙ্গে তুষারও পড়ে। ঐ সকল রাস্তা দিয়া আমাকে ২০ মিনিট ধরিয়া হাটিয়া কলেজের লেক্‌চার attend করিতে হইত। প্রথম ২।৩ মিনিট হাটার পর মনে হইত যে আমার কাণ দুইটী ও নাকের ডগা বোধ হয় খসিয়া

পড়িবে; কারণ এগুলি ঢাকিবার উপায় নাই। ১০ মিনিট ঐভাবে থাকার পর তখন মনে হইত যে শরীরের ঐ অংশগুলি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, তবুত ১৭ মিনিট হাঁটিতে বাকি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জুতার উপরে রবারের জুতা পরিয়া হাঁটিতাম, তবুও বরফের উপর পা পিছলাইয়া যাইত, আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিতাম। এইভাবে আমাকে দিনে চারিবার করিয়া down town এর হোটেল বা family house হইতে কলেজে যাতায়াত করিতে হইত। * এক এক রাত্রে বাড়ী ফিরিতে রাস্তাও ভুলিয়া যাইতাম ; তার মানে বরফে side-walk (পথ) ঢাকিয়া গিয়াছে, কোন্‌টা যে পথ ছিল বা কোনটা যে বরফ হইয়া জমিয়া গিয়াছে তাহা ঠিক করিতে পারা যাইত না। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে কয়দিন temperature 40 below zero (অর্থাৎ যেরূপ শীতে জল জমিয়া বরফ হয়, তাহা অপেক্ষাও ৪০ ডিগ্রি বেশী ঠাণ্ডা) অবধি নামিয়া ছিল। সে সব যে কি রকম ঠাণ্ডা দিন তাহা বর্ণনাতীত।

মধ্যে মধ্যে ট্রামের রাস্তাগুলি অতিরিক্ত বরফ পড়াতে blocked (আবদ্ধ) হইয়া থাকিত, সুতরাং ট্রামও চলিতে পারিত না। দুই দিন রেলগাড়ীও চলে নাই, সুতরাং ডাকও আসে নাই। জলের কল হইতে জলও বাহির হইত না।

যে যে স্থানে বরফ জমে নাই তবে চোরা বালির মতন হইয়া থাকে, পা দিলে পা বসিয়া যায় সে স্থান দিয়া চলা ফেরা করিবার সময় ছাত্র ও ছাত্রীরা snow-shoes (তুষার-পাদুকা) ব্যবহার করে। ১৭ নং ছবিতে মেয়ে দুইটির পিঠে যে সব ঝুলিতেছে ঐগুলি snow-shoes।

* বিদেশীয় ছাত্র বলিয়া দ্বিতীয় বর্ষে কলেজের Residence এ স্থান না পাওয়াতে আমাকে down town এ থাকিতে হইত।



Snow-shoes (তুষার-পাদুকা) পিঠ হইতে ঝুলিতেছে। (১৭নং ছবি)



ছবির ডানদিকের দ্বিতীয় মেয়েটীর বুট জোড়ার দিকে তাকাইলে skate দেখিতে পাইবেন। ইহারা সকলে skate করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। (১৮নং ছবি)

গায়ে sweater দিয়া, মাথায় টোক দিয়া চলিতে হয়। আর মধ্যে মধ্যে pepsin gum ও চকলেট খাইতে হয়, তাহাতে শরীরটাকে একটু গরম করে রাখে। ছবিতে যে রাস্তা রহিয়াছে, ও রাস্তা দিয়া snow-shoe পরিয়া যাওয়া সুবিধা নহে, তবে আর খানিকটা এগিয়ে গেলে snow-shoe ব্যবহার করিবার মতন রাস্তা পাওয়া যাইতে পারে। তখন snow-shoes পিঠ হইতে নামাইয়া জুতার তলায় লাগাইয়া চলিতে হইবে। এত বড় জুতা পায় দিয়া চলিবার সময় কখন কখন কেহ বা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াও যায়।

যেখানে বরফ জমে বেশ slippery অর্থাৎ পেছল হয়েছে সেখানে জুতায় skates লাগিয়ে চলিতে হয়। Skate করা শিখিতে পারিলে বেশ সোঁ সোঁ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া বরফের উপর দিয়া চলা যায়। ১৮ নম্বর ছবির ডানদিকের দ্বিতীয় মেয়েটীর বুট জুতার দিকে তাকাইলে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে যে skate জিনিষটা কি রকম। ঐ সব ছেলে মেয়েরা skate করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রত্যেক শনিবারে কলেজের rinkটা skate করিবার জন্য ছেলে মেয়েতে ভর্ত্তি হইয়া যায়। কখন কখন skate পরিয়া হকির ম্যাচ্ খেলা হইয়া থাকে।

যেখানে বরফ বেশ জমিয়া পেছল হইয়াছে, আর বেশ ঢালু হয়েছে সে সব রাস্তা দিয়া যাইবার জন্য "Toboggan" চলে। ইহা হাল্কা slat-made vehicle। Tobogganএ কখন একজন বা দুইজন বা দশজনে চাপিয়া বসে। (১৯ নম্বর ছবি দেখুন) বরফের যে দিক পানে ঢালু থাকে ইহা সেই দিকেই এক নিমেষে অনেক দূর চলিয়া যায়।

চারি পাঁচ মাস ধরিয়া বরফ পড়ে, সে সময় কৃষকদের indoor কাজ ছাড়া বাহিরের কাজ বড় কিছু হয় না। এ কয় মাস sleigh অর্থাৎ

চাকাহীন গাড়ী বরফের উপর দিয়া চলে। এই গাড়ী কখন বা একটী ঘোড়াতে, কখন বা দুইটী ঘোড়াতে টানে। আর ঘোড়ার গলা হইতে ঘণ্টার ধ্বনি হয়। যে sleighর ছবি (২০ নম্বর) দেওয়া হইল তাহাতে একটী ক্যানেডার চাষা কাঠ বোঝাই করিতেছে। ঐ sleighর চাকা নাই, চাকার পরিবর্ত্তে দুইদিকে দুইটী করিয়া সমান্তরাল লোহা লাগান আছে। এইরূপ কতকগুলি sleigh কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্যও থাকে। ১০।১২ জনে কখন বা ২০ জনে চাপিয়া up town হইতে down town অবধি যাতায়াত করে, আর সেই সময় সমস্বরে উহাদের চির প্রচলিত গানও গাহিতে থাকে, সে গানটীর chorusটী এই :—

"Jingle, bells ! jingle, bells ! jingle all the way,
Oh ! what fun it is to ride in a one-horse open sleigh."

কলেজ হইতে আসিবার সময় যদি দৈবাৎ পথের মধ্যে কোন কৃষকের ঐরূপ একটী sleigh যাইত তাহা হইলে কৃষকের সহিত জানাশুনা না থাকা সত্ত্বেও, সহৃদয় কৃষক প্রায়ই নিজে জিজ্ঞাসা করিতেন, "Going down town ? Do you want a lift ?" (আপনি কি বাজার পানে যাচ্ছেন ? আমার sleighতে চড়ে যাবেন ?) আমি তখনই তাহার পাশে বসিয়া sleighতে চাপিয়া যাইতাম।

Dormitory ও কলেজের সমস্ত ঘরগুলি radiator ও steam দ্বারা গরম করা হয়। এমন শীতের দিনেও আমরা সব জানালা খুলিয়া শুইয়া থাকিতাম। গায়ে একটী মাত্র কম্বল থাকিত। সকালে উঠিয়া দেখিতাম যে জানালার ধারে সব তুষার জমিয়া রহিয়াছে। তাহার snow-ball (বরফের বল) তৈয়ারী করিয়া রাস্তা দিয়া যদি কোন বন্ধুকে যাইতে দেখিতাম জানালা দিয়া তাহা ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিয়া তামাসা করিতাম। ছোট ছেলে মেয়েদের ত কথাই নাই। তাহারা রাস্তায় অনবরত snow-ball ছোঁড়া ছুঁড়ি করে।



"Toboggan"—বরফের উপর দিয়া খুব বেগে যাইবার গাড়ী।
(১৯নং ছবি)



Sleigh—[illegible]

এ দেশের ট্রাম গাড়ীতে কোন ভিন্ন শ্রেণী নাই। ট্রাম গাড়ীতে ও শীতের দিনে একটা বড় furnace বসান থাকে, সর্ব্বদা কয়লা পোড়ান হইতেছে, তবুও এমন ঠাণ্ডা যে আগুনের কাছে বসিলেও তুষার শীতল দেহ গরম হইয়া উঠে না। তার উপর সভ্যতার ও এ দেশের এটিকেটের নিয়ম অনুযায়ী মেয়েদের জন্য বসিবার seat ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের কখন কখন দাঁড়াইয়া যাইতে হয়। সে মেয়ে চাষাই হউক, বা কসাইএর মেয়ে হউক বা পরিচারিকা হউক, সে মত খারাপ, ভাল, গরীব ও ধনী হউক না কেন তাহার জন্য আমাদের মধ্যে কেহ না কেহ seat ছাড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। ঐ সব মেয়েদের ঠাণ্ডাতে পায়ের তলা কন্ কন্ করে ও আড়ষ্ট হয় বলিয়া গাড়ীতে বসিয়া পা নাচাইতে থাকে। শীতে তাহাদের গাল রক্ত বর্ণ হইয়া উঠে।

"একদিন এমন snow-storm হইয়াছিল যে ট্রাম গাড়ী ঝড়ের সঙ্গে যুঝিয়া খানিক দূর চলিয়া আর যাইতে পারিল না। সে দিন আমরা ৯ জন ছাত্র ও একজন অধ্যাপক ঐ গাড়ীতে ছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিঃ সিংহ, এ রকম weather আপনার কেমন লাগে?" আমার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটি স্পেন দেশের ছাত্র বলিল, "a beastly rotten weather"। তার পর আমি বলিয়া উঠিলাম—"হাঁা, ক্যানেডাবাসীদের পক্ষে এই weather অতি উত্তম, কিন্তু আমাদিগের পক্ষে নহে।"*

এক দিন আমরা ট্রাম গাড়ীর জন্য women's residence হইতে কিছু দূরে অর্থাৎ যেখানে ট্রাম থামে সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় ৬টা ছাত্রী ট্রাম ধরিবার জন্য আসিতেছিল। ট্রাম আসিয়া পৌঁছিল, আমরা ট্রামে চাপিলাম, কিন্তু সেই সময় এমন snow-storm

* আমার ৮ই মার্চের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

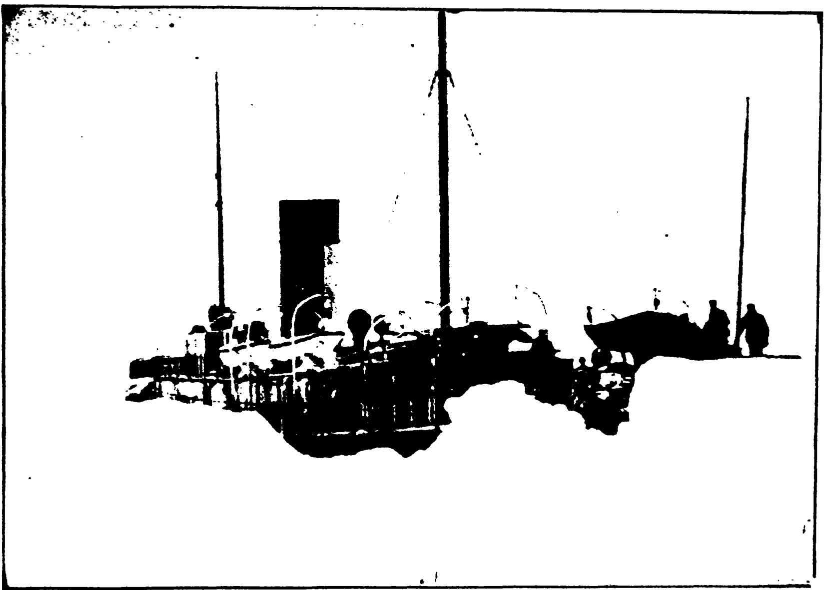
হইতেছিল যে ঐ দুইটী ছাত্রী যতই ট্রাম গাড়ীর দিকে আসিতে চেষ্টা করে ততই তাহারা পেছু হাঁটিতে লাগিল কারণ তাহারা যেদিকে আসিতে ছিল ঝড় সেই দিক হইতে প্রবাহিত হইতে ছিল। ঝড়ে তাহাদের মাথার টুপি উড়িয়া গেল, skirts উড়িতে লাগিল, অবশেষে তাহারা icy side-walk (বরফের পথ) এ আছাড় খাইয়া পড়িল ; তাহাদের নোট বুকের পাতা সব উড়িয়া যাইতে লাগিল। এত দূর হওয়ার পর তখন ট্রাম গাড়ী তাহাদের জন্য আর সময় না দিয়া তাহাদের ফেলিয়া আমাদের লইয়া চলিল। এদেশের শীতের দৃশ্য ও জীবন কখন ভুলিতে পারা যাইবে না।

সপ্তাহে একদিন মাত্র রোদের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে রোদটা প্রায় Lord's day অর্থাৎ রবিবারেই দেখা দেয়। সে দিন যাহাতে Ontarioর লোকগুলি গায়ে রোদ লাগাইয়া গির্জ্জায় যাইতে পারেন সে জন্য বুঝি বিশুখৃষ্ট সূর্য্য মামাকে কিরণ দিতে বলেন। সে দিন বড় একটা তুষার পড়ে না। সে দিন ট্রাম ও চলে না। কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীরা সব দল বাঁধিয়া down townএর গির্জ্জায় যায়। সেই রোদ যখন স্বচ্ছ বরফের উপর পড়ে তখন চক্ষু ঝলসিয়া যায়। ছাত্র ছাত্রীরা যখন march করিয়া icy (বরফের) রাস্তার উপর দিয়া যায় তখন বরফ চূর্ণ হওয়ার "কচর" "মচর" "মচর" "কচর" শব্দ হয়।

St. Lawrence নদী, Niagara Falls, Ontario হ্রদ প্রভৃতির খানিকটা ভাগ জমিয়া বরফ হইয়া যায়। Ontario হ্রদের ধারে লোকেদের বসিবার জন্য যে সব বেঞ্চি থাকে শীতকালে তাহাদের উপরে ও পেছনে বরফ জমিয়া যায়। সে কিরকম দৃশ্য তাহা ২১ নম্বর ছবিতে দেখুন। লোকগুলি বেঞ্চিতে বসিয়া ভাবিতেছে—"আহা! গ্রীষ্মকালে তখন এ স্থানের কি সুন্দর শোভা হয়।" Prince Edward Island ও Nova Scotiaর মধ্যের জলভাগও বরফ হইয়া যায়, সে সময় ice—



Ontario হ্রদের খানিকটা ভাগ জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। হ্রদের ধারে একখানি বেঞ্চির উপরে ও পিছনে বরফ জমিয়া রহিয়াছে। (২১নং ছবি)



Ice-breaking Steamer "Minto" জর্জটাউন হইতে পিকটু আসিবার পথে বরফে আটকাইয়া গিয়াছে। (২১নং ছবি)



শীত ঋতুর মধ্য ভাগে বরফাবৃত ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের
Library tower ও campusএর গাছের শোভা। (২৩নং ছবি)



শীতকালে Crystal হ্রদের নিকট Band stand এর অবস্থা। (১৪নং ছবি)

breaking জাহাজে করিয়া ডাক যাতায়াত করে। Prince Edward Island Winter Serviceএর জন্য ষ্টিমার "Minto" Georgetown হইতে Pictou (Nova Scotia) (যাহা ২৫ ক্রোশ দূর) আসিবার পথে কিরূপ বরফে আটকাইয়া গিয়াছিল তাহা ২২ নং ছবি দেখুন।

ক্যানেডার শীত ইলিনয় অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু ক্যানেডার শীত dry, আর ইলিনয়ের শীত moist। ক্যানডার শীতে বরফের উপর আমি এত ছুটাছুটী, লাফালাফি করিতাম তবুও কোনরূপ অসুখে আক্রান্ত হই নাই। শীত ঋতুর মধ্যম ভাগে বরফ পড়িয়া ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Library tower ও campusএর গাছের কিরূপ শোভা হয় তাহা ২৩ নং ছবি হইতে বুঝা যাইবে। গাছ তলা দিয়া যাইলে মনে হয় যেন পাতা হইতে সাদা সাদা ছোট মোম বাতি ঝুলিতেছে বা বালিকাদের নাক হইতে নোলক ঝুলিতেছে।

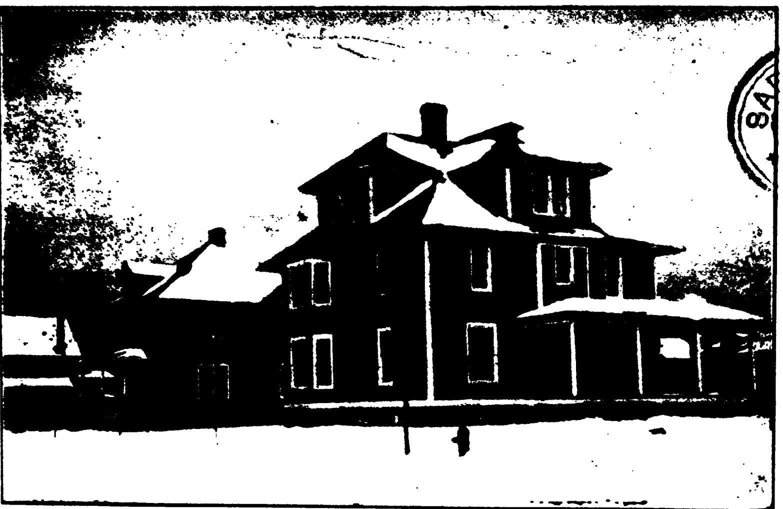
Urbanaতে Crystal lake আছে, সেখানে একটি band-stand আছে। শীতকালে তাহার দৃশ্য কিরূপ হয় ২৪নং ছবি দেখুন। Band-standএর ছাতের উপর বরফ জমিয়া সাদা হইয়া রহিয়াছে। বড় বড় বৃক্ষগুলির গা ধরিয়া বরাবর সাদা বরফের line জমি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া রহিয়াছে। ঐ band-standএর মধ্যে আমি, আমার দুই পাশে দুইটী জাপানী ছাত্র দাঁড়াইয়া আছে। গ্রীষ্মকালে এখানে ব্যাণ্ড বাজান হয়। সবুজ বর্ণ ঘাসে পূর্ণ হয়। অনেক ছেলেমেয়ের জনতা হয়। তখন এক দৃশ্য, আর শীতের সময় আর এক দৃশ্য। এই band-standএর নিকট যে Crystal হ্রদ আছে তাহার জল শীতকালে জমাট হইয়া যায়। ২৫নং ছবিতে দেখুন আমি বড় দিনে icy Crystal হ্রদের এক দিক হইতে গড়াইয়া আসিতেছি, একটী জাপানী ছাত্র আমার পাশে বসিয়া পড়িয়াছে, আর একটী দাঁড়াইয়া আছে, তাহার প্রায় হাঁটু অবধি বরফে ডুবিয়া আছে। দূরবর্ত্তী গাছগুলির দশাও দেখুন, একটী পাতাও নাই।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িবার শেষভাগে যে বাড়ীতে আমি ছিলাম তাহার শীতকালে কিরূপ দৃশ্য হয় ২৬নং ছবিতে দেখুন। বড় বাড়ীটির ছাদগুলি ঢালু, সে সব বরফে সাদা হইয়া রহিয়াছে, বাড়ীতে ঢুকিবার সিঁড়ি, বাড়ীর আশপাশ রাস্তা ময়দান গুলি বরফে সাদা হইয়া রহিয়াছে।



Crystal হ্রদের জল শীতকালে জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে।

(২৫নং ছবি)



আমাদের ম্যাডিসন ওয়েষ্ট লেংডন স্ট্রীটের বাড়ীর শীতকালের দৃশ্য। (২৬নং ছবি)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় ও তথাকার ছাত্র-জীবন

যুক্ত রাজ্যে ৪৮টা State, প্রায় প্রত্যেক Stateএ একটী করিয়া State University আছে। State University ছাড়া কোন কোন Stateএ অনেকগুলি করিয়া private University ও আছে। কতকগুলি private University যেমন Harvard, Yale, Columbia, John Hopkins, Chicago, Leland Standford Junior যে State University অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাও নহে। ইংলণ্ড ও ক্যানেডার বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান যুক্ত রাজ্য। যুক্ত রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক State Universityর একটী করিয়া কৃষি কলেজ ত আছেই, তাহা ছাড়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও আছে। Literature ও Arts শিক্ষা দিবার জন্য Cambridge ও Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। তবে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে ভাবে উন্নতি করিতেছে তাহাতে মনে হয় যে Cambridge ও Oxford বিশ্ববিদ্যালয়কেও টপকাইয়া যাইবে।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় vocational education দিবার জন্য বিখ্যাত। ইহারা যেমন theoretically শিখাইবে practical ও তাহার চেয়ে কম শিখাইবে না। পাস বা ডিগ্রি লওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদিগকে যে চুপচাপ চাকরীহীন হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে তাহা নয়, চাকরী পাওয়া যায় ভালই, তাহা না পাইলে ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া নিজের নিজের রোজগার করিতে পারে, একপভাবে তাহারা শিক্ষা পায়।

মাকিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে A. B. বা B. S. ডিগ্রি লইতে হইলে চারি বৎসরে ৪০টা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে হয়, এবং এই চারি বৎসরে ৪০টার বেশী পরীক্ষায় ও পাস করিতে হয়। এইরূপে ছাত্রেরা all-round education পায়। ইংরাজদের ধারণা যে I. C. S. manকে যে কোন departmentএ রাখা যাইবে তিনি সেই department এর কাজ সুন্দররূপে করিতে পারিবেন, কারণ তাঁহার এমন training বিলাতে হয়। মাকিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ও যাঁহারা Bachelor's ডিগ্রি পান তাঁহারা ও ভারতে আসিয়া একের অধিক বিষয় পড়াইতে পারেন। যিনি B. S. ডিগ্রি পান, তিনি Public speaking, Journalism, Botany, Biology, Agriculture, Library science, Industrial chemistry, Plant breeding প্রভৃতির অধ্যাপনা Post graduate ক্লাসে করিতে পারেন। তাঁহারা I. C. S. man অপেক্ষা ভাল Director of Agriculture, কি Chief Settlement officer, কি Controller of custom offices, কি Imperial Libraryর librarian হইতে পারেন।

A. B. বা B. S. ডিগ্রি লইতে হইলে চারি বৎসরের course সাঙ্গ করিতে হয়। প্রথম তিন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষালাভ করিতে হয়; তারপরে Senior year (চতুর্থ বার্ষিক ক্লাস) এ একটা বিষয় লইয়া specialize করা যায়। Thesis লিখিয়া Bachelor's ডিগ্রি ও লওয়া যায়। মাকিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটী regular session ও তাহা ছাড়া summer session ও আছে। Regular ও summer session attend করিলে চারি বৎসরের course কে তিন বৎসরে সাঙ্গ করা যায়। তবে অধিকাংশ ছাত্রেরা summer session attend করে না। তাহারা summerএ চাকরী করিয়া টাকা উপায় করে।

মাকিন অধ্যাপকদিগের শিখাইবার প্রণালী ও স্বতন্ত্র। ক্লাসে ঢুকিয়া

কতকগুলি নোটস্ dictate করেন না বা ইংরাজি পড়াইতে word by word কথার মানে বলিয়া দেন না বা পড়াইতে পড়াইতে important দাগ দিয়া দেন না। ইংরাজি বা অন্য কোন পাঠ্য পুস্তকের অসংখ্য key যাহা আমরা ভারতে দেখি, তাহার একখানি নমুনা ও সে দেশে দেখি নাই। অধ্যাপকগণ যে বিষয় পড়াইবেন, সেই বিষয়ের ভাল text-book বাছিয়া লইবেন, ক্লাসে ছেলে ভর্ত্তি হইলে প্রথম দিন অর্থাৎ introductory লেক্‌চার দিবার সময় সেইগুলিকে আনিয়া এ পুস্তক ঐ পুস্তক হইতে কোন বিষয়ে ভাল ও তিনি যে বিষয় পড়াইবেন তাহার বক্তৃতাগুলি কোন কোন পুস্তকে cover করিবে তাহা লইয়া আলোচনা করেন। তাহা ছাড়া কতকগুলি reference book ও ছাত্রদের সম্মুখে ধরেন, research work এর জন্য কোনগুলি পড়া দরকার তাহা লইয়া খানিক আলোচনা ও করেন। ভিন্ন ভিন্ন subject এর জন্য অধ্যাপক mimeographed lecture notes ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাহাতে তাঁহার লেকচারটীর মোটামোটি বুঝিবার কতকগুলি points দেওয়া থাকে। তিনি যেমন তাঁহার লেক্‌চার expand করিতে আরম্ভ করেন, আমরা ঐ কাগজের ধারে ধারে তাহার সারাংশ লিখি। এইরূপে একটী term বা session এর নোটস্ সংগ্রহ করিয়া রাখিলে একখানি মস্ত বড় পুস্তক হইতে পারে। তাঁহার বক্তৃতা ছাত্রেরা বুঝিতে পারিয়াছে কিনা তাহা ধরিবার জন্য তিনি ২।৩ দিন অন্তর ক্লাসে তাহাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। লেক্‌চার দিয়ে গেলাম, ছেলেরা বুঝুক বা না বুঝুক তাহা নহে যেমন আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে।

অধ্যাপকগণ অগাধ পণ্ডিত। প্রত্যেকেই কোন না কোন পুস্তক বা bulletin এর author ত আছেন, তাহা ছাড়া প্রত্যেকেই গবেষণা করিতেছেন, এ গবেষণার সীমা নাই, সামান্য খুঁটি নাটি বিষয় লইয়াও

গবেষণা চলে যেমন ভাড়ার ঘরের ইন্দুর, রান্না ঘরের বিড়াল, খরগোস প্রভৃতি লইয়াও গবেষণা হয়। কোন কোন অধ্যাপক নিজেদের বাড়ীতে ও নিজ ছাত্র ও ছাত্রীদের লইয়া একটা "evening gathering" (সান্ধ্য সম্মিলন) করেন। অতিথিদিগকে candy, ice-cream প্রভৃতি খাওয়ান। তাহার পর তিনি যে বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন বা করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে নিজ বাড়ীতে একটা lantern লেকচার দেন।* অধ্যাপকের নিজেদের ও lantern machine থাকে, machine চালাইবার জন্য বাড়ীতে electric connection আছে, বক্তৃতা দিবার জন্য মাঝারি রকম একটা hall ও থাকে, সুতরাং অনায়াসে যখন তখন machine fit up করিয়া বক্তৃতা দেওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ড ও জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী গবেষণা হয়।† এরূপ গবেষণা রাজ্যে আমরা বাস করিতাম।

যে অধ্যাপক গবেষণা করেন তিনি তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে spirit of research জন্মাইয়া দিতে পারেন। ইহার ফলে কোন কোন ছাত্রেরা Bachelor's ডিগ্রির বেলায় প্রথম তিন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পড়িয়া Senior year (চতুর্থ বার্ষিক ক্লাস) তে নিজ নিজ অধ্যাপকের অধীনে গবেষণা করে, এবং তাহাদের গবেষণা ও মৌলিক। পরীক্ষার ফল যখন বাহির হয় তাহাদের নাম "Graduation with Thesis" বলিয়া অগ্রে দেওয়া হয়। তাহার নীচে "Graduation without Thesis" বলিয়া নামের তালিকা দেওয়া হয়।

Bachelor's ডিগ্রি পাওয়ার এক বৎসর পরে Master's ডিগ্রি পাওয়া যায়। এ সব ছাত্রদের ও দুই একটী বিষয়ে advanced course

* অধ্যাপকের বাড়ী ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়েও lanten লেকচার ও হইয়া থাকে।

† সঞ্জীবনী, ৭ই আগষ্ট, ১৯১৯

লইতে হয়, Thesis লিখিতে হয়, Seminar attend করিতে হয়। Master's ডিগ্রি লওয়ার পর দুই বৎসর পরে Doctor's ডিগ্রি পাওয়া যায়, তখন দুই একটী বিষয়ে আরো advanced course লইতে হয়, কোন একটী বিদেশীয় ভাষাতে পাস করিতে হয় ও Seminar attend করিতে হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে Thesis লিখিতে হয়। Seminar attend করা মানে তত্রত্য অধ্যাপকগণের গবেষণা, অন্য দেশীয় লোকের গবেষণা এবং ছাত্রদের গবেষণা লইয়া আলোচনা করা। Bachelor's ডিগ্রি লওয়ার পরে (Master's ডিগ্রি না লইয়াও) চারি বৎসর পরে ও সেই সেই সঙ্গে Thesis লেখা হইলে Doctor's ডিগ্রি পাওয়া যায়।* ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে Bachelor's ডিগ্রির সব পরীক্ষায় মায় Thesis শুদ্ধ পাস নম্বর ১০০র মধ্যে ৭৫। Master's বা Doctor's ডিগ্রির পরীক্ষায় পাস নম্বর ১০০র মধ্যে ৯০। সকলেই যে পাস করিয়া থাকে তাহা নহে, তবে ফেল হয়, ফেলের সংখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অত ভয়ঙ্কর নহে।

কি Bachelor কি Master কি Doctor ডিগ্রির Thesisএর subject submit করিবার ও Thesis submit করিবার নির্দ্দিষ্ট দিন আছে। Doctor's ডিগ্রির Thesis ছাপাইয়া submit করিতে হয়, আর সব Thesis standard sized paper তে typewrite করিয়া দিতে হয়, এবং তাহার তিন কপি করা দরকার। এক কপি Facultyর নিকট দিতে হয় (এই কপি finally accepted হইলে ইহা যে বৎরের Thesis সেই বৎসরের ছাপ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

* কি অধ্যাপক কি মার্কিন ভদ্রলোক তাঁহারা আমাদের ও ইংরেজদের মত "title-hunter" নহেন। ভারতবাসী ও ইংরাজদের নামের শেষে title বা উপাধি লেখা দেখিয়া তাঁহারা বলেন—"These are nothing but bug-dusts" (এগুলি ছারি পোকার গু ভিন্ন আর কিছু নহে—এগুলির কোন মূল্য নাই)।

Libraryতে তাহা বাঁধাইয়া পুস্তক স্বরূপ চিরদিন রাখা হয়, অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে তাহাও পাঠ করিতে বলেন)। আর এক কপি যাঁহার অধীনে গবেষণা করা হয় তাঁহাকে দিতে হয়, আর তৃতীয় কপিটা নিজের কাছে রাখা যায়। এই সকল Thesis হইতে কতক কতক অংশ কিম্বা সমুদয় অংশ বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকাকারে বা bulletin আকারে ছাপাইয়া বাহির করে। গবেষণাকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক পত্রিকাতে কিছু কিছু করিয়া ছাপাইয়া বাহির করিতে পারেন।

অধিকাংশ মার্কিন ষ্টেট্ বিশ্ববিদ্যালয় co-educational অর্থাৎ ছেলেরা ও মেয়েরা এখানে এক সঙ্গেই বিদ্যালাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার সময় সেপ্টেম্বর মাসের মাঝা মাঝি। ভর্ত্তির কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে কয়েক দিন পর অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা volunteer হয়। ভর্ত্তির ঐকয়টী দিন ট্রেণের সময় ষ্টেসনে নূতন ছাত্রদিগকে আনিবার জন্য তাহাদিগকে যাইতে হয়। ঐ সকল volunteerরা Freshmanরা যাহাতে নূতন স্থানে আসিয়া বাসা ঠিক করার অসুবিধা ভোগ না করে বা অন্য কোনরূপ কষ্ট না পায় তাহার সুবিধা করিয়া দেয়। কোন্ কোন্ family ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে স্থান দিতে ও table board দিতে ইচ্ছুক, তাহাদের ঠিকানা দেওয়া ছাপান তালিকা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কোথায় ঘর খালি ছাত্রেরা তাহা হইতে বুঝিতে পারে। Family house ছাড়া Fraternity house, Sororiety, Dormitory, Club প্রভৃতিতেও ছাত্র ও ছাত্রীরা থাকে। এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় ৫০০০ ছাত্র ও ছাত্রী লইয়া গঠিত। বিদেশীয় ছাত্রেরা দলে দলে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসিতেছে। তাহাদের influx দেখিয়া একটী সংবাদপত্র বলিতেছেন:—"In fact, to read over the list of the places from whence some of the boys come, one would almost

think he was running over the pages of a stamp album."

Registration Days অর্থাৎ ভর্ত্তি হইবার জন্য দুই দিন ধার্য্য থাকে। এই দুই দিনে নূতন ও পুরাতন ছাত্রছাত্রী সব enrolled হইবে। ভর্ত্তি হইবার সময় প্রাতে ৮টা হইতে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত। Registrar's আফিসের দোতালার সিঁড়ি হইতে campusএর* খানিকটা লইয়া ছাত্র-ছাত্রী লাইন করিয়া দাঁড়ায়। এক জনের পর একজন করিয়া Registrar's আফিসে form fill up করিয়া ঢুকে। কতক দলকে ৩ ঘণ্টা, কতককে ৪ ঘণ্টা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর নাম registered হয়। কোন কোন ছাত্র যখন দেখে যে তিন ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকার পর তাহার "পালা" আসিল না। তখন সে lunch খাইয়া বেলা ১টার সময় পুনরায় আসে, তাহাকে কিন্তু এবার লাইনের সব শেষে দাঁড়াইতে হইবে। এখানকার নিয়ম "First come first served"। কোনরূপ গোলমাল বা অমুককে ধাক্কা দিয়া আগে নাম registered করাইয়া লইব এরূপ কখন ঘটিতে দেখি নাই।

ছাত্র ভর্ত্তি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় Students' directory ছাপাইয়া বিক্রয় করে। তাহাতে ছাত্রদের ঠিকানা, টেলিফোঁ নম্বর, কোন্ ক্লাসের ছাত্র, special student কি না, অধ্যাপকদের নাম, ঠিকানা, তাঁহাদেরও টেলিফোঁ নম্বর, ছাত্রেরা কোন্ কোন্ দোকান হইতে পুস্তক কিনিবে, পোষাক তৈয়ার করাইবে, কোন্ ধোপাকে দিয়া কাপড় কাচাইবে ইত্যাদি নানাবিধ ঠিকানা ও সংবাদ দেওয়া থাকে।

সব ছাত্র ভর্ত্তি হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের President তাঁহার Annual address দেন। যদি weather পরিষ্কার থাকে, তবে campusএর

* ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের farm বাদ দিয়া Campus ২৩৮ acres.

উপর একটী platform করা হয়। President হুড্ ও গাউন পরিধান করিয়া তাঁহার উপর দাঁড়াইয়া ঐ ৫০০০ ছাত্রছাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেন। যে সমস্ত ছাত্রেরা পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পায়, তাহাদের নাম ও কত নম্বর পাইয়াছে তাহা বলেন। Y. M. C. A বিল্ডিংএর দিকে তাকাইয়া বলেন যে ঐ বাড়ী ছাত্রদের চরিত্রোন্নতির জন্য। Gymnasiumএর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে এই বাড়ী শিক্ষার্থিগণের শারীরিক উন্নতির জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের Departmental building গুলির দিকে তাকাইয়া বলেন—"যে উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে আসিয়াছ এই গুলি তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য।" তাহার পর Agricultural Club, Choral Society প্রভৃতির কথাও বলেন। প্রত্যেককে ঐ সমস্ত student activitiesএ যোগ দিতে বলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতা এই বলিয়া শেষ করেন—"যদি কেহ এখানে আনন্দ করিব, স্ফূর্ত্তি করিব, পড়াশুনা করিব না, অধ্যাপকদের ফাঁকি দিব—এরূপ মনে করিয়া আসিয়া থাক, আমি তাহাদের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমাদের সকলকে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি alma materএর ক্রোড়ে তোমাদের ছাত্র জীবন সফল হউক ও তোমরা মানুষ হও।"

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Timetable অর্থাৎ এক বৎসরের routine পুস্তকাকারে ছাপাইয়া ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সপ্তাহে কয়দিন করিয়া কোন্ কোন্ বিষয় পড়ান হইবে। Instructor বা অধ্যাপকের নাম, দিনের কোন্ সময় lecture বা laboratoryর কাজ আরম্ভ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ buildingএ ও কত নম্বর ঘরে, Section A কি Bতে লেক্‌চার হইবে প্রভৃতি খবর উহাতে থাকে।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা অবধি এবং বেলা ১টা হইতে ৫টা অবধি লেক্‌চার বা laboratory work হয়। সন্ধ্যা

৭টা হইতে ৮টা অবধি Seminar attend ক'রতে হয় [illegible]
বা lantern লেক্‌চার শুনিতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন Building ভিন্ন ভিন্ন department. যে বাড়ীতে Chemistry পড়ান হয় সেখানে Physics পড়ান হয় না। Physicsএর জন্য স্বতন্ত্র building.

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের General library তেতলা। প্রাতে ৭টা ৪৫মিনিট হইতে রাত্রি ১০টা অবধি খোলা থাকে। রবিবারে ও বেলা ২টা হইতে ৬টা অবধি খোলা থাকে। Summer sessionএর সময় রবিবারে মোটেই খোলা থাকে না। গ্রীষ্মের ছুটীতে বেলা ৯টা হইতে ১২টা অবধি খোলা থাকে। আর বৎসরের মধ্যে Newyear's, Independence, Labour, Thanksgiving ও Christmas দিনে সমস্ত দিন ধরিয়া বন্ধ থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য কলেজের libraryর সহিত তুলনা করিয়া দেখুন কত কম দিন সে দেশের library বন্ধ থাকে। এই libraryই আমাদের পাঠাগার। যাহা কিছু আমরা লেখা পড়া করি ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই তাহা এই libraryতে বসিয়া। একসঙ্গে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে বসিবার জায়গা আছে। এখানকার নিয়ম "এ বাড়ীতে সব সময়ে নিস্তব্ধতা রক্ষা করিতে হইবে।" যদি কোন ছাত্র কোন বই misuse করে বা কোন সংবাদপত্র নষ্ট করে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত দোষের জন্য suspend ও শেষোক্ত দোষের জন্য expel করা হয়। যাহারা গবেষণা বা literary work করিতে চাহে তাহারা স্বতন্ত্র ঘর পায়। প্রত্যেক ঘরে একজন করিয়া সহকারী librarian ও থাকেন। যে ছাত্র পুস্তকের যেখানে বুঝিতে পারে না, তাঁহারা তাহা বুঝাইয়া দেন।

Libraryতে যত পুস্তক আছে সেগুলি Subject catalogue, Author catalogue, Title catalogue, Dewey decimal

systemএ সাজান। যদি কেহ কি বিষয়ের পুস্তকটী তাহাই জানেন অথচ গ্রন্থকারের নাম জানেন না, তিনি Subject catalogueএর tray টানিয়া কার্ড খুঁজিয়া পুস্তকের "call number" ঠিক করিতে পারিবেন। যদি গ্রন্থকারের নাম জানেন অথচ বিষয় বা পুস্তকের পুরো নাম জানেন না তিনি Author catalogueএর tray টানিয়া কার্ড খুঁজিয়া পুস্তকের "call number" ঠিক করিতে পারিবেন। যদি তিনি পুস্তকের ঠিক নাম অর্থাৎ title জানেন তিনি Title catalogueএর tray টানিয়া কার্ড খুঁজিয়া পুস্তকের call number ঠিক করিতে পারেন। প্রত্যেক বইর জন্য একখানি করিয়া কার্ড আছে, কার্ডগুলি alphabetically সাজান, যেমন অভিধানে A হইতে Z থাকে সেই রকম। Delivery deskএতে ২০ জনের বেশী করিয়া মেয়েরা attend করে। উহাদের নিকট কাগজে call number লিখিয়া ও নাম সহি করিয়া দিলে উহারা অবিলম্বে বই আনিয়া দেয়। Senior ও Post graduate ছাত্রদের book stackএর নিকট যাইয়া বই আনিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

ছাত্রেরা বইগুলি দুই সপ্তাহকাল নিজেদের নিকট রাখিতে পারে। ক্লাসের অধ্যাপকের জন্য দরকার না থাকিলে পুনরায় renew করিয়া লইয়া আরো দুই সপ্তাহ নিজের নিকট রাখিতে পারে। কোন কোন দামী পাঠ্য পুস্তক ৬৭ কপি করিয়াও থাকে। এইরূপে গরীব ছাত্রেরা বই না কিনিয়া, libraryর বই ব্যবহার করিয়া পরীক্ষার পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। জানি না এরূপ সুবিধা আর কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে কি না। পুস্তক over due হইলে প্রত্যহ ৵৹ আনা fine দিতে হয়। Library বন্ধ হইলে অর্থাৎ রাত্রি ১০টার পর Reference books, reserved books এবং periodicals বাড়ী লইয়া যাইতে দেওয়া হয় এবং পরদিন প্রাতে ৭—৪৫ মিনিটে যখন

Library খোলে তখন ফিরাইয়া দিতে হয়। সে সময় ফেরৎ না দিলে প্রত্যহ ৫০ পয়সা fine দিতে হয়।

Libraryর জন্য সপ্তাহের মধ্যে যে সব নূতন পুস্তক আসে সেগুলিকে permanent stackএ লইয়া যাইবার পূর্ব্বে ছাত্রদের পরিদর্শনের জন্য "New book shelf"এ রাখা হয়। কি কি নূতন পুস্তক আসিল ইহাতে ছাত্রেরা জানিতে পারে।

Libraryর নীচের তলায় একদিকে পুরুষদের ও অপরদিকে স্ত্রীলোকদিগের বাহ্যে প্রস্রাব করিবার ঘর। Libraryর দোতলায় একদিকে পুরুষদের ও অপরদিকে স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ রাখিবার ঘর। শীতের দিন প্রত্যেক ঘর radiatorএর দ্বারা গরম করা হয়।

ঐ General Library ছাড়া Seminar ও Departmental library স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র Building এ আছে।

ক্যানেডিয়ান অধ্যাপকদের ন্যায় মার্কিন অধ্যাপকদের সহিত ছাত্রদের খুব বড় রকম line of demarcation নাই। ছাত্রেরা অধ্যাপকের ঘরে দেখা করিতে আসিলে, অধ্যাপক বলেন, "ভিতরে আসুন মিঃ—। চেয়ারে বসুন, আপনার কি করিতে পারি বলুন?" ছাত্রের যে উদ্দেশ্যে আসা তাহা সম্পন্ন হইলে অধ্যাপক মহাশয় তখন এই বলিয়া বিদায় দেন, "আপনি পুনরায় এ কাজের জন্য বা পড়া বুঝাইয়া লইবার জন্য আমার নিকট আসিতে সঙ্কুচিত হইবেন না।"

ক্যানেডাতে Freshmanদের (প্রথম বার্ষিক ক্লাসের ছাত্র) initiation ceremony আছে, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাকে "ducking" বলে। প্রত্যেক Freshmanকে পাজামার মতন পোষাক পরাইয়া কর্দ্দমযুক্ত ড্রেণে বা জলাশয়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তাহাদিগকে ঐরূপ জলনিমগ্ন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক Freshmanকে একটী গান ও ছোট রকমের একটী বক্তৃতা দিতে হয়। যে Freshman

শ্রোতৃবর্গকে গানে বা বক্তৃতায় আনন্দিত করিতে পারে না তাহাকে জলে বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখা হয়। Duckingএর সময় প্রত্যেক Freshmanএর মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী গান আছে, তাহার কয়েকটী line নিম্নে দিলাম :—

"So in the following September he went to Illinois ;
They ducked him in the muddy bone-yard, they cut
his hair off short."

এক একটা periodএর পর যখন এ building হইতে আর একটী buildingএ লেক্‌চার attend করিতে যাইতে হয় তখন campusএর উপর ছাত্র ও ছাত্রীরা এদিকে, সেদিকে ছুটাছুটি করে। সেই সময় কে কোন্ ক্লাসের ছাত্র বা ছাত্রী তাহা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বুঝিবার একটী সুন্দর পন্থা আছে। তাহা মাথার টুপির দ্বারা ধরা যায়। যত Freshman ছাত্রসব একই রংএর ছোট রকম cap ব্যবহার করে। Sophomore yearএর (দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর) ছাত্রেরা আর এক রকমের টুপি, Junior (তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর) ছাত্রেরা আর এক রকমের টুপি। Senior (চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর) ছাত্রেরা আর এক রকমের হ্যাট ব্যবহার করে। এ স্থলে বলিয়া রাখি কোন কোন বিষয়ে Sophomore yearএর ছাত্রের সহিত Junior yearএর ছাত্রকে একসঙ্গে বক্তৃতা শুনিতে হয়, যে Sophomore yearএ enrolled হইয়াছে সে Junior yearএর ছাত্রের সহিত লেক্‌চার শুনিবার সময় তাহার yearএর cap অর্থাৎ Sophomore yearএর cap লাগাইয়া যাইবে। Post graduate ছাত্রদের নির্দ্দিষ্ট হ্যাট নাই। কেবল Freshmanরা Sophomore yearএ উঠিবার সময় তাহাদের সমস্ত cap জড়ো করিয়া Illinois fieldএ বৎসর বৎসর মহাসমারোহের সহিত পোড়ায়।

ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন yell আছে। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের yell :—(১) che-hee, che-ha, che-ha ha-ha ! *Illinois ! *Illinois !! *Illinois !!! (২) Rah-rah-rah ! Rah-rah-rah !! Rah-rah-rah !!! *Illinois ! *Illinois !! *Illinois !!! (৩) Oskey-wow-wow ! Skinny-wow-wow ! Illinois ! Illinois !! Illinois !!! এই সকল yellএ * এই চিহ্নিত স্থানে ম্যাচ খেলার সময় playerদের নাম দিয়া বা যদি কোন অধ্যাপককে বা সভাপতিকে three cheers দিবার দরকার হয় তাঁহার নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা সমস্বরে yell (চীৎকার) করে।

Alma mater যে কি রত্ন তাহা মার্কিন ছাত্রেরা যত বুঝে তত ভারতের ছাত্রেরা বুঝে না। ইহারা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ নিজ নিজ alma mater কে মায়ের মতন পূজা করে। ভিন্ন ভিন্ন alma materএর ভিন্ন ভিন্ন গান আছে। তাহা সব University exercise বা Commencementএর সময় সমস্বরে গাওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রী জানে যে তাহাকে অমুক বৎসরে গ্রাজুয়েট্ হইতে হইবে। সে সেই বৎসরের University pennant (পতাকা) কিনিয়া তাহার পড়িবার টেবিলের মাথার উপরের দেওয়ালে রাখে। ধরুন যে ছাত্র ১৯২১এ Freshman অর্থাৎ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, তাহাকে ১৯২৫এ গ্রাজুয়েট হইতে হইবে, সে "U. of Illinois, 1925"এর পতাকা কিনিবে। তাহার জীবনের লক্ষ্য থাকিবে যে ঐ পতাকাতে যে বৎসর দেওয়া আছে, তাহাকে সেই বৎসরই নিশ্চয়ই গ্রাজুয়েট্ হইতে হইবে। ঐ ১৯২৫ লেখা পতাকা দেওয়াল হইতে সরাইয়া ১৯২৬ লেখা পতাকা বসাইতে সে চায় না। তাহাকে এরূপ মন দিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে যাহাতে সে এক chanceএ উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়। ঐ সকল

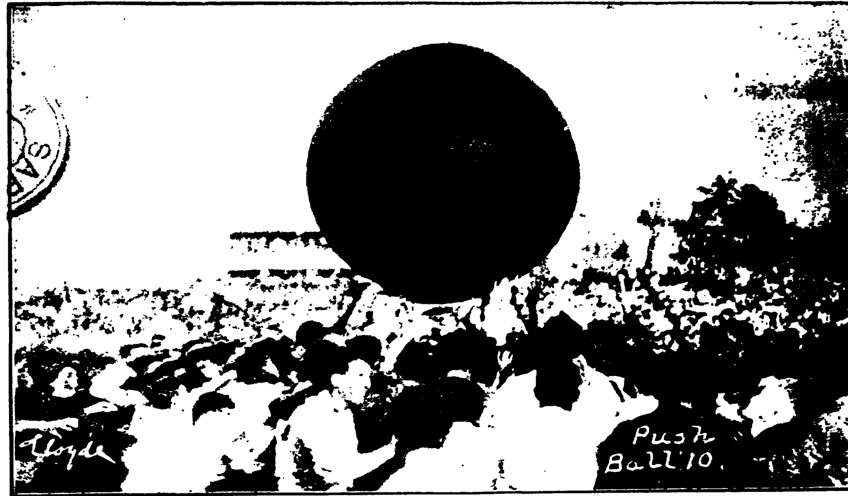
ক্লাসের পতাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের official রংএর তৈয়ারী। যেমন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের official রং "Orange and Blue" (কমলা ও নীল), পতাকাও ঐ দুই রংএর কাপড়ের তৈয়ারী করা হয়।

অক্টোবর মাসে Freshman versus Sophomoresএ Push-ball contest হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যত Freshman একদিকে, আর যত Sophomore অন্যদিকে। একটী মস্ত বড় বল, প্রায় পাঁচ ফুট diameter; ইহাকে পা দিয়া মারে না, এক এক দিকে দল বাঁধিয়া, হাত ও মাথার দ্বারা, কখন পরস্পর পরস্পরের কাঁধে চড়িয়া, বলকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া লাইনের ওপার করিয়া দিতে হয়। (২৭ নং ছবি) বিপক্ষ লাইনের ওপার করিয়া দিতে পারিলেই জিৎ হয়। যখন ঠেলা-ঠেলি আরম্ভ হয়, তখন কাহারও বা জামা ছিঁড়িয়া যায়, কাহার বা কাঁধ dislocation হয়, তবুও চির প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক বৎসরই এ খেলা খেলিতেই হইবে।

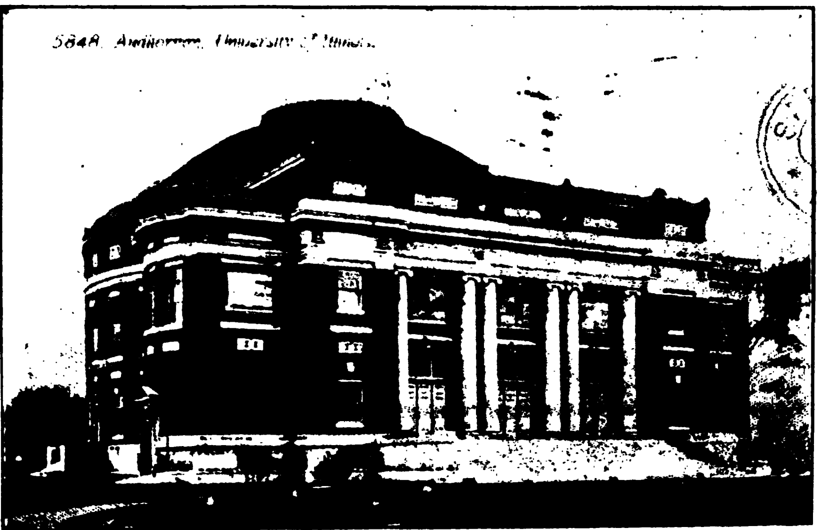
এ খেলা ছাড়া হকি, basket-ball, base-ball, foot-ballএর ম্যাচ ত লেগেই আছে। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলিবার fieldএ ৫০০০ ছাত্রছাত্রী বসিবার grand stand আছে, press stand ও আছে; অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের teamএর সহিত যখন ম্যাচ হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্র শীঘ্র মার্কিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিবার জন্য ঐ press standএর উদ্দেশ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে University regiment (পল্টন) থাকে। প্রকাণ্ড campusএর উপর ছাত্রেরা uniform পরিধান করিয়া parade করে। একদল bugle বাজায়। একদল drum পিটায়। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়েই অনেকগুলি করিয়া battalion থাকে।

'Varsity bandও থাকে। শীতের দিনে বা weather খারাপ থাকিলে Auditorium অর্থাৎ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সভা, সমিতি,



Push-ball খেলা।   ২৭নং ছবি)



ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Auditorium। [illegible] ছবি।

Commencement প্রভৃতি হয় (২৮নং ছবি) তাহার মধ্যে ব্যাণ্ড বাজান হয় নতুবা মাঠের উপর ব্যাণ্ড বাজান হয়। ছাত্রেরা সে সময় bandএর uniform পরে।

Post exam. jubilee: First term বা first Semesterএর পরীক্ষাগুলি যে দিন শেষ হয় সেই রাত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন Club, Fraternity house, Sororietyর ছেলে মেয়েরা নানারকম ছোট রকমের অতি সুন্দর থিয়েটার বা প্রহসন Auditoriumএর মধ্যে দেখায়। ইহাকেই বলা হয় Post exam. jubilee। আমার নিকট ইহা বড় আশ্চর্য্য লাগিত যে ঐ সমস্ত stage করিবার জন্য কত preparationএর দরকার, এদিকে পরীক্ষার পড়া, আবার এ সমস্ত করিবার সময়ই বা কোথা হইতে পায়।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসরে ৮টীর বেশী করিয়া থিয়েটার হয়। বিশ্ববিদ্যালেয়ে যে সব Athenean, Ionian, Adelphic প্রভৃতি নামে literary society আছে, ঐ সকল সমিতির ছেলেমেয়েরা ঐ সব থিয়েটারের actors ও actresses হয়। কোন কোন থিয়েটারে অধ্যাপকের স্ত্রীরা actresses হন। Public speakingএর অধ্যাপকগণ উঁহাদিগকে coach করান। এ সকল থিয়েটার ব্যবসায়ী থিয়েটার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজে বৎসরে একবারের বেশী থিয়েটার করিতে দেওয়া হয় না। ছাত্রদের থিয়েটার করিতে দেওয়া ও সেই সব থিয়েটার দেখার educational value আছে বলিয়াই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বেশী করিয়া থিয়েটার হয়।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা The Daily Illini নামে দৈনিক পত্র, অনেকগুলি মাসিক পত্র, Quarterly magazine প্রভৃতি বৎসরে প্রকাশিত করে; ইহা ছাড়া "The Illio" নামে মস্ত বড় ছবিওয়ালা

বই প্রত্যেক বৎসর বাহির করে। ইহাতে প্রত্যেক Senior ছাত্র ও ছাত্রীর ফটো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন Club, Sorority প্রভৃতির ফটো, ম্যাচ খেলার ছবি, সম্বৎসরে কোন কোন তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অদ্ভুত ঘটনাসব ঘটে, ছাত্র ও অধ্যাপক সংক্রান্ত roasts থাকে। ইহা ছাড়া Alumni record ৫বৎসর অন্তর বাহির হয়। তাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে এ যাবৎ পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রাজুয়েটের biographical sketch (সংক্ষেপে জীবন চরিত) এক volumeএ প্রকাশিত হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত খবরগুলি থাকে :—কোন্ বৎসরে গ্রাজুয়েট করা হয় ও অন্যান্য ডিগ্রি লওয়া হয়। বাপের নাম, মায়ের নাম, নিজের জন্ম-তারিখ, কোন্ সহরে জন্ম, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ কোন club বা সমিতির সভা এ একসময় ছিল, ডিগ্রি লওয়ার পর কি কি চাকরী, কোন কোন তারিখ হইতে কোথায় করা হইয়াছে, উপস্থিত কি চাকরী, business address, বাড়ীর ঠিকানা। কি কি গ্রন্থ, মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ, গবেষণা, invention প্রভৃতি করা হইয়াছে। যদি বিবাহ হইয়া থাকে, তবে কাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে, কোন্ তারিখে, যদি ছেলেপিলে হইয়া থাকে, তবে কয়টী, তাহাদের নাম, জন্ম তারিখ, যদি মরিয়া গিয়া থাকে, কোন্ তারিখে মরিয়া গিয়াছে। যদি কোন গ্রাজুয়েটের মা বা বাবা বা ভাই বা বোন বা স্বামী ইহার পূর্ব্বে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া থাকে তাহাও উক্ত sketchএ সংক্ষেপে এইরূপে লেখা থাকে—"No. 634 (Brother of No. 400)" বা "No. 1002 (Wife of No. 750)"। বলা বাহুল্য যে এই Alumni record প্রকাশিত করিবার সবিশেষ সংবাদ প্রত্যেক গ্রাজুয়েটদের নিকট পত্র লিখিয়া আনা হয়। একবার ভাবিয়া দেখুন যে এইরূপ পুস্তক প্রকাশিত করিতে কত পরিশ্রম, কত ব্যয় হয়, কিন্তু ইহার দাম যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ ৬৲টাকা মাত্র। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়

এমন Alumni record প্রকাশিত করে কি না তাহা আমার জানা নাই। এই পুস্তক হইতে আমরা আমাদের পুরাতন বন্ধুদের ঠিকানা ও পাই, তাহারা পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে কি করিতেছে তাহাও জানিতে পারি। যখন উহা পড়ি পুরাতণ স্মৃতি সব জাগিয়া উঠে।

Annual Commencement : Semester বা term এর শেষে final examination হয়। পরীক্ষা সাঙ্গ হইবার ৭দিনের মধ্যেই ফল বাহির হইয়া পড়ে। তখন বুঝিতে পারা যায় যে বাৎসরিক Commencement এ কে কে ডিগ্রি পাইবে সেই বুঝিয়া ছাত্রেরা cap ও গাউনের যোগাড় করিতে থাকে।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Commencement চারিদিনব্যাপী উৎসব, এই চারিদিন ক্যাপ ও গাউন পরিয়া ছেলেমেয়েদের campus এর উপর বেড়াইতে হয়। প্রথম দিনকে "Baccalaureate day" বলে, সে দিন Auditorium এ Baccalaureate sermon হয়। দ্বিতীয় দিনকে "Class Day" বলে। মনে করুন Commencement ১৯২১এ হইতেছে, তাহা হইলে এই দিনে Members of Class of 1921 (অর্থাৎ এই বৎসরে যাহারা ডিগ্রী পাইবে) নিজেদের খরচে campus এর উপর একটী "memorial urn" উৎসর্গ করিয়া যায়; ১৯২২, ১৯২৩ এইরূপে প্রত্যেক বৎসরের গ্রাজুয়েটেরা class memorials প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবে। তাহাই "Class Day"তে অতি মহাসমারোহের সহিত উদ্ঘাটন করা হয়। এ স্মৃতিগুলি কিরূপ তাহা বলি, ১৯০০'র গ্রাজুয়েটরা একটী মার্ব্বেল পাথরের বেঞ্চি উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহাতে লেখা আছে,"১৯০০," ১৯০২'র গ্রাজুয়েটরা একটী fountain (প্রস্রবণ) উৎসর্গ করিয়াছিল, ১৮৭৮'র গ্রাজুয়েটরা একটী clock উৎসর্গ করিয়াছিল। Class Dayতে বিশ্ববিদ্যালয়ের Armory (অস্ত্রাগার)এ রাত্রে গ্রাজুয়েটদের নাচ হয়।

তৃতীয় দিনকে "Alumni Day" বলে। এ দিন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যত Alumnia পুনঃ মিলন হয়, তাহার পর তাহাদের লইয়া ডিনার খাওয়া হয়, তাহাকে বলে "Alumni dinner"। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাগণ ছাত্রদিগকে ডিগ্রি দিয়াই তাহাদিগের সহিত সম্পর্ক রহিত করেন না। এমন দিনে যে যেখানে থাকে তাহাদিগকেও নিমন্ত্রণ করেন। আমি এতদূরে ফিরিয়া আসিয়াছি, এখন পর্যান্ত প্রত্যেক বৎসরের Commencement এর সময় Alumni dinner এর নিমন্ত্রণ পত্র পাই, আসিতে পারিব কিনা, আমার জন্য plate reserve রাখা হইবে কিনা প্রভৃতি খবর তাঁহারা লন। এ দিন পুরাতন বন্ধুতে সহপাঠীতে পুনর্মিলন হয়, তাহা কিরূপ তাহাদের দেশের কথায় সংক্ষেপে বলি—"The Union of Hearts", "The Union of Hands," "The Union of Illinois men and women for ever."

Alumni Dayতে সন্ধ্যার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের President (আমাদের দেশে যাহাকে Chancellor বলে) যাঁহাদিগকে "cap" করাইবেন তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। যে সব ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রি পাইবে সে দিন তাহারা সব নির্দ্দিষ্ট সময় Auditoriumএ যায়। তথায় President, তাঁহার পত্নী, তাঁহার বন্ধুগণ ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকেন। President ছাত্রছাত্রীর সহিত করমর্দ্দন ও আলাপ করেন। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এইরূপে Chancellorএর সহিত করমর্দ্দন করিতে পারে কি?) কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন ও থাকে।

চতুর্থ দিনকে "Commencement Day" বলে, এই দিন ছাত্রেরা ডিগ্রি পায়, এবং এই দিনটা গেলেই সমস্ত আনন্দ শেষ হয়। সে দিন প্রাতে "Senior Breakfast" হয়, যত Bachelor's ডিগ্রি প্রার্থী



ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের commencement. ছাত্রদের ডিগ্রি লইবার জন্য march করিয়া গমন। (২৯নং ছবি)



ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের commencement, ছাত্রী ও ছাত্রগণের Bachelor's ডিগ্রি লইবার জন্য march করিয়া গমন।

(৩০নং ছবি)

মিলিয়া breakfast খায়। তাহার পরে বেলা ১০ টার সময় Commencement exercise আরম্ভ হয়। Campusএর উপর কৃষিকলেজের ছাত্রছাত্রীরা, Literature ও Arts কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ও অন্যান্য কলেজের ছাত্রেরা কোথায় দাঁড়াইবে তাহার নক্সা প্রত্যেক কলেজের Deanএর নিকট পূর্ব্বে পাঠান হয়। তাহা দেখিয়া ছাত্রেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়। প্রথমে Military Bandএর procession, তারপর Senate, Faculty, অধ্যাপকের procession, তারপর Alumniর procession, তারপর Doctor's ডিগ্রি যাহারা পাইবে, তারপর Master's ডিগ্রি যাহারা পাইবে, তারপর Bachelor's ডিগ্রি যাহারা পাইবে তাহাদের procession চলে। এই সুদীর্ঘ procession দুই দিকে দড়ির দ্বারা line করা থাকে তাহার মধ্য দিয়া Illinois National guards (তাহাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা) পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যায়। দড়ির দুই দিকে যত দর্শকগণ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীর পিতা, মাতা, ভাবী স্বামী, পত্নী প্রভৃতি থাকেন (২৯ নং ছবি)। ছাত্রেরা যখন দলবদ্ধ হইয়া march করিয়া যায়, তখন দর্শকদের মধ্যে বলিতে শুনা যায়, "ঐ আমার ছেলে যাচ্ছে", "আমার মেয়েকে ক্যাপ ও গাউন পরে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে" ইত্যাদি (৩০ নং ছবি), এইরূপ orderএ march করিয়া ছাত্রেরা Auditorium এ প্রবেশ করে। সে সময় campusএর উপর ১০০ জনের বেশী ফটোগ্রাফার processionএর ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা ঠিক করিয়া রাখে। প্রত্যেক গ্রাজুয়েট ২ খানি করিয়া complimentary টিকিট পায়, তাহার দ্বারা তাহাদের আত্মীয়, বন্ধুরা Auditoriumএ প্রবেশ করিতে পারেন।

Auditoriumএর ভিতর প্রথমে Presidentএর বক্তৃতা হয় তাহার পর ছাত্রেরা এক এক করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ডিগ্রি লইতে

যায়। আর সেই সময় আনন্দধ্বনি হয়। ডিগ্রি লওয়ার পর আবার সেইরূপ procession, তবে order reverse করিয়া Auditorium হইতে বাহির হয়। Campusএর উপর পুনরায় সমবেত হইলে তখন "My Illinois" গানটী গাহিয়া, গুড্‌বাই করিয়া ছাড়াছাড়ি হয়।

এই উপলক্ষে সহরে যত লোক আসে—গ্রাজুয়েট, তাহাদের আত্মীয়-বন্ধু, Alumni প্রভৃতিদের নিজের নিজের গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য Illinois Central Railway Company special ট্রেণের ব্যবস্থা করে। যে সব বন্ধুদের সহিত একত্র বাস করা হইয়াছে, যাহাদের সহিত একত্র খেলা করা হইয়াছে, যাহাদের সহিত নানাবিষয়ে আদান প্রদান চলিয়াছে, যাহাদের সহিত একত্র পড়াশুনা করা হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লওয়া যে কিরূপ কষ্টদায়ক তাহা বর্ণনাতীত।

প্রথম বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে Freshman হইয়া ঢুকিয়া শেষ বৎসরের জুন মাসে অর্থাৎ যত দিন পড়া সাঙ্গ না হয়, ততদিন কত social functions, কত রকমের activities, কত রকমের corporate lifeএর মধ্য দিয়া ছাত্র জীবনকে চালাইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের atmosphere এরূপ যে যে দিকে এমন কি যে building পানে তাকান যায় সেদিকে কিছু না কিছু নূতন শিক্ষা করিতে পারা যায়। এ atmosphereএ বাস করিলে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম মানুষ হয়। কথায় বলে "কি ছিল, আর কি হ'ল"। ৩১ নং ছবি দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হয়। একটী Freshman নূতন আসিয়াছে, সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদব কায়দায় অনভ্যস্ত, Freshmanটী নেকটাই, কলার ঠিক পরিতে পারে নাই, কোটে বোতামের বদলে সেফ্‌টিপিন্ লাগাইয়াছে, ছাতাটাকে পর্য্যন্ত ধরিতে জানে না, তাহার চাহনীতে একটা ভীত চকিত ভাব। তার পর সে চারি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়া সমস্ত বিষয় জানিল, এখন কলার টাই নব্য ফ্যাসানে



Freshman, [illegible]

বাঁধিয়া latest stylish সুট্ ও মূল্যবান walk-over জুতা পরিয়া "ফুল বাবু" সাজিয়াছে। এখন সে ছাতার বদলে stick ব্যবহার করে, অপরূপ মুখভঙ্গী করিয়া সিগ্রেট খায়, সিগ্রেট ধরিবার কায়দাটুকু পর্য্যন্ত আছে। কোটে একটা ফুলের বোকে আটকান আছে। এখন আর সে সেই সেপ্টেম্বর মাসের ভ্যাবাচ্যাকা সেফ্টিপিন্ আঁটা "খোকা" নহে। এখন সে জুন মাসে ডিগ্রি লইয়া "ফুলবাবু" সাজিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িতেছে। তাই বলিতেছে সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্রেরা কি হইয়া আসে আর জুন মাসে কি হইয়া দেশে বা বাড়ী ফেরে।

ভারতের শিক্ষা সংস্কারের জন্য Sadler Commission বসিল। ঐ কমিসন সুদীর্ঘ রিপোর্ট লিখিয়া যাইলেন। ঐ রিপোর্ট মত প্রকৃত শিক্ষা কতদূর যে হইবে তাহা বলা যায় না। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতক ছাঁচে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি যদি গঠিত হয় ভারতবাসী প্রকৃত শিক্ষা পাইতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্যানেডা ও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দৃশ্য *

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমরা খুব কমই নিজেদের দেশের মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার প্রথম কারণ এই যে, আমেরিকাতে যত স্ত্রী স্বাধীনতা আছে, এদেশে তত নাই। যখন আমরা সেই স্বাধীন রাজ্যের "ডানা কাটা" পরীদের সহিত "At-home," "Ball-dancing," "Peanut banquet," "Epworth league" প্রভৃতিতে মিশিতাম, তখন সেই দেশের নারীরা অত্যন্ত মেশামিশি সত্ত্বেও তাঁহাদের সরলতা ও পবিত্রতাকে কিরূপে রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহাই আমাদের নিকট প্রথম আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি সামাজিক দৃশ্য পাঠক পাঠিকাগণের নিকট অগ্রে বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছি।

আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গুলি Co-educational অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নহে। সেখানে যুবক যুবতী সকলেই একসঙ্গে শিক্ষালাভ করেন, সকলেই একত্রে Lecture শুনিয়া থাকেন, একত্র Laboratoryতে কাজ করেন, Oratorical বা debating contestএ যোগদান করেন। যখনই কোন একটী "At-home বা Social night" হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের অপেক্ষা কার্য্যে বেশী উদ্যোগিণী হন্।

ক্যানেডায় থাকিতে টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাষ কলেজের "At-home"এ কয়েকবার গিয়াছিলাম। ঐ কলেজের দুইটী residence (বাসগৃহ) আছে—একটী ছাত্রদের জন্য, আর একটী ছাত্রীদের জন্য। ছাত্রীদের residenceএ একটী প্রকাণ্ড Reception room (অভ্যর্থনা গৃহ) আছে এবং কতকগুলি cosy corners (নির্জ্জনে বসিয়া গল্প করিবার স্থান) আছে। প্রতিপক্ষে একবার শুক্রবারে ছাত্রীরা ছাত্রদের "At-home"এ নিমন্ত্রণ করেন।

---

* বামাবোধিনী পত্রিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।

এইরূপ এক শুক্রবারে আমরা প্রায় ৩০০ ছাত্র রাত্রি ঠিক ৮ ঘটিকার সময়ে মেয়েদের residenceএ পৌঁছিয়া দেখি যে, আমাদের কতিপয় ছাত্র বন্ধুরা সেখানে 'Introducing Committee' নামে এক চিহ্ন বুকের উপর আঁটিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন। আমরা কতিপয় ছাত্রীদিগকেও ঐরূপ চিহ্ন বুকে লাগাইতে দেখিয়াছি। সকলকে পরস্পরের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়াই ইঁহাদের কার্য্য।

আমরা residenceএর আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে, আমাদিগকে একখানি করিয়া ছোট খাতা ও পেন্সিল বিতরণ করা হইল। নিম্নে একখানি ছোট খাতার অবিকল নকল দেওয়া হইল :—

AT-HOME.

Nam

1. Orchestra
   Waltz—Take me out to the ball game.
2. "Tell her" Barry.
3. Orchestra
   Intermezzo—Red wings.
4. "It was a lover and his lass"
5. Orchestra
   Two-step-society swing
6. "When the heart is young"—
   Buck
7. Orchestra
   Waltz—My lady daughter.
8. "Since first time I met thee"
   Rubenstead.
9. Orchestra
   Selection—Apple Blossom.
10. Oh, hush thee my baby"
    Sullivan.
11. Orchestra selection—Egyptian waltzes.
12. "The Battle Eve"—Bonheur.

INFORMATION.

For concert numbers kindly assemble in the Gymnasium as promptly as possible, as the door will be closed five minutes after close of preceding promenade.

Refreshment in Dining Hall from 10 P. M.

Promenades 10 minutes.

Cars will be in waiting at close.

(অর্থাৎ সম্মিলিত সঙ্গীতের সময় কুস্তির আখ্ড়াতে যতশীঘ্রপারেন সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক সমবেত হইবেন, যেহেতু দরজা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণের পাঁচ মিনিট পরে বন্ধ করা হইবে। রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে আহারের ঘরে জলযোগের আয়োজন করা থাকিবে। একটী মহিলাকে লইয়া দশ মিনিটের বেশী কেহ স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণাদি করিতে পারিবেন না। "At-home"এর পরে ট্রামগাড়ী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে)

যে সমস্ত ছাত্রীরা ছাত্রদের সহিত "অল্পক্ষণের জন্য বেড়াইতে ও গল্প করিতে চান," তাঁহাদের নাম খাতায় সহি করান হয় ও নির্দ্দিষ্ট মিলনের স্থানের কথাও লিখিতে হয়। ছাত্রেরাও তাঁহাদের নিজেদের খাতায় ছাত্রীদের নাম ও সহি করাইয়া লন। এইরূপে ঐ খাতা সকলকে বিতরণ করা হইলে, একটী অধিক বয়স্কা মহিলা একটী শঙ্খ বাজান এবং তৎক্ষণাৎ প্রায় ৬০০ যুবক ও যুবতী পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য "হলে"র চারিদিকে ছুটাছুটী করেন। প্রত্যেক খাতায় অন্ততঃ ১২ জনের নাম সহি করা যাইতে পারে।

আমরা এমনও দেখিয়াছি যে, যে সমস্ত যুবক ও যুবতী অত্যন্ত লজ্জাশীল, তাঁহারা তাঁহাদের খাতায়, হয়ত, দুই তিন জন partner বা সহচরীর নাম মাত্র সহি করাইয়া রাখিয়াছেন। পাঠকপাঠিকাদের

মধ্যে যদি কেহ সে রাত্রে সে সময়ে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্ন লিখিত কথাবার্ত্তাগুলি শুনিতে পাইতেন :—"মহিলাগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া ভিড় করিবেন না ;" "স'রে চলুন, লজ্জা করিবেন না ;" "আপনি যাহার সহিত স্বচ্ছন্দে বেড়াইবেন ও আলাপ করিবেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন ?" "মিস্, আপনার কি বারটা নামই সহি হইয়াছে ?" "না, আমার ৩নং টা এখনও খালি আছে।" ইত্যাদি।

দশ মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজান হয়, এবং তদনুসারে ছাত্রেরা তাঁহাদের partner বা সহচরী পরিবর্ত্তন করেন। এইরূপে যে যুবক ও যুবতী লাজুক নহেন, তাঁহারা অনায়াসে বার জনের সহিত স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ ও আলাপ পরিচয়ের আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা লাজুক তাঁহাদের সময়টা ভালরূপে কাটে না।

আমি যে রাত্রে প্রথম "At-home" এ যাই, সে রাত্রের গল্পটা একটু বলি। প্রথম রাত্রে আমি আমার স্বভাবানুসারে বড়ই লাজুক ছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘন ঘন যাওয়া আসা করাতে আমার সে লজ্জা দূর হইয়াছিল। প্রথম "At-home"এর রাত্রে আমি কোনও ছাত্রীকেই আমার সহিত ভ্রমণ ও আলাপ করিতে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। আমার সমকক্ষবাসী (room-mate) দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আমি লাজুক বালকদিগের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া আছি। তখন তিনি তাঁহার সঙ্গিনীকে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন :—"সংহ, ব্যাপারটা কি ? তুমি কি একটীও মেয়ের সহিত আলাপ করিতে পারিলে না ?" আমি তদুত্তরে বলিলাম, "না, তোমাকে ধন্যবাদ ; কিন্তু এরূপ সামাজিক জীবন আমার কাছে নূতন লাগিতেছে। আমি কখনও আমাদের দেশে এভাবে মেয়েদের সহিত মিশিতে শিক্ষা পাই নাই।" এই কথা বলিবা মাত্র আমার বন্ধুটি তাঁহার সঙ্গিনীর সহিত আমায় আলাপ করাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন :—

"You take care of my lady, Sinha, I am going. If you don't treat her all right, I shall dump your bed to-night." ("সিংহ, তুমি এই মহিলার যত্ন কর, আমি এখন যাইতেছি। যদি তুমি ইঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার না কর, আজ রাত্রে তোমাকে বিছানা হইতে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিব)। এই কথাতে আমরা আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন সেই "dimpled" ও "wasp-waisted" যুবতী আর কোনওরূপ দ্বিধা না করিয়া তাঁহাদের প্রথানুসারে আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমার সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমার অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "সিংহ, তুমি আমাদের মেয়েদের সহিত বেড়াও, ইহা আমরা পছন্দ করি না। আমরা যখন ভারতবর্ষে যাইব, তখন কি তোমাদের দেশের মেয়েরা আমাদের সহিত ঐরূপে বেড়াইবেন?"

তারপর ঠিক যখন রাত্রি দশটা বাজে, তখন প্রত্যেক যুবক তাঁহার partnerকে সঙ্গে লইয়া খাইবার ঘরে কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য আসেন। সেই সময় ক্যানেডার চাকরাণীরা পরিবেশনের জন্য খুব ব্যস্ত থাকে। জলযোগের পর সব ছাত্র ও ছাত্রী, অধ্যাপক ও তাঁহাদের পত্নী—সকলে, একজন পুরুষ ও আর একজন নারী, পরস্পরের হাত ধরিয়া কতিপয় circle বা বৃত্ত রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গান গাহিয়া সে রাত্রের "At-home"এর কাজ শেষ করেন ;—

"Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind? . .
Should auld acquaintance be forgot,
And days of auld lang syne?"

এইবার পাঠকপাঠিকাগণকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দৃশ্য দেখাইতে চলি। আমরা ইলিনয় কৃষি সমিতির সভ্য ছিলাম। আমরা বৎসরে চারিবার মাত্র social night-এর আয়োজন করিতাম। আমরা ঐ চারিরাত্রে "Household Science Club"-এর সমস্ত মহিলাদের নিমন্ত্রণ করিতাম। উক্ত ক্লাবের সমস্ত মহিলাদের নামের তালিকা ও তাঁহাদের বাড়ীর ঠিকানা লেখা কাগজ—"Ag-club" (অর্থাৎ আমাদের কৃষি ক্লাব) এর social night যে দিন হইবে সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের ১০ দিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের ক্লাবের সভ্যদের নিকট পাঠান হইত। ঐ তালিকা হইতে প্রত্যেক সভ্য যে কোন একটী মহিলাকে বাছিয়া লইতেন; তাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বে থাকুক্ বা না থাকুক। যিনি যাঁহাকে বাছিয়া লইতেন, সেই মহিলা সেই সভ্যের জন্য "reserved" বা নির্দ্দিষ্ট থাকিতেন। তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক সভ্যকে নিজের নিজের নির্ব্বাচিত মহিলাকে ক্লাবে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে হইত।

একদিন সন্ধ্যায় আমাকে একটী ঐরূপ অচেনা যুবতীকে ক্লাবের নিমন্ত্রণে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতে হইয়াছিল। তিনি বেশ নিঃসঙ্কোচে একাকী আমার সহিত বাটী হইতে বাহির হইলেন। আমি তাঁহাকে ক্লাবে অতি যত্নের সহিত আহার করাইয়াছিলাম। আমরা ভারতবর্ষে কোনও মহিলাকে কি ঐরূপ করিয়া ক্লাবের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ তাঁহার বাটী হইতে আনিতে সাহস করিতে পারি?

একবার আমি আমেরিকার একটী ধর্ম্ম প্রচারকের স্ত্রীকে গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলাম:—"আমি আমেরিকাকে ভালবাসি। তাহার স্বাধীনতা অতি চমৎকার। কিন্তু আপনার মেয়েরা প্রত্যেক রাত্রে একাকী "অপেরা হাউসে", "কাফে" এবং অন্যান্য আমোদের স্থানে যান, আমি ইহা পছন্দ করি না। আপনি কেন ঐরূপ প্রশ্রয় দেন?" তিনি উত্তর

করিলেন, "যেহেতু আমরা আমাদিগের কন্যাদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেইজন্য। যদি আমরা তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে তাহারা কখনও রক্ষকের সঙ্গ ছাড়া বাটীর বাহির হইবে না। মিঃ সিংহ, আমরা আমেরিকান্ honour systemকে বিশ্বাস করি, এবং কার্যাতঃ দেখিয়াছি যে, অধিকাংশ স্থলে ইহাতে ভাল ফল ফলিয়াছে; আমি আশা করি, আপনি ভারতবর্ষে ফিরিলে এই প্রথা সেখানে প্রচলিত করাইতে চেষ্টা করিবেন।" উক্ত মহিলাটীর উত্তর যুক্তিসঙ্গত কি?

Household Science ক্লাবের মহিলাগণও "Ag-club"এর সমস্ত সভ্যগণকে চারিটী 'সান্ধ্য-সম্মিলনে' নিমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Women's Buildingএ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা ভালরূপ তালিকা প্রস্তুত করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingএ প্রবেশ করিলে মহিলারা ছোট ছোট কাগজ আমাদের সকলকে বিতরণ করিলেন; ঐ সমস্ত কাগজে দেশের ও রাজ্যের নাম লেখা আছে। মহিলাগণও ঐরূপ ছোট ছোট কাগজ লইয়া থাকেন। তবে, তাঁহাদের কাগজে দেশের ও রাজ্যের রাজধানীর নাম লেখা থাকে। মনে করুন, আমি পুরুষ মানুষ সেইজন্য আমি "New York" লেখা এক টুক্‌রা কাগজ পাইলাম; আমার যিনি partner বা সঙ্গিনী হইবেন সেই মহিলাটীর কাগজে New York এর রাজধানী Albany নাম লেখা থাকিবে। ভূগোল পড়া না থাকিলে এইরূপ সান্ধ্য-সম্মিলনে আনন্দ উপভোগ করার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

এক্ষণে যে মহিলাটী "Albany" লেখা কাগজ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে আমাকে ভিড়ের মধ্যে ফিরিতে হইবে। ঐ মহিলাটীও ইতিমধ্যে "New York" লেখা কাগজ হাতে করিয়া যে পুরুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে ফিরিবেন। তারপরে আমি যখন আমার সঙ্গিনীকে খুঁজিয়া পাইব, তখন তিনি আমাকে

'Laboratory of Kitchen', মেয়েদের ব্যায়ামের আকৃড়া প্রভৃতি স্থানে লইয়া ভ্রমণ করিবেন। ইতিমধ্যে 'হলে' Vocal Solo, Piano Solo বা কিছুর আবৃত্তি হইতে থাকিবে। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগের পর প্রত্যেক অভ্যাগত ব্যক্তি নিজের নিজের সঙ্গিনীকে বাড়ী পেঁছাইয়া দিতে যাইবেন।

আমার আর একটা রাত্রের সামাজিক নিমন্ত্রণের কথা মনে আছে। ইহা ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের "Graduate School Club"এর সভারা করিয়াছিলেন এবং ইহার সভ্য আমিও কিছুকাল ছিলাম। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের President (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের মত ব্যক্তি), Graduate Schoolএর সকল ছাত্র ও ছাত্রী এবং Graduate School এর সমস্ত অধ্যাপক উহাতে নিমন্ত্রিত হন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingএ প্রবেশ করিবা মাত্র আমরা দেখি যে, আট দশটী মহিলা 'পিন্' ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Official blank cardগুলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রত্যেক অভ্যাগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক একটী কার্ড ও একটি পিন্ লইবেন এবং কার্ডের নিম্নলিখিত স্থানগুলি পূর্ণ করিবেন :—

"Name............

Name of your Alma Mater.........

Name of your local College....."

এই সকল পূর্ণ করা হইলে কার্ডখানিকে কোটের বা জ্যাকেটের সামনের দিকে পিন্ দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে। এরূপ করার উদ্দেশ্য যে, আপনি বা আমি কে, তাহা কার্ড পড়িয়া বুঝিতে পারা যাইবে। এখানে কেহ কাহাকেও পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য নাই। এখানে নিজে নিজেই আলাপ পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

আমরা ভিড়ের মধ্যে যাই, এবং নিজ নিজ নাম বলি :—"Sinha

is my name; let me read your name. Miss Mc. Taggart. Is that the way you pronounce your name?" তিনি বলিলেন, "Yes, sir, glad to meet you." এইরূপে ছাত্র-ছাত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট পরিচিত হইয়া থাকেন।

তারপর Graduate School Club এর কোনও না কোনও সভা কোনও না কোনও বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সর্ব্বশেষে জনতা নাচের ঘরের দিকে যাইবে। সেখানে একটী পুরুষ অধ্যাপক এবং তাঁহার একটী ছাত্রী, একটী ছাত্র ও একটী ছাত্রী, একটী স্ত্রীলোক ও অন্য স্ত্রীলোকের স্বামী যুগল নর্ত্তন আরম্ভ করিবেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক নাচের পর আনন্দধ্বনি হইয়া থাকে, তাহার পর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত গানটি করিয়া সে রাত্রির কার্য্য শেষ করা হয়:—

"You meet her on the campus,
You meet her in the hall,
You meet her in the class-room,
At a lecture or a ball.
"She's numerous as to number,
She's varied as to name,
And yet where'er she may appear,
You know her just the same.

Chorous,

"O College Girl—the Girl of Illinois,
O College Girl, she's loyal and true
to the Orange and Blue,
O College, College Girl—the Girl of
Illinois,

The witching spell she wields so well,
There's nothing can destroy,
O College, College, Girl, chockfull-of—
knowledge Girl,
The fascinating, captivating Girl of
Illinois."

এক্ষণে আমি আমার পাঠকপাঠিকাগণকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? এইরূপ সামাজিক মিলন সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন? এইগুলি কি শিক্ষার অংশ নয়? আপনারা কি মনে করেন যে, আমরা এই সমস্ত মেয়েদের সহিত ঐরূপভাবে মিশিয়া আমাদের চরিত্র কলুষিত করিয়াছি? শেষ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি —"না, তাহা আদৌ নয়।" আমরা যে St. Petersburg, Gottingen, Cambridge, Tokyo, Peking, Harvard, Boston, Wisconson, Leland Standford প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এই জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে নানাবিধ ভাবোদ্দীপক যুবক ও যুবতীদের সহিত মিশিয়া ও নানাবিষয়ে আদানপ্রদান করিয়া, আমার মনে হয়, আমরা একটু উদার হইয়া ও হৃদয়টাকে একটু বিস্তৃত করিয়া দেশে ফিরিয়াছি। এইরূপ মিলন শিক্ষাদায়ক এবং আনন্দজনক, ইহা আমার বিশ্বাস। অবশ্য, লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কেহ হয় তো বলিবেন যে, আমাদের মতগুলি শিষ্টজনোচিত নহে, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না।

নবম পরিচ্ছেদ

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী (The co-ed) ও মার্কিন মহিলা *

শিক্ষা

মার্কিনদেশে প্রত্যেক পিতামাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত, কারণ তাঁহারা বুঝেন "He who educates a woman educates a race", যিনি নারীকে শেখান তিনি একটী জাতিকে শিক্ষিত করেন। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে পিতামাতা সেই কন্যাকে কি ভাবে প্রতিপালন করিবেন, কি শিক্ষা দিবেন, কি ভাব পোষণ করিতে দিবেন, তাহার একটী plan করিয়া লন এবং কন্যার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহাদের কল্পিত চিত্র বা আদর্শ তাহার সম্মুখে রাখেন ও তাহাকে সেই আদর্শানুযায়ী চলিতে হয়। অবশ্য এই আদর্শ অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে পিতামাতার মধ্যে অনেক আলোচনা হয় ও অনেক সময়ে এই আদর্শের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। যখন পিতামাতা উপলব্ধি করেন যে কন্যার কোন বিশিষ্টভাবের সহিত আদর্শের সমন্বয় হইতেছে না, তখনই এইরূপ করিতে হয়। জ্ঞান বিকাশের সহিত কন্যাকে এই আদর্শ মানিয়া চলিতে হয় ও ভবিষ্যতে সে একজন আদর্শস্থানীয়া হইতে সক্ষম হয়। অনেকে এই ভাবের পোষকতা করিতে অক্ষম হইবেন, কারণ তাহারা ভাবিবেন যে, ইহাতে কন্যার বাল্যকাল হইতে স্বাধীন-

* এই পরিচ্ছেদের কতক কতক লেখা ১৯১৫'র মার্চ্চ ও আগষ্ট মাসের ও ১৯১৬'র ফেব্রুয়ারি মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এখানে দেওয়া হইল।


UNIVERSITY
OF

ভাবে কার্য্য করণের প্রশ্রয় না দিয়া তাহার সে শক্তি খর্ব্ব করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এই আদর্শ চিত্রে উহার সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করা হইয়াছে। অধিকন্তু, উহা সুশিক্ষিত পিতামাতার বুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা সংযত হইয়াছে, কারণ এরূপ না হইলে পরে স্বেচ্ছাচারিতা আনীত হয়।

মার্কিন দেশের পিতামাতারা যে কেবল ঐ পন্থাবলম্বী তাহা নহে, এমন কি সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও ঐ ভাবকে উৎসাহ দিয়া থাকে ও তাহাদের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীও তাহার পোষকতা করিয়া থাকে। যে শিক্ষায় কেবল কতকগুলি জ্ঞান গর্ভ পুস্তক পাঠ করান হয় কিন্তু সেই জ্ঞান সম্যক আয়ত্ত করিয়া জীবনের দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত করার সাহায্য না হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষত্বের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি যেমন practical অর্থাৎ কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া হয়—অর্থাৎ যাহাকে চলিত কথায় বলে 'পুঁথিগত বিদ্যা' তাহা নহে। যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের সহিত একত্র পড়ে এরূপ ছাত্রীদিগকে সংক্ষেপে "co-ed" (৩২ নং ছবি) বলা হয়। (আবার এমন কলেজও আছে যেখানে সুধু মেয়েদেরই পড়ান হয়, ছেলেদের ভর্ত্তি করা হয় না।) সে দেশে নারীর পক্ষে যাহা সমধিক প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়গুলি বিশেষরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা (১) Principles of selection and preparation of food (this includes butter making, preservation of fruits etc.) (২) Dietetics, (৩) Home economics, (৪) Household management (৫) Millinery (টুপি জরী প্রভৃতি পরিচ্ছদের কাজ), (৬) Laundry (কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রির কাজ), (৭) Child-nature, (৮) House sanitation, (৯) Art and Design, (১০) Physical training অর্থাৎ যাহা শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাহারা সুগৃহিনী হইতে

পারে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সকল শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এই সকল বিষয়ে নিয়মিত পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় পড়িতে পড়িতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও লওয়া যাইতে পারে :—ইংরাজী, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি। মূল কথা স্ত্রীজাতি যাহাতে সুগৃহিনী হয় ও vocational education পায়, সেইরূপ curriculum করা হইয়াছে, পড়া সাঙ্গ করিয়া যদি মেয়েদের বিবাহ না ঘটে, চাকরী না জুটে, তাহা হইলেও কোন না কোন উপায়ে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তাহারা আত্ম-নির্ভরশীলা হয়।

শিক্ষা যেমন নরনারীকে উন্নত ও উদার করে, সেইরূপ কোন কোন স্থানে আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারী করে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা এরূপ করে না। বিদ্যার অহঙ্কার একটী ভীষণ জিনিষ, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও ইহা বর্জ্জন করিতে অক্ষম হন। কিন্তু মার্কিন মহিলাগণের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াও অহঙ্কারে স্ফীত হন না, তাঁহাদের গৌরবান্বিত মস্তক বিনয় ও নম্রতায় নত, দেখিতে অতীব মনোহর, নারীর মধ্যে অহঙ্কাররূপ কীট প্রবেশ করিলে তাঁহাদের রমণীয়তা অন্তর্হিত হয়। মার্কিন মহিলাগণ যে অহঙ্কারী হইতে পারেন না, তাহার একটী বিশেষ কারণ এই যে, সে দেশে বহুসংখ্যক উপাধিধারিণী মহিলা রহিয়াছেন, এই হেতু কেহই অহঙ্কারে স্ফীত হইতে সাহস পান না। এই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া মার্কিন মহিলাগণ নিজেদের সব দিক বজায় রাখিয়া চলিতে শেখেন, তাঁহাদের জীবনের আদর্শ ক্রমেই উন্নত হয়।

আমেরিকার কোন কোন মহিলা উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য ব্যগ্র, তাহার তদন্তের ভার এক সময়ে মিস্ কেলির উপর ছিল। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন—"আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল মহিলা দেখিতে সুশ্রী নহেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদিগকে কেহ বিবাহ

করিবেন না। সে কারণ তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইচ্ছুক। ভবিষ্যতে আত্মনির্ভরশীল হইয়া থাকাই তাঁহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য।" (আমরা আমাদের ছাত্রজীবনে তাহার কতকটা প্রমাণও পাইয়াছি; আমাদের সহিত যে সব মহিলারা পড়িতেন তাঁহাদের মধ্যে সুশ্রী কেহই ছিলেন না বলিলেই হয়।)

Co-edদের সতীত্ব

ঐরূপ লেখা পড়া শিখিয়া অনেক old maid (ধেড়ে মেয়ে)র সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চিরকুমারী থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান্ ডাঃ ওয়াটসন্ কার্ডিনল গিবনকে পত্রে লিখিয়াছেন —"প্রকৃতি চিরকুমারীত্বকে মনঃস্থ করে নাই, প্রকৃতি ইহাকে এইরূপ অনুমোদিত করিবে না, প্রকৃতি ইহাকে কখন প্রশ্রয় দিবে না, প্রকৃতি ইহাকে ঘৃণা করে, এবং ধর্ম্মসমাজ কখন প্রকৃতি অপেক্ষা প্রবলতর নহে।" কাজে কাজেই সমাজের মধ্যে বেশী ধেড়ে মেয়ে থাকিলে সমাজে কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবস্থায় কোন মেয়ের যে কলঙ্ক হইয়াছে তাহা আমি ত কখনও শুনি নাই।

আমরা প্রথম প্রথম co-ed দেখিয়া ভাবিতাম যে ইহারা নিশ্চয়ই ভদ্র বংশের মেয়ে নহে, এবং চারি বৎসর কি ছয় বৎসর ধরিয়া ছাত্রদের সহিত এত মেশামেশিতে ইহারা সতীত্ব ধর্ম্ম কখন খাঁটি রাখিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের সহিত মিশিয়া দেখিয়াছি যে সরলতা, কমনীয়তা ইহাদের মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে। Campusএর চারিদিকে co-ed থাকে বলিয়া campusএর সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি পায়, এবং ছাত্রদের মধ্যে কেমন একটী পবিত্র ভাব আনিয়া দেয়। ইহাদের এক একটী কথা কত মধুর। একটা কথা অমনি হাসি, আবার আর একটা কথা, আবার হাসি, ২৪ ঘণ্টা হাসির কথা হয়, সে কারণ হাসি ত মুখে লেগেই

থাকে। উচ্চশিক্ষার বলে ইহারা সবগুণে ভূষিত হয় ও সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে শেখে।

Co-educational বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি wedding-factory ?

একটী প্রশ্ন এই উঠিতে পারে যে ছাত্রছাত্রী এক সঙ্গে পড়াতে ছাত্রেরা ঐ সব co-edদের ভবিষ্যতে বিবাহ ত করিতে পারে। Co-educational বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পুরুষের সহিত নারী শিক্ষালাভ করে ও নারীর সহিত পুরুষ শিক্ষা লাভ করে। ছাত্রছাত্রীর ৪।৫ বৎসর ধরিয়া এক সঙ্গে পড়া, খেলা করা, নাচ করা, socialএ যাওয়া, থিয়েটার প্রভৃতি দেখাতে পরস্পর পরস্পরকে চিনিবার সুযোগ ঘটে এবং অনেক সময় ছাত্রেরা ঐ সকল co-edদের বিবাহ করিয়া ফেলে। এরূপ ও শোনা গিয়াছে যে দুই একটী অধ্যাপকও তাঁহাদের ছাত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। এইরূপ অত্যধিক social থাকাতে কলেজ lifeএ প্রেম করাও চলে, ও প্রেম করাও যে পড়াশুনার একটা অংশ তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় বিবাহ ঘটাইবার পক্ষপাতী এবং এরূপ কলেজকে "wedding-factory" বা বিবাহের কারখানা বলিলেও হয়।* তবে সুখের কথা এই যে এরকম ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে সকল বিবাহ হয়, তাহাদিগকে divorce কোর্টেতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। তাহাদের বিবাহ বন্ধন অটুট হয়।

মেয়েদের কলেজের hazing

মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজও আছে। এরূপ কোন কোন কলেজের girl freshmanদেরও hazing ('initiation' ও 'ducking'এর

* The Saturday Evening Post, Philadelphia, Jan 21, 1911.

মতন) হয়। ঐসব মেয়েদের শিশুদের feeding bottle হইতে weak লেমনেড পান করিতে হয়, কচি খুকীদের মতন কাঁদিতে হয়, মাথার চুল পিঠ অবধি ঝুলাইয়া রাখিতে হয় অর্থাৎ বেণী বা খোঁপা বাঁধিতে দেওয়া হয় না। ইহা অপেক্ষা আরও কঠিন শাস্তি Barnard কলেজের মেয়েদের পাইতে হইয়াছিল। Girl sophomoreরা প্রত্যেক girl freshmanকে মাথা হইতে পরচুলা প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিতে হুকুম দেয়। এরূপ পিঠ অবধি চুল ঝুলাইয়া অর্থাৎ এরূপ এলোমেলো চুল লইয়া যেখানে প্যারেড্ হয় তাহার উপর দিয়া ঐসব মেয়েদিগকে কিছুক্ষণ চলাফেরা করিতে হইয়াছিল যাহাতে নিকটবর্ত্তি কলেজের ছাত্রেরা তাহাদের এবেশ দেখিয়া বিশেষ আলোচনা করিতে পারে।

কোন কোন কলেজের girl freshmanকে সবুজ বর্ণের শৃঙ্গ (green horn) কোমরে বাঁধিয়া রাখিবার হুকুম দেওয়া হয়, ঐ শৃঙ্গের উপর 'F-r-e-s-h-i-e' এ কথা লেখা থাকিবে। ঐ সকল মেয়েদের উপরে যাহারা পড়ে, তাহাদিগকে যখনই দেখিবে তখনই শৃঙ্গ বাজাইতে হয়। * †

স্বাস্থ্য

আমেরিকাতে যে সমস্ত মহিলা উচ্চশিক্ষা পাইয়া থাকেন এবং যাঁহারা পুরুষোপযোগী কার্য্যে নিযুক্তা, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে; কেহ বা অত্যন্ত স্থূলকায়া, কেহ বা অত্যন্ত কৃশাঙ্গী। তাঁহাদের অনেকেই ব্যাধিগ্রস্ত, আবার যাঁহারা পুরুষদের মতন বেশী বক্তৃতাদি করেন, পুরুষদের সঙ্গে পাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিনী হন, তাঁহাদের শরীরে নানা প্রকার

---

* সিকাগো Sunday Tribune, Nov. 13, 1910.

† Pan-Hellenic ১৯১২'র ৩রা অক্টোবরে এরূপ hazingএর বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

অস্বাভাবিক লক্ষণ, যেমন গুম্ফ, দাড়ি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।* এরূপ "গুম্ফযুক্ত" co-edকে আমাদের ক্লাসে প্রায়ই দেখিতাম। মেয়েদের আবাসের যিনি তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য প্রত্যেক মেয়ে নিয়মমত কোনরূপ ব্যায়াম করিতেছে কি না তাহা দেখা। বিশ্ববিত্যালয়ে যখন কোন একটী মেয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য আসে, তাহাকে blank কার্ডে নিম্নলিখিত প্রশ্নসকলের উত্তর লিখিয়া ঐ কার্ডটী সঙ্গে লইয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হয়। যদি কাহারও শরীর মধ্যে কোন ব্যাধি থাকে তাহা হইলে স্বাস্থ্য অধ্যক্ষের উপদেশ মত সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া হয় :—

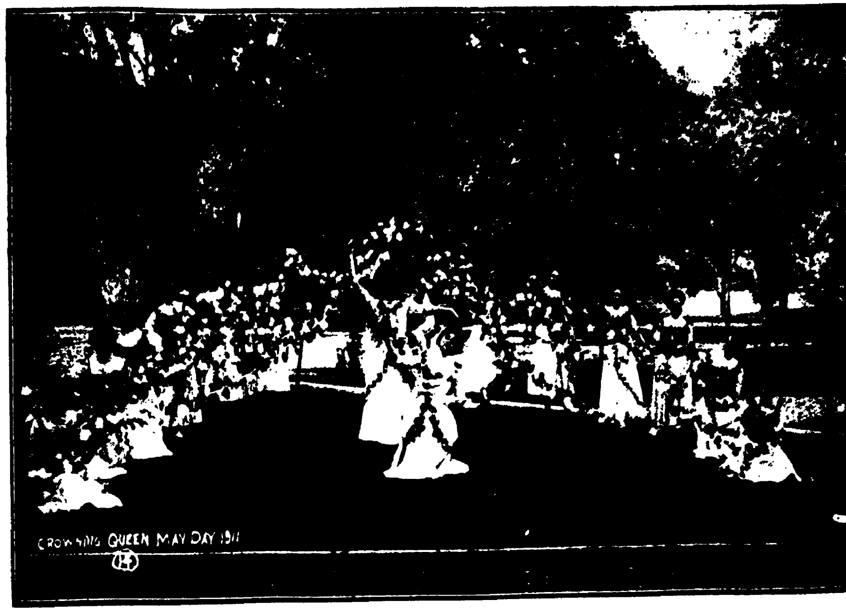
নং ———— নাম ————

জন্ম তারিখ ————

তোমার চেহারা তোমার পিতার মতন, না তোমার মাতার মতন, বা বংশের মধ্যে অন্য কাহার মতন?—তোমার পিতা জীবিত?—তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ?—তিনি মৃত?—কি অসুখে মারা যান?—তোমার মাতা জীবিত?—তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ?—তিনি মৃত?—কি অসুখে মারা যান?—তোমার ক'টী ভাই ও বোন?—কি ব্যারামে তাঁহাদের মৃত্যু হয়?—

তুমি সহরের মেয়ে?—না পল্লিগ্রামের?—কি কি পীড়ায় তুমি শয্যাশায়ী হইয়াছিলে?—তোমার ক্ষুধা হয়?—তোমার কি অজীর্ণ-রোগ আছে?—তোমার কি কোষ্ঠবদ্ধতা হয়?—তুমি নাক দিয়া সহজে নিঃশ্বাস ফেলিতে পার?—তোমার কি মাথা ধরে?—তোমার চক্ষুর বা কর্ণের কোন পীড়া আছে?—তুমি কখন মূর্চ্ছা গিয়াছিলে?—তুমি কি

* বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে সকল স্ত্রীলোক ডিম্বকোষবিহীন তাহাদের এইরূপ অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায়। তাহাদের ঋতু হইতে পারে, কিন্তু গর্ভাধান হইতে পারে না।



May Queenকে মুকুটান্বিত করা হইতেছে। (৩৩নং ছবি)



Folk dance নাচওয়ালী ৩৪নং ছ

ভালরূপ নিদ্রা যাও ? —কয় ঘণ্টা ?—কয় ঘণ্টা তুমি প্রত্যহ উন্মুক্ত বাতাসে কাটাও ?—তোমার শরীরের উপর কখন অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল ?—

কোন্ বয়সে তোমার প্রথম ঋতু হয় ?—নিম্নলিখিত ব্যায়ামের মধ্যে যেগুলি তুমি করিয়াছ, সেগুলির তলায় দাগ দাও :—টেনিস্, গলফ্, বাইসাইক্লিং, ঘোড়ায় চড়া, দৌড়ান, লাফান, কুস্তি করা, সাঁতার দেওয়া, দাড় টানা, স্কেটিং, বরফের উপর হকি খেলা, বেড়ান, শীকার করা, বাস্কেট বল।

May pole নাচ

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের co-edরা প্রত্যেক বৎসর May মাসে "May pole dance" করে। Senior মেয়েরা ক্যাপ ও গাউন পরিয়া ও অন্যান্য মেয়েরা fancy costume পরিয়া গান করিতে করিতে President এর বাড়ী হইয়া Illinois fieldএর দিকে অগ্রসর হয়। যে ছাত্রী "May Queen" হয়, সে pretty poses (বেশ ভঙ্গী)র সহিত মুকুটান্বিত হয়। (৩৩নং ছবি দেখুন) ইলিনয় fieldএ মস্ত বড় একটী pole (দণ্ড) পুতিয়া রাখা হয়। Folk dancers (৩৪ নং ছবি দেখুন), shepherdess dancers, nations costume dancers এই রকম ভিন্ন ভিন্ন মেয়েদের নাচের দল ঐ দণ্ডের নিকট সমবেত হয় ও নাচে। দণ্ডের চারিদিক হইতে ইলিনয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কমলা ও নীল রংএর পতাকা সব উড়ে। Senior co-edরা একে একে দণ্ডের চারিদিকে রঙ্গিন কাপড় ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করিয়া May pole উৎসব সাঙ্গ করে। (৩৫ নং ছবি দেখুন)

স্নান

আমেরিকার কোন কোন বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত না থাকাতে অনেক মহিলা প্রত্যহ স্নান করিতে পারেন না। কেহ কেহ মাসের মধ্যে

দুই তিন বার মাত্র স্নান করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম প্রথম ঐ সমস্ত মেয়েদের সহিত ক্লাসে বসিবার সময় তাহাদের শরীর হইতে কি রকম একটা দুর্গন্ধ পাইতাম। প্রত্যহ স্নান না করাতে এমন কি দেখিয়াছি যে কেহ কেহ নানা প্রকার চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হয়। তাঁহারা এমন সুন্দরী যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাও উঁহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য চর্ম্মের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে। যে সমস্ত বাড়ীতে স্নান করিবার বন্দোবস্ত নাই, সে সমস্ত বাড়ীর মহিলারা Public Bath Houseএ ২৫ সেণ্ট অর্থাৎ ৫০ পয়সা দিয়া একবার স্নান করিতে পারেন। তাহা সকলের অবস্থায় সম্ভবপর হয় না বলিয়া অনেকে নানারূপ অসুখে ভোগেন। যে সমস্ত বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত আছে, সে সমস্ত বাড়ীর মহিলারা বলিয়া থাকেন যে শীত প্রধান দেশে সূর্য্যের মুখ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সে জন্য চুল শুকাইবার অসুবিধা হয়, এই কারণ-বশতঃ তাঁহারাও প্রত্যহ স্নান করেন না। আজ কাল আমেরিকায় "electric hair drier" ঘরে ঘরে হওয়াতে যখন তখন চুল শুকাইবার সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে মহিলারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নান করিতেছেন।

"Beauty Parlour"

আমেরিকার অধিকাংশ মেয়েরাই পরচুলা পরিয়া থাকেন। শীত-প্রধান দেশে যে প্রকার তুষার পড়ে তাহাতে মাথায় টুপি অথবা কোন রূপ বনেট থাকা প্রয়োজন। আজ কাল আমেরিকার মেয়েদের যে রকম বড় বড় টুপির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ পরচুলা না পরিলে টুপির ভার বহা একটু শক্ত হয়। মহিলাদের মধ্যে মধ্যে নাপিতের বাড়ীতে যাইয়া পরচুলা কিনিয়া আনিতে হয়, চুল রং করাইতে হয়, চুল ছাঁটিতে হয়, পায়ের ও হাতের নখ কাটিতে হয় এবং পায়ের কড়া আরোগ্য করিতে হয়। ইহার ফি'র দরুণ কোন কোন



ইলিনয় Field-এ মে মাসে দণ্ডের চারিদিকে ছাত্রদের ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ ও গান ও "May Pole" উৎসব সম্পাদন। (৩৫নং ছবি)

সোসাইটী girlকে ২৫ ডলার অর্থাৎ ৭৫ টাকার কিছুই বেশী একেবারে দিতে হয়। নিউইয়র্কে Beauty Parlour নামে ঐ রকম বড় বড় নাপিতের দোকান আছে। সেখানে সর্ব্বশ্রেণীর মহিলারা, কেহ বা সপ্তাহে একবার করিয়া, কেহ বা মাসের মধ্যে একবার করিয়া নিজের বেণী ঠিক করিবার জন্য ও গাত্র ও বক্ষ হইতে চর্ম্ম রোগ ভাল করিবার জন্য যাইয়া থাকেন।

পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে অনেকে হয়ত অবাক হইতেছেন যে সামান্য চুল ছাঁটিতে ও চুল রং করিতে ৭৫৲ টাকার কিছু বেশী নাপিতকে দিতে হয়। আমি তবে ঐ Beauty Parlour কিরূপ তাহা একটু বলি। ওখানে দুই তিন জন পুরুষ নাপিত থাকে ও দুই তিন জন নাপতানীও থাকে। 'Beauty Parlour' যখন নাম, তখন এখানে মহিলা ভিন্ন পুরুষ চুল ছাঁটিবার জন্য ঢুকিতে পারেন না। তবুও কিন্তু পুরুষ নাপিত থাকে। সেখানে নাপিত নাপতানীদিগকে নানাবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক দৈনিক সংবাদ পত্র গ্রহণ করিতে হয়। সেগুলি সমস্ত টেবিলের উপর সাজান থাকে। তাস ও "পুল" খেলিবার সরঞ্জামও তথায় থাকে। মহিলাদের অপেক্ষা করিবার জন্য ২০।২৫ খানা চেয়ারও রাখা হয়। ঘরগুলি বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার দ্বারা সজ্জিত। মুখ ও চুল ধুইবার জন্য সেখানে গরম জল, সাবান প্রভৃতি পাওয়া যায়। ঘরের সমস্ত দেওয়ালগুলি বড় বড় আয়না দ্বারা সজ্জিত। যে নাপিতকে establishment স্বরূপ এতদূর সরঞ্জাম করিয়া রাখিতে হয়, তাঁহার পক্ষে ঐ সকল উচ্চ ফি আদায় না করিলে তিনি কিরূপে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিবেন?

যখন একবারে অনেক মহিলা প্রবেশ করেন এবং নাপিত ও নাপতানীগণ ইতিপূর্ব্বে যদি পাঁচ ছয়টী মহিলার চুল ছাঁটা বা তাহাদের অন্য কাজের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন মহিলাদিগকে অগত্যা

খবরের কাগজ পাঠে বা তাস খেলাতে বা বিলিয়ার্ড খেলাতে সেখানে সময় কাটাইতে হয়। নাপিত "next" বলিয়া ডাক ছাড়িলেই, তাঁহার পরে যিনি আসিয়াছেন, সেই মহিলাটী চুল ছাঁটিবার বা তাহার যে জন্য দরকার সেইজন্য প্রবেশ করেন। এখানে এই নিয়ম যে যিনি যেমন প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি পর পর চুল ছাঁটা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাইবেন।

পোষাক

"যাহাদের রূপ আছে তাঁহাদের বেশী অলঙ্কারের দরকার নাই।" একজন আমেরিকার মহিলা গল্পচ্ছলে এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। প্রকৃতই তাই, সে দেশের মহিলাগণ আমাদের হিন্দু রমনার মত অত অলঙ্কারপ্রিয়া নহেন, তবে তাঁহাদের পরিচ্ছদের খুব পারিপাট্য। যখন তাঁহারা কর্সেট আঁটিয়া, কোমরটী বোলতার ন্যায় সরু করিয়া, নাসিকা থাকিতে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলেন, লম্বা স্কার্ট পরিয়া খস্ খস্ ও মস্ মস্ শব্দে তদুপরি উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতা পরিয়া হাঁটেন, এবং আরও যখন রংকরা পরচুলার উপর ছাতার মত বড় টুপি পরেন, সে দৃশ্য দেখিয়া কোন বলবান পুরুষও nervous না হইয়া থাকিতে পারেন না। কর্সেট পরাতে পৃষ্ঠদেশ ও কোমরে চাপ পড়িয়া দাগের সৃষ্টি হয় ও তদ্দ্বারা চর্ম্মের শোভা নষ্ট হয়। আমার Crowley বক্তৃতার পর একটী মহিলা আমাকে একটী প্রশ্ন করেন, "এ কথা কি সত্য মিঃ সিংহ, যে আপনার দেশের মেয়েরা কর্সেট ব্যবহার করেন না? এবং তাহাই যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তাহাদের নারীর মতন গঠনই হয় না।" উহাদের ধারণা যে কর্সেট না পরিলে feminine shape হয় না। কিন্তু কর্সেট পরা মেয়েগুলি দিন দিন বড় আকারের বোলতার মতন দেখিতে হইতেছে, যখন কর্সেট পরে তখন কোমরটা প্রায় ১৬ ইঞ্চি

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের গলা যত ইঞ্চি তত সরু হয়। Feminine shape উহাদেরই বরং লোপ হইতেছে। যাহাতে মার্কিন মহিলারা কর্সেট ত্যাগ করেন সে বিষয় খুব আন্দোলন চলিতেছে। আমেরিকার Physical Culture নামক মাসিক পত্রে লেখা আছে, "যদি তুমি বিবাহ করিতে চাও, কখনই কর্সেট পরা মেয়ের পাণিগ্রহণ করিও না। নিশ্চয় জানিও তিনি কখন ভবিষ্যতে ভাল 'মা' হইতে পারিবেন না।"*

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বড় বড় টুপির বোঝা মাথায় বহিবার জন্য এ দেশের মেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে পরচুলা ব্যবহার করেন। টুপিগুলির আশে পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ পাখীর পালক, কোন টুপির উপর বহু imitation ফুল, পাতা, প্রভৃতি থাকে, দেখিলে যেন মনে হয় একটা ছোট রকমের বাগানকে টুপির উপর চড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। এরূপ বড় বড় টুপি মাথায় দিয়া মেয়েরা যখন গির্জ্জাতে বা ম্যাচ খেলা দেখিতে যান, তখন তাহাদের পশ্চাতে বসিলে টুপির দরুন ministerএর মুখ বা খেলা ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন সামনের মহিলাটীকে অনুরোধ করা হয়,—"আপনার মাথার টুপিটা অনুগ্রহপূর্ব্বক খুলিয়া রাখিবেন কি?" ভদ্রমেয়ে হইলে ঐরূপ অনুরোধ করিলেই টুপি খুলিয়া রাখেন। ঐ সকল টুপি পরিতে হইলে ২।৩ টা বড় বড় ঝাঁটার কাটির মতন পিন দিয়া মাথার চুলের মধ্যে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া আটকাইয়া রাখিতে হয়। এরূপ ভারি টুপিতে মস্তিষ্কের কি ক্ষতি হয় না?

মার্কিন মহিলারা নাচের সময় কি socialএ অর্দ্ধেক বুক ও পিঠ খোলা, বগলের কাছ অবধি মাত্র পৌঁছায় অর্থাৎ পুরো হাতা নহে, এরূপ না জ্যাকেট না ব্লাউশ্ † পরেন। সেই সঙ্গে summer fashion স্বরূপ ধেড়ে বয়সেও ছোট skirt যাহা পরেন তাহাও decent

* Physical Culture, March, 1911.

† ইহাকে "নিউমোনিয়া" ব্লাউশ বলে।

নহে ; কেহ কেহ hobble skirt পরেন, তাহাও রুচিবিরুদ্ধ, এই skirt পরিলে নিজের ইচ্ছামত পা ফাঁক করিয়া চলা ফেরা যায় না, সুতরাং দ্রুত চলা ঘটে না। মার্কিন স্বামীদের স্ত্রীদের পোষাকের পিছু যেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহাতে তাঁহাদিগকে সময় সময় আত্মহত্যা করিয়া মরিতে হয়।

কোন কোন মেয়েরা পুরুষের মতন পোষাক পরে। তাহারা skirt তুলিয়া দিয়া trousers পরে। সিকাগোতে ১৩ হইতে ১৭ বৎসরের মেয়েরা "Want-to-be-boys" club স্থাপন করে। তাহারা টাই, কলার, সার্ট পরে, skirt না পরিয়া trousers পরে। যাহারা যাহারা এইরূপ পরিবে তাহারাই কেবল ঐ "Want-to-be-boys" clubএর সভ্য হইতে পারিবে। ঐরূপ পোষাক পরিয়া "leap-frog", গুলি খেলা ও নাচ প্রভৃতি করে। তাহাদের মা'রা বলেন যে তাহাদের মেয়েরা ঐরূপ skirt ছাড়িয়া trouser পরাতে ধোবার বিল মাসে কম হইতেছে।*

পার্কে মেয়েদিগকে বক্তৃতায় বলিতে শুনিয়াছি, "আমরা skirt পরা ছাড়িব, পেটিকোট দূর করিয়া দিব।" তাঁহারা "mannish girl" হইতে চান। এই সব দেখিয়া একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, "মার্কিন মহিলারা পুরুষের মতন গল্প করেন, পুরুষের মতন হাঁটেন, পুরুষের মতন পোষাক পরেন, আমেরিকাতে শীঘ্রই হউক বা কিছু দিন পরেই হউক Woman President হবে।"

সাধারণ মহিলাদের বিবাহ

মার্কিনদের চলিত কথায় ষোড়শী বালিকাকে "Sweet sixteen" বলে। কোন কোন যুবক বলিয়া থাকেন ঐ বয়সের মেয়ের পাণিগ্রহণ

* সিকাগো Sunday Tribune, Oct 30, 1910.

করা উচিত। কারণ অধিক বয়সের মেয়েরা সহজে বিবাহে মত প্রকাশ করেন না, সুদীর্ঘ কোর্টসিপের প্রয়োজন হয়। মার্কিন মাতাগণও আজকাল বেশী বড় করিয়া মেয়েদের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদের মেয়েরা যাহাতে চিরকুমারী না থাকিয়া maternity অর্থাৎ মাতৃত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে সেইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়াছেন।

বিবাহ কোর্টসিপ করিয়া হয়। এক একটী মেয়ের অনেকগুলি করিয়া suitors (প্রণয়াকাঙ্ক্ষী) থাকে। কোন একটী প্রণয়াকাঙ্ক্ষী আসিলে হয়ত তাহাকে লইয়া পার্কে বেড়াইতে বা ice-cream খাওয়াইতে লইয়া যাইবে। পার্কের বেঞ্চিতে বসিয়া যত প্রেমের কথা পাড়িবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে hug (আলিঙ্গন) করিবে ও spoon (চুম্বন)ও করিবে। এতদূর অগ্রসর হওয়ার পরও ঐ সব tasted girlদের মধ্যে সকলের বিবাহ হয় না। আমার একটী মহিলা বন্ধুর ৮টী প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল, কিন্তু এ যাবৎ তাহার বিবাহ হয় নাই। আমি একবার গল্পচ্ছলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, "আমি দেশে ফিরিয়া যাঁহাকে ভার্য্যাস্বরূপ লইব, তিনি কথনই তোমার মতন unchaperoned হইয়া কোথায়ও যান নাই, তিনি কথন এরূপ যুবকবৃন্দের নিকট হইতে চুম্বনের প্রার্থীও হন নাই। তিনি কোন যুবকের প্রতি কামের ভাব দেখান নাই, অর্থাৎ তিনি একেবারে খাঁটি থাকিবেন। আমাদের দেশে chastity অর্থাৎ সতীত্ব মানে এইরূপ বোঝায়। তোমাদের দেশে কিন্তু ভিন্ন।"

'অটো' অর্থাৎ মটোর গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে যাইবার সময় দুই বন্ধু আসিলে কুমারী মেয়ে তখন একটু সমস্যায় পড়েন। অর্থাৎ 'অটোতে' কাহাকে তিনি পাশে লইয়া বসিয়া প্রেমালাপ করিবেন, আর কাহাকেই বা তিনি নিজ চালকের কাজ করিতে বলিবেন। তাহা

নির্দ্ধারিত করা হয় এরূপ ভাবে—কুমারী মেয়ে দুইটী কাটি হাতে লন, তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া লন যে এ কাটি টানিবে সে তাঁহার পাশে বসিয়া যাইবে, আর অপর কাটি যে টানিবে সে মোটরের চালক হইবে।

এরূপ স্বাধীনভাবে বেড়াইয়া কোর্টসিপ করা সত্ত্বেও মার্কিন মহিলাদের মধ্যে বেশী divorce ঘটে। তাহার কারণ Rev. ক্লার্ক দেখাইয়াছেন যে মেয়ের বর মনোনয়ন ব্যাপারে পূর্ব্বে পিতামাতার হাত থাকিত। আজকাল মেয়েরা বাপ মা'র পছন্দ মত যুবককে বিবাহ করে না ও সেই জন্য দাম্পত্য জীবনে অসুখী হয়। মেয়েদের এ সম্বন্ধে যদি কম স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে এত divorce হয় না। *

মার্কিন মেয়েদের বিবাহ হওয়ার পর বর কনে যে গাড়ীতে করিয়া যায় তাহার পশ্চাত দিকে পুরাতন জুতা, ঘোড়ার পায়ের নাল টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। উঁহারা বলেন যে ঐগুলি মঙ্গলের চিহ্ন। বিবাহের পর নবীন দম্পতি কোথাও না কোথাও কিছু দিনের জন্য honeymoon করিতে যায়। একবার এক নবীন দম্পতি honeymoon করিবার জন্য নিজেদের ট্রাঙ্ক লইয়া ট্রেনে রওনা হন। ট্রাঙ্কটীকে luggage গাড়ীতে দিয়া নিশ্চিন্ত হন। তারপর যখন নিজেদের গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন প্রেমে এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে নিজেদের ট্রাঙ্কটীকে platformএ ফেলিয়া অপরের ট্রাঙ্কটীকে ভুলে 'চেক' করিয়া লইয়া যান। Honeymoon করিতে বাহির হইলে প্রেমে অন্ধ হন। ঐ অদ্ভুত সংবাদের বিজ্ঞাপন মার্কিন কাগজে বাহির হইয়াছিল, তাহা নিম্নে দিলাম :—

"Wrong trunk on Honeymoon : From the Kansas City Star. To the newly married couple, somewhere in

* Boston Globe, Feb. 28, 1920.

Kansas city, whose names are Clifford and Addie, it may be welcome news that the brand new trunk which they packed for their honeymoon at Macomb, Illinois has arrived and is waiting for them at the Union Depot.

The story is told by three cheese cloth banners tacked to the trunk, on one of which are the following inscriptions :

When the happy words were spoken
Their hearts were light and gay ;
They left their trunk on platform
And checked the wrong one away.
—From your friends in Coon Holler."

সম্মান

নারীজাতি কিরূপ সম্মান পাইয়া থাকে, তাহা যদি পাঠক পাঠিকা দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে আমেরিকায় তাহা দেখিতে পাইবেন। সভাতে, ক্লাবে সকল স্থানে মহিলাদিগকে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান দেওয়া হয়। রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় যদি গাড়ীতে স্থান না থাকে তবে কোন-না-কোন পুরুষ স্বীয় স্থান তৎক্ষণাৎ রমণীর জন্য ছাড়িয়া স্বয়ং দাঁড়াইয়া যাইবেন। দোকানে কোনো দ্রব্য ক্রয় করিতে গেলে পুরুষের পরে যে মহিলা কিছু কিনিবার জন্য আসেন, তাঁহাকে আগে কিনিতে দিয়া পুরুষ পরে কিনিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন। রমণীর সহিত একত্র বেড়াইতে বাহির হইলে, জনতাতে রমণীকে আগে হাঁটাইয়া পুরুষ তাঁহার বাঁ ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকেন। পথে হাঁটিতে হাঁটিতে রমণীর জানাশুনা বেটাছেলে বন্ধুদের সহিত দেখা হইলে, রমণী smile অর্থাৎ মুচ্‌কে হাসিলেই তাঁহাদিগকে টুপি তুলিয়া

সম্মান দেখাইতে হয়। (Smile না করিলে পুরুষের মহিলাকে দেখিয়া টুপি তোলা বা কোনরূপ অভিনন্দন করা এটিকেটের বিরুদ্ধ।) মহিলাদের সামনে ধূম পান করা নিষেধ। তবে আজকাল Society girlরা ধূম পান করে বলিয়া এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। দুরন্ত শীতে গির্জ্জাতে ঢুকিয়া যখন মহিলারা ভারী ওভার কোট খুলিয়া বসেন, তখন পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিরা সেই ওভার কোট তাঁহাদের গায়ে পরাইয়া দিবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন। টাইটানিক্ জাহাজ যখন আ্যাটলান্টিক্ মহাসাগরে ডুবিয়া যায়, তখন জীবন রক্ষার্থ নৌকা করিয়া আরোহীদিগকে বাঁচাইবার জন্য এই নিয়ম ঘোষণা করা হয়:—"প্রথমে শিশু সন্তানেরা, তাহার পর মহিলারা, তাহার পর পুরুষরা, ক্রমে ক্রমে জীবন রক্ষার নৌকাতে উঠিবেন।" আসন্ন বিপদ কালেও সেখানে রমণীকুল সম্মান পাইয়া থাকেন।

দশম পরিচ্ছেদ

আমেরিকাতে স্বাবলম্বন (আমেরিকাতে স্বাবলম্বী হইয়া মানুষ হওয়া যায় কি না ?)

যুক্তরাজ্যে ভিক্ষুকদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। যুক্তরাজ্য পরিশ্রমী নর ও নারীদের জন্য, অলস ব্যক্তিদিগের জন্য নহে, এখানে কেবল খাট আর টাকা কর। অধিকাংশ ভারতীয় সামান্য কয়েক শত টাকা লইয়া আসিয়া মানুষ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের কাহিনী এ পরিচ্ছেদে দিতেছি না। তবে কি কি উপায়ে এখানে ছাত্রাবস্থায় বা ছাত্র না হইয়াও—চাকরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যায় তাহাই বলিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা ভর্ত্তি হন তাঁহারা যদি অধ্যাপকদিগের সুনয়নে পড়েন ত অনেক রকম সোজা, শক্ত, হালকা কাজ পাইতে পারেন। আমি ক্যানেডাতে থাকিতে Field Husbandry Departmentএ দুইবার গ্রীষ্মে ৫ মাস করিয়া চাকরী করি। আর এক গ্রীষ্মকালে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Plant Breeding বিভাগের Field Assistant স্বরূপ নিযুক্ত হই। এইরূপ কাজে আমার যথেষ্ট শেখাও হইত, টাকা উপায়ও হইত। একটী বাঙ্গালী ছাত্র স্নানের ঘর ও lavatory অর্থাৎ পায়খানা পরিষ্কারের কাজ করাতে একটী ক্লাবেতে অমনি থাকিবার জন্য ঘর পাইয়াছিলেন। আর একটী ভারতীয় ছাত্র একটী family houseএ শীতের রাত্রে ঘর গরম করিবার জন্য furnace attend করিতেন, অর্থাৎ রাত্রে দুইবার করিয়া কয়লা দিতেন, তাহার দরুণ তিনি ঐ family houseএ অমনি থাকিতে পাইতেন। গ্রীষ্মে কোন অধ্যাপক বাড়ী ছাড়িয়া হাওয়া বদলাইতে যাইলে একটী চীন দেশীয় ছাত্র ঐ গ্রীষ্মের

তিন মাসের জন্য তাঁহার বাড়ী পাহারা দিবার জন্য থাকিতে পান, ঐ তিন মাসের ঘর ভাড়া ছাত্রকে দিতে হয় না। বোর্ডিং হাউসে বা ক্লাবে দিনে তিনবার করিয়া waiterএর কাজ অর্থাৎ সুধু পরিবেশন করিলে তাঁহাকে খাওয়ার খরচ দিতে হয় না। অধ্যাপকের বাড়ীতে জাপানী ছাত্রেরাই রাঁধিবার কাজ করেন। ইঁহারা এক চেটিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার দরুণ বেশ বেতন পান। ঐ সকল কাজ যে ছাত্রেরা করেন তাঁহারা কলেজের ক্লাস 'cut' করিয়া যে করেন তাহা নহে। খাইবার সময় ত কলেজ হয় না। কলেজে লেক্‌চার attend করা হইলেই যিনি waiter তিনি তখনি পরিবেশন করিতে আসেন। কোন কোন জাপানীছাত্র "wash-disah" অর্থাৎ এঁটো বাসন ধোয়ার কাজে টাকা উপায় করেন।

Chemistry Departmentএ test tube, funnel প্রভৃতি ধোয়া ও laboratory ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ কোন কোন ছাত্র শনিবারে করিয়া করেন। যে কয় ঘণ্টা কাজ করেন তাহার দরুণ মজুরি পান। Botany Departmentএর গাছ পালা সংগ্রহ করিয়া দিলে ও mount করিয়া দিলে, Entomology Departmentএ পোকা মাকড় pin করিয়া রাখিলে, Libraryতে বই ও তাক ঝাড়া পোঁছার কাজ করিলে ঘণ্টা হিসাবে মজুরী পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের ছুটীতে অধ্যাপকের বই বা অন্য কোন পুস্তক বিক্রির canvassing করিয়া বেড়াইলে ছাত্রেরা আরো এক বৎসরের পড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাইবার মতন টাকা উপায় করিয়া থাকে। একজন ভারতীয় ছাত্র এরূপ করিয়া টাকা উপায় করিয়াছেন।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পাঠ্যাবস্থায় কি প্রকারে টাকা উপায় করে তাহা লইয়া একবার তদন্ত করা হয়। সেই রিপোর্টের মর্ম্ম নিম্নে দিলাম :—"বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ ভাগের এক ভাগ ছাত্র কাজ

করিয়া বিশ্ববিত্মালয়ের সমস্ত বা আংশিক পড়ার খরচ চালায়। বোর্ডিং ক্লাবে commissary, waiter বা dish-washerএর চাকরী খুব বেশী, ৩০০'র বেশী ছাত্র এই সব কাজে নিযুক্ত, তাহার দ্বারা তাহাদের খাওয়ার খরচের বিল শোধ যায়। ১৫০ ছাত্র শীতের রাত্রে furance attend করিয়া নিজেদের কতক খরচ চালায়। আরো অনেকে ঘণ্টা হিসাবে বিশ্ববিত্মালয়ের farmএ বা আফিসে বা gymnasiumএ শনিবার ও সুবিধামত বৈকালে কাজ করিয়া টাকা উপায় করে। ২৫টী ছাত্র ধোপার বিলের টাকা বাড়ী বাড়ী গিয়া আদায় করিয়া আনিয়া ধোপাকে দেওয়াতে বেতন পায়। একটী ছাত্র laundry agent হইয়াছিল। কলেজের সমস্ত খরচ দিয়াও তাহার হাতে ৬০০৲ টাকা মজুত ছিল। কতক ছাত্রের typewriter আছে। তাহারা Thesis typewrite করিয়া যথেষ্ট টাকা উপায় করে। অনেক Engineering ও রসায়ণ ছাত্র laboratoryতে দৈনিক কাজে টাকা উপায় করে।

"সহরের লোকেরা needy ছাত্রদিগকে আগে কাজ দেন। ৫টী ব্যাঙ্কে ছাত্রেরা রাত্রে প্রহরীর কাজে নিযুক্ত, ৪টী দোকানে ছাত্রেরা কেরাণীর কাজে নিযুক্ত, এবং বাড়ীতে ছাত্রেরা janitorএর কাজ পায়।"

যে সব ভারতীয়েরা ছাত্র নহেন তাঁহারা কি প্রকারে টাকা উপায় করেন, তাঁহাদের কথা বলি। সিকাগোতে থিয়েটারে একজন actorএর কাজ করিয়া টাকা উপায় করেন। চার দোকান অর্থাৎ ছোট রকমের restaurant খুলিয়া, মাথায় পাগড়ী লাগাইয়া ভারতীয়েরা চা তৈয়ারী ও পরিবেশন করিয়া টাকা উপায় করেন। কেহ বা গির্জ্জাতে বক্তৃতা দিয়া টাকা উপায় করেন। কেহ বা palmist অর্থাৎ গণৎকারস্বরূপ টাকা উপায় করেন। কেহ বা Opera Houseএ বা জাহাজের উপর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক ঘণ্টা public lecture দিয়া বেশ মোটা টাকা উপায় করেন তাহা আমি আমার জীবন হইতে পরে বলিব।

যাঁহারা ঐসব কাজ করেন তাঁহাদিগকে কেহ ঘৃণার চক্ষে দেখেন না। তাঁহাদের যেমন সম্মান, আদর আর যাঁহারা self-supporting (স্বাবলম্বন) নহেন তাঁহাদের ও তেমনি সম্মান ও আদর। কর্ণেল ওয়েরিংএর নাম শুনিয়াছেন, তিনি নিউইয়র্ক সহরের রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করিতেন। আমেরিকার এক millionaire (ক্রোরপতি) তাঁহার ক্রোরপতি হইবার পূর্ব্বে তিনি রেলরাস্তায় লোহা পিটাইতেন। আমেরিকাতে গুণের আদর ও পরিশ্রমী ব্যক্তির আদর যথেষ্ট। যে সব ভারতীয় ঐ ভাবে জীবন কাটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই usefully employed। কে না বলিতে পারে যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ ভবিষ্যতে ক্রোরপতি বা "From log cabin to White-house"এর মতন বড় সম্মানিত লোক না হইতে পারেন?

আমার এই পরিচ্ছেদ পাঠে অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন, "তবে আমেরিকায় যাই, সেখানে গিয়ে টাকা করি ও বিদ্যা শিখি।" আমি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে আমেরিকাতে ভারতীয়দের কাজ পাওয়া বড় সোজা নহে, যেহেতু আমাদের রং কালো, তবুও যে ভারতীয়েরা পান সেটা তাঁহাদের "special skill" আছে বলে। পাঠক পাঠিকা, যদি আপনাদের special skill থাকে তবে "পাড়ি" দেন। নতুবা আমার এই পুস্তক পড়িয়া ক্ষান্ত হউন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মার্কিন পারিবারিক জীবন*

বিবাহ হইলেই স্বামী স্ত্রীর এক সঙ্গে থাকাই প্রথা। যাঁহার যেমন অবস্থা তিনি সেইরূপ বাড়ী বা flat বা private houseএ বাস করেন। বিবাহের পরই যে একঘর ছেলে হয়ে পড়ুক, ও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করা হউক এরূপ তাঁহারা কামনা করেন না। যে কয়টীকে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে মানুষ করিতে পারিবেন তাহার বেশী ছেলের কামনা তাঁহারা করেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে সংযমী হইতে হয়। যখন পুত্র হয় তখন তাঁহারা এ আশা করেন না যে ঐ ছেলে বৃদ্ধ বয়সে বাপ মা'কে খাওয়াইবে পরাইবে। মার্কিন পিতামাতা বৃদ্ধ বয়স অবধি খাটেন, তাঁহারা ছেলের রোজগারের মুখাপেক্ষা হইয়া থাকেন না। যে পরিবারে মেয়ে জন্মে সে পরিবারের খুবই আনন্দ। কারণ তাঁহারা ভাবেন যে ঐ মেয়ের বিবাহ ভবিষ্যতে দিলে, তাঁহাদের আর একটী সন্তান (অর্থাৎ ভাবী জামাতা) হইবে। তাঁহারা জামাইকে সন্তানের চক্ষে দেখেন।

কোন কোন মার্কিন মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হইবামাত্র যতদিন না সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ততদিন তিনি যে ঘরে বেশীক্ষণ থাকেন সেই ঘরটীকে বিশেষ-ভাবে সাজাইয়া রাখেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ঘরটী যদি বক্তার ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সে গর্ভের পুত্র বড় বক্তা হইবে, যদি প্রচারকের ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান একজন ধর্ম্মপ্রচারক হইবে, যদি সুন্দরী বালিকার ছবিতে সজ্জিত থাকে তবে সেই গর্ভে সুন্দরী বালিকার জন্ম হইবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তখনি তাহাকে ওজন করা

---

* এই পরিচ্ছেদের কতক কতক লেখা ১৯১৬'র ফেব্রুয়ারি মাসের বামাবোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হয়। সে দেশের মাতারা সতত চেষ্টা করেন ও এমন ভাবে জীবন যাপন করেন যাহাতে বলিষ্ঠ শিশু প্রসব করিতে পারেন।

কোন কোন মার্কিন মহিলা স্বামী অপেক্ষা বেশী মিতব্যয়ী। একবার এক স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে বলেন, "তুমি মিসেস্ অমুকের মতন পোষাক পরিতে পার না?" তদুত্তরে স্ত্রী বলিলেন, "আমাদের টাকায় কুলিয়ে উঠে না।" হোটেলের waitressদের বলিতে শুনিয়াছি যে dinner পুরুষের কাছে সস্তা মনে হয় তাহা নারীর নিকট মহার্ঘ। মহিলারা অনেক সময় নিজের ও ছেলেমেয়েদের কাপড় প্রভৃতি বাড়ীতে কাচেন, বাড়ীগুলিতে বৈদ্যুতিক connection থাকাতে উহার দ্বারা স্বামীর suit, ছেলে-মেয়েদের পরিচ্ছদ প্রভৃতি ইস্ত্রি করেন।

কোন কোন মহিলা আলস্যপ্রিয়া। তাঁহারা স্বামীকে হুকুম করেন, "প্রিয়তম, তুমি আমার শালটা এনে দেবে?" স্বামী তৎক্ষণাৎ আনিয়াও দেন। এরূপ দেখিয়াছি যে স্বামী সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলেন, তথায় স্ত্রী কিন্তু ভাল চেয়ারে বসিয়া যাহা হয় একটা কিছু করিতেছেন, তিনি স্বামীর জন্য ভাল চেয়ার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার dressing-gown, জুতা প্রভৃতি আনিবার জন্য উঠেন না। বেচারা কর্ম্মক্লান্ত স্বামীকে নিজে নিজেই একখানি চেয়ার খুঁজিয়া লইয়া বসিতে হয়।*

মার্কিন স্বামী স্ত্রীর সহিত একত্র luncheon খুব কমই খান। কারণ lunch খাইবার সময় ১২টা হইতে ১টা অবধি। তখন স্বামী দূরবর্ত্তী আফিসে থাকেন, আর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া খাওয়া হয় না, নিকটবর্ত্তী restaurant বা হোটেলে lunch খাইতে হয়। অন্যান্য আহারের সময় একত্র খাওয়া চলে। তখন ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়া ইঁহারা খান না।

* মার্কিন স্বামী স্ত্রীর পায়ে জুতাও পরাইয়া দেন, তাহা আলস্যবশতঃ বলিতে পারি না, তবে তাঁহাদের প্রথা ও স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া মনে হয়।

যে দিন dinnerএ অতিথি নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন, সে দিন কি করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবেন সে জন্য বাড়ীর লোকেরা মহাব্যস্ত হন না। কারণ বাড়ীর সব জিনিসই অনবরত গোছান থাকে। তবে অতিথি আসিবে বলিয়া খাবারের menuটা না হয় পরিবর্ত্তন হইতে পারে। অতিথি আসিলে তাঁহাকে বাড়ীর প্রত্যেকের সহিত আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। খাইবার সময় সকলে তাঁহাকে চারিদিক ঘিরিয়া খাইতে বসেন। প্রত্যেক dish অগ্রে তাঁহাকে পরিবেশন করা হয়, তাহার পর বাড়ীর লোকেদের। Plateএর পর plate আসিবার পূর্ব্বে যদি একটু আধটু এঁটো টেবিলের কাপড়ে পড়ে waitress ছোট ব্রাস দিয়া ঝাড়িয়া লইয়া যায়। অতিথি চুপচাপ করিয়া খান না। খাবার সময় নানাবিধ গল্পে টেবিলটা সরগরম হইয়া উঠে। যদি ২।১টী মেয়ে থাকে তবে হাসির গল্পত খুবই হবে। যিনি যত বেশী মেয়ে মহলে হাসির কথা বলিতে পারিবেন তাঁহার তত মেয়ে মহলে আধিপত্য হইবে। নিতান্ত মেনি-মুখো মুখ-চোরা বেটাছেলেকে মার্কিন মেয়েরা পছন্দ করেন না। আহারের পর মেয়েরা অতিথিকে piano'র ঘরে লইয়া গিয়া গান শুনাইবেন। Album লইয়া ছবি দেখাইবেন ও সেই সঙ্গে অতিথি মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে বলিতে হইবে, "এ কার্ডটা বেশ সুন্দর"। ছবি দেখান হইলে পর পরিবারের মেয়েরা জিজ্ঞাসা করিবেন, "আমাদের সংগ্রহ সম্বন্ধে কিরূপ মনে করেন?" তাহার উত্তরে অতিথিকে অবশ্য বলিতে হয় যে খুব ভালরূপ সংগ্রহ হইয়াছে। বেশীক্ষণ ধরিয়া থাকিলে বাটীর কোন বেটাছেলে আসিয়া অতিথিকে জিজ্ঞাসা করেন, "Do you want to wash, Mr.—?" (আপনার কি বাহ্য প্রস্রাব ফিরিবার দরকার আছে?") দরকার থাকিলে, "হ্যাঁ, আমাকে মাপ করুন বলিয়া" গল্প স্থান হইতে উঠিতে হয়। কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যদি হাঁচি পায় তাহালেও "excuse"

অর্থাৎ মাপ করুন বলিতে হইবে। যদি গয়ের ফেলিবার দরকার হয় আর যদি spittoon (পিকদানী) নিকটে না থাকে তবে নিজ রুমালে গয়েরকে বহিয়া বাড়ীতে আনিতে হয়।

অতিথির বিদায় লইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে তাঁহাকে বলিতে হয়, "এইবার আমি যাব" তখন কর্ত্তা, গিন্নি, ছেলেরা, মেয়েরা সকলে সদর দরজা অবধি এগিয়ে আসেন, মার্কিন প্রথা অনুযায়ী অগ্রে গিন্নির সহিত করমর্দ্দন, তাহার পর মেয়েদের, তাহার পর পুরুষদের সহিত করমর্দ্দন করিয়া "গুড্ বাই" বলিতে হয়। বাড়ীর গিন্নি তখন বলেন, "call again" (আপনি ফের আসিবেন)।

ভাঁড়ারের জিনিষ ফুরাইয়া গেলে বাড়ীর গিন্নি মুদীকে টেলিফোঁ করেন। তাঁহাকে আর লোক পাঠাইয়া ভাঁড়ারের সরঞ্জাম আনাইতে হয় না। অল্পক্ষণ পরেই মুদীর লোক গাড়ী করিয়া জিনিষ পৌঁছাইয়া দেয়। যদি কোন দিন রুটীর বেশী দরকার হয় অমনি bakerকে টেলিফোঁ করিয়া জানান। যদি স্বামীর কলার ধোপার বাড়ী দিবার দরকার হয়, অমনি ধোপাকে telephone করিয়া বলেন, "অনুগ্রহ-পূর্ব্বক—এত নম্বর বাড়ী হইতে আমার কাপড় লইবার জন্য আপনার গাড়ীকে থামাইতে বলিবেন।" ধোপা তৎক্ষণাৎ কাগজে ঠিকানা লিখিয়া রাখে। দেখুন টেলিফোঁর বলে মার্কিন গিন্নি যখন যেটা চান তাহা পান।

পল্লীগ্রামে শীতের রাত্রে যখন পরিবারের ছেলে মেয়ে, স্বামী স্ত্রী সকলে আগুণের চারিদিকে ঘিরিয়া বসেন তখন তাঁহাদিগকে ও অগ্নি-কুণ্ডকে বেশ দেখায়। ধূ ধূ করিয়া কাঠ পুড়িতেছে, কখন অগ্নিশিখা কমিয়া আসিতেছে, কখন বৃদ্ধি পাইতেছে। একেত রং সুন্দর, তাহাতে আগুণের উত্তাপ লাগিয়া আরো লাল হইয়া উঠে। যখন ৫-জনে একত্র হয় তখন মেয়েদের গলাটা বেশী উঠে। তাই Emerson বলিয়াছিলেন,

"A gentleman makes no noise ; a lady is serene" (পুরুষে গোলমাল করেন না, নারীই করেন)।

ছেলে মেয়েরা ঘুমাইতে যাইবার পূর্ব্বে বাপ মাকে চুম্বন করিয়া "Good night" বলিয়া ঘুমাইতে যায়। বয়স্ক ছেলে কার্য্যস্থলে যাইবে তখনও মা বাবার মুখে চুমু দিয়া যাইবে। যদি পুত্রবধূও সঙ্গে যায়, তবে তিনিও শ্বশুরের মুখ চুম্বন করিয়া যাইবেন। মার্কিন পরিবারে চুম্বনের ধুম খুবই বেশী।

কোন কোন পরিবারের ছেলে মেয়েরা বেশ পবিত্র ও সুরুচিসম্পন্ন। তাহাদের দেখিলেই মনে হয় তাহারা সদ্বংশ-জাত। আমি এইরূপ একটী পরিবারে বিশেষরূপে পরিচিত হই। সেই পরিবারের একটী গ্রাজুয়েট মেয়ের সহিত আমার আলাপও হয়। এক দিন dinnerএর পর তিনি, তাঁহার বাপ, মা ও আমি বৈঠকখানা ঘরে গল্প করিতেছিলাম, সে দিন আমাদের দেশের নৈতিকতা সম্বন্ধে বলিতে বলিতে 'prostitute' এই কথাটী আমার sentenceএ ছিল, তৎক্ষণাৎ উঁহাদের মেয়ে (যিনি গ্রাজুয়েট্) ঐ কথাটী না বুঝিতে পারিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "prostitute মানে কি ?" মাতা মেয়ের কথার কোনরূপ উত্তর না দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। আমি অবাক হইলাম যে ঐ মেয়েটী যদিও গ্রাজুয়েট তবুও prostitute কথা কখন কোন দিনের তরে ইহার পূর্ব্বে শোনেন নাই। ঐ পরিবারে আমার প্রায়ই রবিবারে dinnerএ নিমন্ত্রণ হইত। একবার Easter দিনে আমি ঐ মেয়েটীর নামে এক খানি Easter কার্ড পাঠাই, এবং ইহাই আমার তাঁহার নিকট প্রথম পত্র। মেয়েটীর মা তাহার হইয়া আমাকে উত্তর দিলেন। তিনি লিখিলেন, "আপনি যে—কে সুন্দর কার্ড পাঠাইয়াছেন সেজন্য ধন্যবাদ...।" মেয়েটী নিজে উত্তর না দিয়া তাহার মা'র উত্তর দেওয়ার তাৎপর্য্য কি তাহা পাঠক পাঠিকাকে খুলিয়া বলিতে হইবে না।

তাহার পর ও যতদিন আমি সহরে ছিলাম, প্রায়ই তাহাদের বাড়ীতে যাইতাম।

একবার একটী ministerএর পরিবারে বাস করিতাম। একদিন আমার বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০টা বাজিল। তখনও বাড়ীর নীচে হইতে দোতালায় উঠিবার সিঁড়িতে আলো জ্বলিতেছিল। আমি সিঁড়ির কাঁচের দরজার নিকট আসিয়া ঘণ্টা বাজাইলাম। উপর হইতে Mrs. Poe, ministerএর পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন কে দরজায় ঘণ্টা বাজাইলেন। যখন তিনি জানিলেন যে আমি, তখন তিনি electric switch ঘুরাইয়া সিঁড়িটাকে অন্ধকার করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন আর বলিলেন, "আমি জুতা খুলে নেমে এসেছি, আমি উপরে পৌছালে, তাহার পর সিঁড়ির দরজার কাছের switch ঘুরাইয়া দিবেন, তখন আলো পাবেন।" পাছে আলোতে তাহার "রাঙ্গা" চরণখানি দেখে ফেলি বলে তিনি অন্ধকার করে নেমে এলেন ও এরূপ আদেশ করিলেন। তিনি উপরে পৌছাইলে বলিলেন, "এখন আপনি ঐ switch ঘুরিয়ে আলোকিত সিঁড়ি দিয়া উপরে আসুন।" এদেশের মেয়েরা নাচের সময় বুকের অর্দ্ধভাগ দেখাতে পারে, হাত দিয়া কোমর ধরিতে দিতে পারে, কিন্তু যত দোষ ঐ রাঙ্গা টুকটুকে পা দেখিলে। সেই জন্য ইহারা ভদ্র লোকের সামনে নগ্ন পা দেখায় না।

বাঙ্গালীর বাড়ীতে যত ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া চোখের সামনে পড়ে, মার্কিন পরিবারে বাস করেছি বটে কিন্তু কোন দিনের জন্য একটুও দোষ নাই বলিয়া মনে হয়। কার্পেটের উপর ধূলা বসিলে vacuum cleanerএর দ্বারা সমস্ত ধূলা ঝাঁটাইয়া লওয়া হয়। ইহাদের বাড়ী খুবই পরিষ্কার।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমেরিকার "রেলগাড়ী", "কালা বিদ্বেষ", পাগড়ী মাথায় দিয়া যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ষ্টেটে ভ্রমণ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপার্জ্জন

আমেরিকার রেলগাড়ীতে গার্ডের গাড়ী হইতে এঞ্জিন অবধি একেবারে টানা যাতায়াত চলে, তা ছাড়া প্রত্যেক গাড়ীতে উঠিবার জন্য lengthwise (লম্বালম্বি) প্রবেশ পথ আছে। সব এক ক্লাস (অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী)। এ দেশের অধিকাংশ স্থলে একখানি লম্বা ফর্দ্দের মতন টিকিট দেয়। ট্রেণ আসিলে প্রত্যেক গাড়ীতে রেলওয়ে কর্ম্মচারী "সকলে এই দিক দিয়া উঠে বসুন" বলিয়া চীৎকার করে। তাহার পর গাড়ীতে ঢুকিয়া বসিলে ও গাড়ী ছাড়িলে টিকিট চেকার ঐ লম্বা ফর্দ্দযুক্ত টিকিটের বদলে একখানি ছোট রকমের কার্ড মাথার হ্যাটে আট্‌কাইয়া দিয়া যায়। যতক্ষণ আরোহী না নামেন ততক্ষণ সেইটীকে যত্ন করিয়া রাখিতে হয়। সুট্‌-কেস ও হ্যাণ্ড ব্যাগ ছাড়া অন্য বড় baggage সঙ্গে নিতে দেয় না, তাহা সব baggage vanএ রাখিতে হয়। তবে চলন্তি ট্রেণে যদি baggage হইতে কাহার কোন জিনিষ লইবার দরকার হয় তাহা baggage vanএ গিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া আনিতে দেয়। কোন কোন railwayএর গাড়ীতে আমাদের দেশের গাড়ী অপেক্ষা ঢের ভাল বন্দোবস্ত থাকে। কার্পেট ত পাতাই আছে, চেয়ারগুলিতে বসিবার ও হেলান দিবার স্থান সমস্ত ভেলভেটের গদিযুক্ত। ঐরূপ এক একখানি চেয়ারে দুই জন করিয়া বসে। ট্রেণ ত নহে এ যেন একটী সহরকে নিয়ে চলেছে, ট্রেণের মধ্যে পাঠাগার, ধূম পান করিবার ঘর, Pullman's car, খাইবার

গাড়ী, দ্রব্যাদি বিক্রেতাদের stand প্রভৃতি থাকে। তাই বলিতেছি যে এ দেশের ট্রেণে খুব আরামে ও সুখে যাওয়া যায়। ইংলণ্ডের গাড়ীর মতন এখানকার গাড়ী ছোট ও অপরিষ্কার নহে। শীতের রাত্রে প্রত্যেক গাড়ী steamএর দ্বারা গরম করা থাকে। Pullman's carএর জন্য টিকিট থাকিলে, রাত্রে শুইবার জন্য ধোপার বাড়ী কাচা চাদর, বিছানা, বালিস, কম্বল, প্রভৃতি রেল কোম্পানি দেয়, তা ছাড়া প্রত্যেকের বিছানা পর্দ্দা দিয়া ঘিরিয়া মশারীর মতন করিয়া দেয়। বিছানা করা বা ট্রেণে waiterএর কাজে যত নিগ্রো নিযুক্ত। নিগ্রো চাকর আসিয়া খবর দেয়, "আপনার বিছানা প্রস্তুত, মহাশয়!" কোন্ ষ্টেসনে নামিতে হইবে তাহা ঐ carএর নিগ্রো চাকরকে বলিয়া দিলে সে ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙ্গাইয়া জাগ্রত করে।

Wash-room ও ট্রেণের মধ্যে থাকে। পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া wash-roomএ যাইলে তোয়ালে, সাবান পাওয়া যায়। যদি তথায় পরিষ্কার তোয়ালে না থাকে, অমনি ring করিতে হয়, ring করিলে নিগ্রো চাকর পরিষ্কার তোয়ালে দিয়া যাইবে। খাইবার জন্য খাইবার গাড়ীতে যাইতে হয়, তথায় নিগ্রো waiter, তাহার কাল কুচ্‌কুচে চেহারাকে সাদা পোষাকে ঢাকিয়া, শ্বেত দন্তপাটি বাহির করিয়া টেবিলে পরিবেশন করে। ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেণ থামিলে যাত্রীদের নামিবার সময় রেলওয়ে কর্ম্মচারী হাঁকিয়া বলে, "সকলে এই দিক দিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক নামুন।" যদি platform নীচে থাকে মেয়েদের নামিবার জন্য ঐ রেলওয়ে কর্ম্মচারী footstool দিয়া সাহায্য করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ফেরিওয়ালারা ট্রেণের মধ্যে দোকান করে। তাহারা চল্‌তি ট্রেণে কখন কখন গাড়ীতে গাড়ীতে আসিয়া আঙ্গুর, কমলা লেবু, কলা, চীনে বাদাম ভাজা, চুরুট, বই, ছবিওয়ালা পোষ্ট কার্ড প্রভৃতি বিক্রয় করে। আমি একবার ১০ পয়সার চীনেবাদাম ভাজা কিনিয়া খাই। আমাদের

দেশে ১০ পয়সা দিলে অনেক চীনে বাদাম দেয়, কিন্তু এখানে ঐ দামে "Salted Pea-nut" একখানি খামে এক মুঠো মাত্র পাইলাম। পুস্তক-বিক্রেতা গার্ডের গাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া এঞ্জিনের পর গাড়ী অবধি প্রত্যেক আরোহীকে এক একখানি করিয়া বই কিনিবার জন্য দিয়া যায়। তাহার পর পুস্তক বিক্রেতা ফির্‌তি বেলায় ঐ সকল বই যাঁহারা না কেনেন তাঁহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লয়। আর যাঁহারা কেনেন তাঁহারা দাম দেন। পুস্তকবিক্রেতা "thank you" বলিয়া দাম নেয়। ট্রেণে জল তৃষ্ণা পাইলে কাহাকেও অন্য কাহারও ব্যবহার-করা গেলাসে জল খাইতে দেওয়া হয় না, পাছে নানারূপ ব্যাধি হয়। আমেরিকার কোন কোন Stateএ "Public drinking cups have been abolished" সুতরাং ৵১০ পয়সা দিয়ে কাগজের গেলাস ষ্টেসনে ও ট্রেণে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে করিয়া জল খাইতে হয়।

ওদেশের প্রথা অনুযায়ী বিদায় দিবার সময় ধেড়ে ছেলে তাহার মাকে, যুবক তাহার ভাবী পত্নীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ভগ্নী ভ্রাতাকে গাড়ী ছাড়িবার সময় প্রকাশ্যভাবে চুম্বন করিবেই করিবে। রেলের কর্ম্মচারীকে বিলম্বে ট্রেণ পৌছিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনেক সময় বলেন যে শেষ ঘণ্টা দেওয়া সত্ত্বেও আরোহীদের চুম্বনের কাজ শেষ না হওয়ায় ট্রেণকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। যদি কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ট্রেণ ছাড়িয়া দেন অথচ একটী সুন্দরী মহিলা চুম্বনে ব্যস্ত থাকায় টিকিট কেনা সত্ত্বেও platform এ পড়িয়া থাকেন তাহা হইলে সেই কর্ম্মচারীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলা হয়।* ট্রেণ platform এ আসিয়া পৌছাইলে যাত্রীরা যে ফটক দিয়া বাহির হইবেন, সেইখানে যদি তাঁহাদের আত্মীয়েরা অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া থাকেন ও তখন যদি ঐরূপভাবে চুম্বন চলে, তাহাতে যাত্রীরা শীঘ্র শীঘ্র মাল পত্র লইয়া

* সিকাগো Sunday Tribune, June 19, 1910

বাহির হইতে পারেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানি কোন কোন ষ্টেসনে এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—"Kissing in this gate is strictly prohibited" (এই ফটকের কাছে চুম্বন করা একেবারে নিষিদ্ধ)।

আমি পুরো আমেরিকার পোষাক, "Yankee" হ্যাট পরিয়া New-york Pennsylvania railway, Canadian Pacific railwayর ট্রেণে সুদীর্ঘ ভ্রমণ করি। ঐ সব lineএ "কালাবিদ্বেষ" কিছুমাত্র বোধ করি নাই। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রি লওয়ার পর যখন যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ষ্টেট ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলাম, তখন আমাকে কিরূপ সুখ ও লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল তাহা বলি।

যুক্তরাজ্যের দক্ষিণকে "Sunny South" বলে, কারণ এ অঞ্চলের দিনগুলি খট্‌খটে, সূর্য্যের মুখ খুব দেখিতে পাওয়া যায়, বেশ গরমও অনুভব করা যায়। এ অঞ্চলে অনেক নিগ্রো বাস করে। White Americans (শ্বেতাঙ্গরা) নিগ্রোদিগকে বিজাতীয় ঘৃণা করে যেহেতু নিগ্রোরা ভালভাবে জীবনযাপন করে না, মার্কিন মহিলা নিগ্রো চাকরের সহিত বাজার করিতে যাইতেও ভয় পান, পাছে সে তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করে। শ্বেতাঙ্গদিগের পল্লী স্বতন্ত্র, নিগ্রোদিগের পল্লী স্বতন্ত্র। শ্বেতাঙ্গেরা সামান্য কালা মানুষকে নিগ্রো বলিয়া মনে করে ও তাহার সহিত একত্র খায়না, বসেনা। তাহাদের বাড়ীতে বা হোটেলে তাহাকে স্থান পর্য্যন্ত দেয় না। অগত্যা ঐরূপ লোকদিগকে নিগ্রোদের সহিত যাইতে হয়। শ্বেতাঙ্গগণ যে কোন ভারতীয় এবং এমন কি Spaniardকে পর্য্যন্ত নিগ্রো বলিয়া ভ্রম করে। সে কারণ আমার পূর্ব্বে যে ২।৪ জন ভারতীয় দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণ করেন, তাঁহারা শুনিতে পাই চোগা চাপকান ও পাগ্‌ড়ী পরিয়া ভ্রমণ করেন, যাহাতে শ্বেতাঙ্গেরা তাঁহাদিগকে নিগ্রো না মনে করে। এরূপ পোষাকপরা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গেরা তাঁহাদিগকে

নিগ্রোর মতন কষ্ট দিয়াছিল শুনিয়া আমিও যাহাতে তাহাদের মত, কষ্টে না পড়ি সে জন্য নিম্নলিখিত একখানি চিঠি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম। উহা Illinois Central Railroad Companyর Traffic Manager যাঁহার নিকট হইতে দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণের জন্য টিকিট কিনি তিনি অনুমোদন করিয়া সহি করেন। তাহার পর "Cotton Belt"এর রেলরোড কোম্পানির agent ও endorse করেন।

"ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়,
আর্ব্বানা, ইলিনয়,
২৭ সে জুলাই, ১৯১১

To whom it may concern :

পত্রবাহক মিঃ এস্ সিংহ একজন হিন্দু ভদ্রলোক আমেরিকায় কৃষিশিক্ষা করিবার জন্য যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃষি কলেজ হইতে ১৯১১তে তাহাকে গ্রাজুয়েট করা হয়।

দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণকালে সময় সময় তাঁহার দেশের লোককে ট্রেণের ও হোটেলের লোকেরা নিগ্রো মনে করিয়া অভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন। মিঃ সিংহের গঠন ও চুলপানে নজর করিয়া দেখিলে এই প্রত্যয় হইবে যে তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের মতন আর্য্যবংশের লোক। ইনি যাহাতে আমেরিকা ভ্রমণকালে আমাদের স্বজাতীয় বিদেশবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকের যোগ্য সৎ ব্যবহার পান সেই আশায় এইপত্র লিখিত হইল।

(স্বাক্ষর) সিরিল জি হপকিনস্ *
একটিং ও ভাইস্-ডাইরেক্টর"

আমি ঐ চিঠির বলে ধান, কার্পাস ও ইক্ষুর চাষের তদন্ত করিবার জন্য এক সুদীর্ঘ trip দিই। দক্ষিণের সব রেল ষ্টেসনে আমি নিম্নলিখিত

* ইনি এক্ষণে পরলোকে।

নোটিস দেখিতে পাইয়াছিলাম :—"colored waiting room" (কাল লোকদিগের বিশ্রাম করিবার ঘর); "white waiting room" (শ্বেতাঙ্গদের বিশ্রাম করিবার ঘর); "colored lavatory" (কাল-দিগের প্রস্রাব ও মলত্যাগ করিবার ঘর); রেলগাড়ীতেও লেখা থাকে "carriages for the colored" (কাল লোকদিগের চাপিবার গাড়ী), "carriages for the white" (শ্বেতাঙ্গদিগের চাপিবার গাড়ী); "colored hotel" (কাল লোকদিগের জন্য হোটেল), "white hotel" (শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য হোটেল) সহরে দেখিয়াছি। এমন কি ট্রামগাড়ীতেও লেখা দেখিয়াছি—"This half of the car for the colored" (ট্রাম গাড়ীর অর্দ্ধেক দিকটা কাল লোকদিগের বসিবার জন্য), "This half of the car for the white" (ট্রাম গাড়ীর অর্দ্ধেক দিকটা শ্বেতাঙ্গদিগের বসিবার জন্য)। সহরের পার্কেও বসিবার জন্য বেঞ্চি থাকে, সেখানেও লেখা "This bench for the colored" (কাল লোকদিগের বসিবার এই বেঞ্চি); "This bench for the white" (শ্বেতাঙ্গদিগের বসিবার এই বেঞ্চি) আমি নিম্নলিখিত sign boardও দেখিয়াছি—"colored church" (কাল লোকদিগের গির্জ্জা); white church" (শ্বেতাঙ্গদিগের গির্জ্জা); "colored cemetary" (কাল লোকদিগের কবরের স্থান); white cemetary (শ্বেতাঙ্গদের কবরের স্থান); "colored hair-cutting and shaving saloon" (কাল লোকদিগের চুল, গোঁফ ও দাড়ী ছাটিবার ঘর), "white hair-cutting and shaving saloon (শ্বেতাঙ্গদিগের চুল, গোঁফ ও দাড়ি ছাটিবার ঘর)। অপেরা হাউসে বা থিয়েটারেও ঐরূপ ভেদাভেদ আছে।

আমার যদি ঐরূপ পত্র সঙ্গে না থাকিত আমাকে অশেষ কষ্ট পাইতে হইত। আমি ডাঃ হপকিন্‌স্ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রেলওয়ে

কর্ম্মচারীগণ যাঁহারা ঐ পত্রে endorse করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকট যে কত কৃতজ্ঞ তাহা আমি বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি না। ঐরূপ চিঠি থাকা সত্ত্বেও আমি যখন কোন একটি নূতন Stateএ প্রবেশ করিতাম তখনই কেবল মার্কিন হ্যাটের পরিবর্ত্তে ready-made ল্যাজ-যুক্ত সিল্কের পাগড়ী মাথায় দিতাম আর বাকি পুরো আমেরিকার পোষাক থাকিত। বাঙ্গালীর জাতীয় head dress পাগড়ী নহে, তবে স্বামী বিবেকানন্দ পাগড়ী ব্যবহার করিতেন বলিয়া আমরাও তাহাই করিতাম। এই পাগড়ী মাথায় দিলে মার্কিনরা আমাদিগকে ভদ্রবংশের লোক বা রাজপুত্র মনে করে। এই পাগড়ী আমাকে দক্ষিণ অঞ্চলে অত্যন্ত popular করে।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী ষ্টেসন Champaign ছাড়িয়া টেন্নেসি ষ্টেটের অন্তর্গত মেমফিস্ ষ্টেসনে শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা করিবার ঘরের জানালা (white window) হইতে যখন আমি টিকিট কিনিবার জন্য দাঁড়াইলাম, তখন রেলওয়ে পুলিস বাঘের মতন আমার নিকট লাফাইয়া আসিয়া বলে, "আপনি এখানে কি করিতেছেন ? এ জানালা দিয়া আপনাকে টিকিট দেওয়া হইবে না, আপনি কাল লোকদিগের অপেক্ষা করিবার ঘরের জানালা হইতে টিকিট ক্রয় করুন।" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "আপনি যাহা মনে করিতেছেন আমি তাহা নহি (অর্থাৎ নিগ্রো নহি), এই official পত্রখানি পড়ুন।" সে পুলিস বুকিং ক্লার্ককে ডাঃ হপকিনের চিঠি পড়াইয়া শুনাইয়া দিল এবং আমাকে চিঠি ফেরৎ দিয়া বলিল, "যাহা হউক আমরা অবাক হইলাম।" তখন আমি "সাদা জানালা" হইতে টিকিট পাইলাম।

একবার একটী জংসন ষ্টেসনে আমাকে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়, প্লাটফরমে reporter ছিলেন, তিনি আমাকে আমার নাম, ব্যবসা ও কি উদ্দেশ্যে আমি দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণ করিতেছি তাহা জিজ্ঞাসা করেন।

আমি তাঁহাকে যথাযথ উত্তর দিয়া ট্রেণে চাপি। কয়েকদিন পরে একটী সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত লেখাটুকু দেখি—"প্রিন্‌স্ সিংহ, একজন হিন্দু ধান, ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতির চাষের অনুসন্ধান করিবার জন্য দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণ করিতেছেন ইত্যাদি.........।" আমার মনে হয় আমার মাথায় জাঁকাল পাগড়ী থাকাতে ঐ reporter আমাকে রাজপুত্র মনে করেন ও ঐরূপ সংবাদ প্রকাশিত করেন।

Arkansas ষ্টেটের অন্তর্গত Stuttgart সহরে যেখানে ধানের চাষ খুব বেশী পরিমাণে হয়, সেখানে আসিয়া পৌছাইলে একটী শ্বেতাঙ্গ হোটেলে lunch খাইবার জন্য প্রবেশ করি। আমি চেয়ারে বসিয়া waitressকে ইঙ্গিত করি ও bill of fare দেখিয়া আমি কি কি খাইব তাহার হুকুম করি। হোটেলের waitress আমাকে পরিবেশন করিতে ইতঃস্তত করিতেছিল, ও বলিল, "আমাকে কি বোকা পেয়েছেন? আমরা এখানে কাল লোকদিগকে পরিবেশন করি না।" ভাগ্যক্রমে সেই সময় Daily Arkansawyerএর সম্পাদক যাঁহার সহিত আমি পূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলাম, তিনিও lunch খাইতেছিলেন। তিনি waitressকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "উনি নিগ্রো নন, উঁহাকে এখানে পরিবেশন কর।" তখন আমার lunch পাইলাম। খাইতে খাইতে উক্ত restaurantএর স্বত্বাধিকারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন কালা লোককে এখানে খাইতে দেখিয়া আমার প্রতি বাঘের মতন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। আমি তখন কাঁটা চামচ রাখিয়া তাঁহার নিকট গিয়া নিজেকে পরিচিত করিলাম। তখন মাথার পাগড়ী ইচ্ছাপূর্ব্বক খুলিয়া দেখাইলাম যে আমার নিগ্রোর মতন কোঁকড়ান চুল নাই। তখন তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আপনি খাউন, মহাশয়।" এই Stuttgart সহরে আমি একটী মাস কাটাই ও অনেক গণ্যমান্য লোকের সহিত আমার পরিচয় হয়। ঐ rest-

aurantএ আমি প্রত্যহ খাইতাম। কোন কোন দিন Dr. Shirkey নামক একটি শ্বেতাঙ্গের বাড়ীতে dinnerএর নিমন্ত্রণ থাকিত। Dr. Shirkey আমাকে তাঁহার জুড়িতে চড়াইয়া নিকটবর্ত্তী ধানের ক্ষেত সব দেখাইতেন। আমার কিন্তু ঐ সময় টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল, তখন আমি ঠিক করিলাম যে এখানকার অপেরা হাউসে "ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়া টাকা উপায় করিব। আমি তখন ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া 'অপেরা হাউস' এক রাত্রের জন্য ভাড়া লইলাম, তাহার দরুণ ১০ ডলার অর্থাৎ ৩০৲ টাকার কিছু বেশী দিতে হইল। নিম্নলিখিত হ্যাণ্ডবিল চারিদিকে ছাপাইয়া বিতরণ করা হইল:—

Hindu Lecturer.

Satyasaran Sinha,

A Native of Calcutta, India, will lecture on

"India"

At the Stuttgart

Opera House

on

Thursday, August 31

At 8 o'clock P. M.

Admission 15 c. for children and 25 c. for all others.

Daily Arkansawyerতেও ঐ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। দেশীয়-পোষাক অর্থাৎ ধুতি চাদর পরিয়া বক্তৃতা দিব এ কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল। আমার সঙ্গে ধুতি চাদর না থাকাতে, এ দেশের মেয়েদের যে কাপড় হইতে skirt তৈয়ারী হয়, তাহার দুই টুক্‌রা একটী আমেরিকার মহিলাকে দিয়া কলে সেলাই করাইয়া ৪৪ ইঞ্চি ১০ গজ করিয়া লই, তাহার পর দুইদিকে কাল পাড় বসাইবার জন্য মেয়েদের মাথায় ফিতা,

বুনাইয়া লই। এইরূপে কালা পেড়ে ধুতি ও চাদর তৈয়ারী করাতে আমার ২৫৲ টাকা খরচ পড়ে। ৩১শে আগষ্ট আমার বক্তৃতা দিবার দিন ছিল। সে রাত্রিতে এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া খরচ বাদে আমার ২৮০৲ টাকা লাভ হয়। * (পাঠক পাঠিকারা আমার কথা কি বিশ্বাস করিবেন?) ঐ বক্তৃতা দিয়া আমার হাতে যখন টাকা হইল, তখন আমি Stuttgart পরিত্যাগ করিয়া Louisiana State ভ্রমণ করি।

Alexandriaতে "সাদা দরজা" দিয়া প্রবেশ করিতে ছিলাম, তখন রেলওয়ে কর্ম্মচারী বাধা দিয়া বলিল, "আপনি কাল দরজা দিয়া ঢুকুন।" আমি উত্তরে বলিলাম, "আপনি যাহা মনে করিতেছেন আমি তাহা নহি। সাদা গাড়ীতে যাইবার আমার হুকুম আছে।" এই বলিয়া সেই পত্রখানি পড়িতে দিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তবে প্রবেশ করুন।" হঠাৎ একটী পাগড়ীধারী কাল হিন্দু সাদা গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বসাতে একটী শ্বেতাঙ্গ আমাকে বলেন, "আপনি মহাশয় ভুল গাড়ীতে উঠেছেন।" আমি তাহার উত্তরে "আমি ঠিক গাড়ীতে উঠিয়াছি" বলিয়া পত্রখানি পড়িতে দিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "এই সর্ব্ব প্রথম আমি হিন্দু ভদ্রলোক দেখিলাম।" এই বলিয়া তিনি, তাঁহার স্ত্রী আর যত লোক ছিলেন সকলকার সহিত আমাকে তখনই আলাপ করাইয়া দিলেন। দেখুন হিন্দু নামের কি মহিমা!

আমি Crowley অর্থাৎ যেখানে United States Rice Experiment Station, Crowley Citizens' Rice Mill, American Rice Mill আছে, তথায় আসিয়া পৌঁছি। Crowley ষ্টেসনের সবলোক পাগড়ীধারী হিন্দুর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিল ও যার যা

---

* আমার ঐ বক্তৃতার report ১৯১১'র ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের Daily Arkansawyer, Stuttgart, Arkansasতে প্রকাশিত হয়, ও তৎপরে কলিকাতার Indian Messengerএও প্রকাশিত হয়।

খুসি তাহাই আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, যেমন "ওটা আবার কে ?," "কাল লোকের এত সাজসজ্জা কিসের ?," "ওটা কোন দেশের লোক ?," "ও রকম উষ্ণীষ কোথায় পেলে ?" আমি Crowleyর "Frisco House"এ একটী শ্বেতাঙ্গ পরিবারে মাসাবধি থাকি। এথানে একটী Rice Conference হয়, তাহাতে বিখ্যাত মার্কিন Agronomistদের সহিত, United States Rice Experiment Stationএর Director, Assistant Directorএর সহিত আমার খুব পরিচয় হয়। Crowley রাস্তায় পাগড়ী মাথায় দিয়া দাঁড়াইলে, লোকে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত, তাহারা কেবল ভারতবর্ষের গল্পই শুনিতে চায়। এইরূপ রাস্তা ঘাটে অনেক লোকের সহিত পরিচয় হয়। একদিন বাড়ীতে রহিয়াছি, একটী ভদ্র কৃষক আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ত হিন্দু, আপনি গণনাবিদ্যা জানেন, আমার হাত গুণে বলুন ত এ বৎসর ফসল আমার কিরূপ হবে ?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমার এ ব্যবসা নহে, আমি ত গণৎকার নহি।" তাহার পর ঐ কৃষক বলেন, "না, না আপনি লুকচ্ছেন, আমি জানি হিন্দুরা খুব ভাল গণৎকার, আপনি আমার হাত দেখে যাহা বলিবেন তাহাই আমি বিশ্বাস করিব।" তখন আমি সামান্য ২।১টী কথা বলিয়া দিই, তখন সেই ভদ্রলোকটী আমাকে ৫ ডলার (১৫ টাকার কিছু বেশী) পারিশ্রমিক দেন, আমি তখন এই বলিয়া ফেরৎ দিই যে আমি গণৎকার নহি, এ ব্যবসা আমার নহে, সুতরাং আমি লইতে পারি না। পাঠক পাঠিকা, দেখুন গণনাবিদ্যা জানিলেও আমেরিকাতে কত অর্থ উপায় করিতে পারা যায়। স্থানীয় ডাক্তার ও Director আমাকে মোটরে করিয়া সহরের যাহা দেখিবার আছে, তাহা দেখাইতেন ও দূরবর্ত্তী farmএও আমাকে লইয়া যাইতেন। আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে "Ice-cream parlour"এ লইয়া গিয়া জলযোগ করাইতাম।

Crowleyতে ডেরা পাতিয়া কয়েক ষ্টেসন দূরে Rayneতে একটী বড় কার্পাস ক্ষেত্র ও Mathilda Gin দেখিতে যাই, সেটী একটী ফরাসী সাহেবের। তিনি আমাকে পাইয়া তাঁহার তুলার ক্ষেত, কারখানা তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন। তিনি ব্যাঙেরও চাষ করেন। তিনি ৫০,০০০ ব্যাঙ সিকাগোতে চালান দিবার অর্ডার পাইয়াছেন, তাহার dressing departmentও আমাকে দেখাইলেন।

এই দক্ষিণে আমি এতদূর এসেছি, কিন্তু এ যাবৎ একটী বাঙ্গালী বা ভারতীয়ের মুখ দেখিতে পাই নাই। হঠাৎ একদিন একটী ভদ্রলোক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Agriculture হইতে কৃষিতে ডিপ্লোমা লইয়া আমেরিকায় কৃষি শিক্ষা করিবার জন্য ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার সহিত আমার এই Crowleyতে দেখা হয়। তিনি বলিলেন যে রং কাল বলিয়া পাগড়ী মাথায় দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। তখন আমি তাঁহাকে ডাক্তার হপকিনের চিঠিটা দেখাই, ও বলি যে ইহার জোরে তাঁহার মতন আমাকে খুব কষ্ট পাইতে হইতেছে না। তিনি আরোও বলিলেন যে আমেরিকাতে ইংলণ্ড অপেক্ষা ঢের ভাল কৃষি শিখান হয় ও ঢের শিখিবার আছে। তিনি ২।১ দিন মাত্র Crowleyতে ছিলেন। United States Rice Experiment Stationএর Director আমাকে ও ঐ নবাগত হিন্দু ভদ্রলোকটীকে লইয়া আমাদের চেহারা তুলাইয়া রাখিলেন। আমি যে Frisco Houseএ ছিলাম, সেখানে আর এক ঘর মার্কিন পরিবারও থাকিতেন। তাঁহারা সপরিবারে আমাকে লইয়া ফটোগ্রাফের বাড়ীতে যাইয়া চেহারা তোলান। Southএ আসিয়া পর্য্যন্ত দুইবেলা ভাত ও মধ্যে মধ্যে পাকা আমও খাইতে পাইতাম।

আমি Crowleyতে মাসখানিক থাকিয়া যখন সকলকার স্নেহের তে পড়িলাম, তখন গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসের স্বত্বাধিকারী আমাকে

একদিন টেলিফোঁ করিয়া বলেন, "আমার অপেরা হাউসে "ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে আপনি বক্তৃতা দিউন, যত টাকার টিকিট বিক্রয় হইবে তাহার এক-তৃতীয় অংশ আপনাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ দিব।" আমার তখন টাকার অভাব, আমি তাহাতেই রাজী হইলাম। তাঁহারা আমার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন "The Daily Signal"এ প্রকাশিত করেন। অপেরা হাউসের সামনে আমার পাগড়ী মাথায় দেওয়া একখানি বড় চেহারা আঁকিয়া রাখিয়া দেওয়া হয় যাহাতে সে রাত্রে খুব জনতা হয় তাহার চেষ্টা স্বত্বাধিকারী করিতে লাগিলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে ধুতি চাদর পরিয়া বক্তৃতা দিই। বক্তৃতার পর অপেরা হাউসের স্বত্বাধিকারী আমাকে বলেন, "টিকিটগুলি গুণিয়া দেখুন, মোট কত টাকা উঠেছে।" আমি বলিলাম, "আমি বক্তৃতা দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি জানি মার্কিনরা জগতের মধ্যে খুব বিশ্বাসী লোক, আপনারাই গুণে আমার যাহা প্রাপ্য তাহা দেন।" তদুত্তরে তিনি বলেন, "না, আপনার মনে সন্দেহ হইতে পারে। আপনি দেশে ফিরে গিয়ে বলতে পারেন যে আমরা আপনাকে ফাঁকি দিয়াছি। আপনি নিজে গুণে দেখুন কত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে, সেই মত আপনার প্রাপ্য লউন।" আমি যখন কিছুতেই তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলাম না, তখন তাঁহারা নিজেরা গুনিয়া আমাকে ১৫০্ টাকা দেন। দেখুন তাঁহারা কিছুতেই আমাকে ফাঁকি দিতে চাহেন না। এমন গুণ না থাকিলে আজ ঐ জাতি এত বড় কখন হইতে পারিত না।

আমার ঐ বক্তৃতার রিপোর্ট ১৯১১'র ৩০শে সেপ্টেম্বরের Daily Signalএ সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। উহা হইতে ১৯১১'র ৮ই অক্টোবরের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের "The Daily Illini" পুনঃ প্রকাশিত করে। উহার হেডিং গুলি অদ্ভুত ছিল, সেইটুকু মাত্র ঐ দুই সংবাদ-পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমটীতে এই হেডিং স্থল—

"The Hindu Lecturer. Scholar from mysterious East entertains a large audience." শেষেরটীতে হেডিং ছিল, "Sinha on a lecture tour—Hindu graduate of Illinois speaks in Louisiana"

১০ই অক্টোবরে Crowley ছাড়িয়া আমি Lafayette—ইক্ষু চাষের কেন্দ্রে আসিয়া পৌছি। Oddessa নামে একটী বড় হোটেলে আমি উঠি। এখানে আমার দিন ৭৲ টাকা করিয়া দিতে হইত। একদিন পাগড়ী মাথায় দিয়া Lafayette হাই স্কুলের পাশ দিয়া যাইতে ছিলাম, সে সময় স্কুলের ছাত্রদের অল্পক্ষণের টিফিনের ছুটী ছিল। তাহারা সব আমার মাথায় পাগড়ী দেখিয়া হাঁসিয়া গড়াগড়ি, দুই একজন ঢিলও ছুঁড়িল, তবে আমার গায়ে লাগে নাই। আমি তাহাদের অগ্রাহ্য করিয়া চলিলাম। পথে একটী ৯ বৎসরের মেয়ে আমাকে দেখিয়া তাহার মাকে বলিতে গেল, "Mammy! Mammy! Here comes a show man" (মা! মা! তামাসা দেখাইবার ভদ্রলোক এদিকে আসছেন)। আমি এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে American Sugar Refining Co'র ইক্ষুর ক্ষেত, তাহাদের কলে আকমাড়াই ও চিনি তৈয়ারী দেখিতে চলিলাম। প্রত্যহ lunch খাইয়া আমি Refineryতে শিক্ষা করিতে আসিতাম। একদিন Lafayette হাই স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ আমাকে তাহাদের ছাত্র ও ছাত্রীদের নিকট বক্তৃতা দিতে ও বাংলা গান গাইতে বলেন, আমি তাহা করি। এখানে থাকিতে একদিন Louisiana State Fair দেখিতে যাই। Women's Buildingএতে প্রবেশ করিবামাত্র একটী মার্কিন মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "Have you come to advertise your hat in the Fair?" (আপনি কি এই মেলায় আপনার টুপি advertise করিতে আসিয়াছেন?) আমি তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দেখে আপনার এরূপ মনে হল?"

তিনি উত্তর দিলেন, "যেহেতু আপনি যেরূপ উষ্ণীষ পরিয়াছেন তাহা মেয়েদের উপযোগী। আমরা মেয়েরা সর্ব্বদা latest style খুঁজে বেড়াই, কি জানি যদি ঐ latest style সবে ফরাসীদেশ হইতে আমদানী হয়ে থাকে।" আমি এই শুনিয়া বিকট হাসি হাসি, তখন আরো কতকগুলি মেয়ে আমার কাছে আসে ও আমি কোন দেশের লোক তাহা জানিতে চাহেন। আমি তাঁহাদিগকে অনুমান করিতে বলিলাম। কেহ বলেন আমি স্পেন দেশের লোক, কেহ বলেন আমি জাপানী, কেহ বলেন আমি ফিলিপিনো। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা আমি যে হিন্দুস্থানের লোক তাহা কেহই বলিতে পারিলেন না।

Lafayette ছাড়িবার পূর্ব্বে এখানকার Avenue থিয়েটারেও "ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই, তবে দুঃখের বিষয় সে রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়। সে কারণ জনতা তত হয় নাই, ১২০৲ টাকা উপায় করি।

Lafayette ছাড়িয়া আমি New Orleans এ আসিয়া 1019 Baronne Streetএ কয়েক দিন থাকি। Audibon Parkএ Louisiana State Universityর Cane Experiment Station আছে ও ইক্ষুচাষ ও চিনি তৈয়ারী শিক্ষা দিবার কলেজও আছে—তাহাই কয়েক দিন ধরিয়া দেখি। একদিন পাগড়ী মাথায় দিয়া ট্রাম হইতে নামিতেছি, conductor আমাকে বলিল, "ওহে টার্ক নিবাসী! তুমি এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? তোমার দেশে যুদ্ধ বেধেছে সেখানে যাও।" সেই সময় ইটালিয়েনদের সহিত Turkeyর যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। ঐ conductor আমাকে Turkeyর লোক মনে করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিল।

New Orleans বেশ বড় সহর। এখানেও নিউইয়র্কের মতন অনেক জাতি বাস করে, বিদেশীয়দের মধ্যে ফরাসীর সংখ্যা বেশী। New Orleans মিশিসিপি নদীর উপরে। ফেরিতে করিয়া মিশিসিপি

পার হইয়া Gretnaতে যেখানে Southern Cotton Oil Companyর বৃহৎ কারখানা আছে তাহা দেখিতে যাই, তাহার নিকটবর্ত্তী চাষাদের শাকসবজীর বাগান আছে তাহাও দেখি। একদিন একটী ভদ্রলোকের মেয়ে, বয়স অনুমান ২০ বৎসর হবে, আমাকে ক্লান্ত হইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে বেলা ২টার সময় ঐ সব দেখিবার জন্য আসিতে দেখিয়া আমাকে এক গেলাস দুগ্ধ খাইতে দেন। বাস্তবিক আমি তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমি ঐ কুমারী মেয়ের প্রদত্ত দুগ্ধ পান করি। তাহার পরে তাঁহার পিতা নিদ্রা হইতে উঠিলে আমাকে ঐ মেয়েটী আলাপ করাইয়া দেন, ও তাঁহাদের সবজী বাগান দেখান ও বোঝান। ৪টা বাজিলে আমাকে afternoon tea তাঁহাদের বাড়ীতে খাইবার জন্য অনুরোধ করেন, আমি তাহা উঁহাদের সহিত খাই। সব জিনিষই ঘরে তৈয়ারী, রুটী, মাখন, ডিম সবই গৃহজাত। বিদায় লইবার সময় ঐ মেয়েটী আমার দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমাদের দেশের কতকগুলি ছবি তাঁহাকে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন।

New Orleans থেকে নিউইয়র্কে ট্রেণে ফিরিতে অনেক খরচ, জাহাজে যাইলে খরচ কম লাগিবে জানিয়া ১৯১১'র ১৮ই অক্টোবরে S. S. "Proteus", Southern Pacific lineএর জাহাজে চাপিয়া Gulf of Mexico'র কিনারা ধরিয়া দ্বিতীয় বার নিউইয়র্কের জন্য যাত্রা করি। নিউইয়র্ক পৌঁছাইতে পুরো চারিদিন লাগিবে। এ জাহাজ ছোট। ৩৫ জন আরোহী ছিল। যে দিন নিউইয়র্কে পৌঁছাইব তাহার আগের রাত্রে আরোহীরা আমাকে কোন রকম ম্যাজিক বা গণনা প্রভৃতি করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে বলেন ও আমি তাহার দরুণ কত লইব তাহাও জানিতে চাহেন। আমি যখন তাঁহাদিগের নিকট আমার so-called ম্যানেজারকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলাম যে আমার ও ব্যবসা নহে বরং আমি ধুতি চাদর পরিয়া "ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে

বক্তৃতা দিতে পারি ও ইহার দরুণ আমি কি লইব, যাহা তাঁহাদের ইচ্ছা হবে তাহাই দেবেন। তখন তাহাতেই রাজী হইলেন ও আমার পরিশ্রমের দরুণ ১০ ডলার দিবেন এই খবর আমার ম্যানেজারকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় জাহাজের উপরের একটী বড় ঘরে সকলে সমবেত হইলেন, আমি বক্তৃতা করিলাম। আমার কথা বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল বলিয়া পোতনায়ক port-hole বন্ধ করিয়া দিতেছিলেন। আমার বক্তৃতার পর প্রত্যেক সাহেব মেমেরা আমার বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া রাখিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার ভারতের বাড়ীতে অতিথি হইয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কেহ বলিলেন, "ভারতবর্ষে গেলে আমাকে তোমার দেশের সুন্দরী মেয়েদের সহিত আলাপ করে দিতে হবে।"

পাঠক পাঠিকা, দেখুন এই দক্ষিণ অঞ্চল ঘুরিতে আসিয়া কত অভিজ্ঞতা হইল, কত রকম লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিলাম, এমন কি স্থানে স্থানে নিজের ভাগ্য লক্ষ্মীকেও ফিরাইয়াছিলাম। দ্বিতীয়বার নিউইয়র্কে পৌঁছাইলে Southamptonএ ফিরিয়া আসিবার জন্য জাহাজের টিকিট কেনা হইলে আমি আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াইবার চাকরীর জন্য নিম্নলিখিত পত্রখানি পাই। এ পত্রখানি Crowley হইতে redirected হইয়া আসিয়াছিল।

"Liberty Moving Picture — Dallas,
J. Rome Rice, — Texas
Sole Owner and Manager — 10—24—1911.

মহাশয়,

Crowley অপেরা হাউসে যে ভদ্রলোকটী Joliet Prison দেখাইয়াছিলেন, আমি সেই লোক আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আপনি ছবির দ্বারা বক্তৃতা দিবার কাজ লইতে ইচ্ছুক কি না? যদি

ইচ্ছুক থাকেন তবে আপনাকে ২৪ বৎসরের জন্য গ্যারান্টিযুক্ত কাজ দিব, ও যাবতীয় রেল ভাড়া দিব। আপনি কত বেতন লইয়া এ কাজ করিতে পারিবেন তাহা আমাকে ফেরৎ ডাকে জানাইবেন। Crowley অপেরা হাউসের ম্যানেজার মিঃ লায়েনকে আমার শ্রদ্ধা জানাইবেন।

বিনীত

(স্বাক্ষর) জে রোম রাইস্"

বলা বাহুল্য যদি তখন দেশে ফিরিবার জাহাজের টিকিট না কিনিতাম তবে ঐ চাকরী নিশ্চয়ই লইতাম। আমেরিকায় কতরকম করিয়া টাকা উপার্জ্জন করা যায় তাহা কাগজে লিখিয়া শেষ করা যায় না। আমি যে দিন স্বাধীন রাজ্য ছাড়ি, সেদিন চক্ষের জল ফেলিয়া ছিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মার্কিন সহৃদয়তা ও সাধুতা, এবং মার্কিনদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব

আমেরিকাকে Land of Almighty Dollar বলা হয়। তথায় মার্কিন জাতি কেবল টাকা করিবার জন্য ব্যস্ত। তথায় ক্রোরপতির ছড়াছড়ি বলিলেও চলে। রকেফেলার, কার্ণেগি, এষ্টর, হেন্‌রি ফিপস্‌ প্রভৃতি ক্রোরপতির নাম বোধ হয় সকলে শুনিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের দেশের রাজা, মহারাজার মতন বাইনাচ, খ্যামটা নাচ বা ছেলের বিয়েতে বিরাট মিছিল প্রভৃতি করিয়া অর্থের অপব্যয় করেন না। তাঁহারা সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করেন। সব জাতির মধ্যে দয়া বলিয়া জিনিষ আছে, তবে মার্কিন জাতির মধ্যে কিছু বেশী পরিমাণে দেখা যায়। তাহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দেখাইতেছি।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকালে আমার একবার টাকার বড় অভাব ঘটে। অধ্যাপক E. L. Hall Champaignএর Citizens' State Bank হইতে ২০ ডলার আমাকে হ্যাণ্ডনোটে ধার দেওয়াইয়া দেন। সে হ্যাণ্ডনোটে অধ্যাপক হল্‌কেও সহি করিতে হইয়াছিল, অর্থাৎ ঐ টাকার জন্য আমরা উভয়ে দায়ী থাকিলাম। অধ্যাপক হলের সহি না থাকিলে আমি টাকা ধার পাইতাম না। পরিশেষে আমি তাহা শোধ দিয়া হাতচিঠি ফেরৎ পাই। আর একবার যখন Havana Biological Stationএ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Summer School attend করিতেছিলাম, তখন আমার টাকার বিশেষ অভাব ঘটে।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Rankin কে নিজ অবস্থা জানাইলে তিনি আমাকে নিম্ন লিখিত পত্র লেখেন :—

"মহাশয়,

আপনার ১৭ই জুলাইএর পত্র পাইলাম। আপনাকে দেখ্‌ছি অর্থের অভাব বশতঃ কলেজ ছাড়িতে হইবে। তাহা আপনাকে করিতে হইবে না। আমি নিজে আপনাকে সাহায্য করিতেছি। আমি এই পত্র সহ ২৫ ডলারের একটী চেক ও হাতচিঠি পাঠাইলাম। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক হাতচিঠিতে সহি করিয়া আমার নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন। যত দিন আপনি ভারতবর্ষ হইতে টাকা না পান ততদিন বোধ হয় এই এই টাকায় আপনার চলিবে।

Havanaতে পড়া শেষ হলেই, হয় ঐখানে বা ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের farmএ একটা কাজ আপনি লইবেন, খুব সম্ভবতঃ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের farmএ আপনার কাজ যুটিবে। তদ্দ্বারা আপনার আগামী বৎসরের পড়ার খরচ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিবে।

বিনীত

এফ্ এচ্ র‍্যানকিন্"

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থাকিতে Champaign নিবাসী Mr. and Mrs. C. Dyerএর সহিত আমার খুব আলাপ হয়। Mrs. Dyerকে আমি My American mother বলিতাম, তাঁহারা খুব বড় লোক। তাঁহাদের বংশে আপন সন্তানাদি কেহ ছিল না। আমাকে তাঁহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন। (বলা বাহুল্য যদি সে সময় আমি তাঁহাদের কথায় রাজী হইতাম তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সম্পত্তি দিয়া যাইতেন।) তাঁহারা বুঝিলেন যে আমি কিছুতেই নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না, তাই বলিয়া তাহাদের স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হই নাই। আমি দ [illegible] তঞ্চল

ঘুরিব এইরূপ ইচ্ছা যখন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করি তখন তাঁহারা আমাকে ৮০ ডলার দেন ও আমার মাকে ও কনিষ্ঠা ভগ্নীকে আমার কথা লিখিয়া পাঠান।

যখন দক্ষিণ অঞ্চল ঘুরিয়া S. S. "Proteus" জাহাজে করিয়া নিউ ইয়র্কে দ্বিতীয়বার আসিয়া পৌঁছি, তখন আমার "kit-bag" Illinois Central Railway Company হারাইয়া ফেলে, সেই ব্যাগে আমার কয়েকটী শীত বস্ত্র ও নিউইয়র্ক হইতে কলিকাতার পথে জাহাজে বসিয়া পড়িবার পুস্তক প্রভৃতি ছিল। এই ব্যাগ পাইতে বিলম্ব হওয়াতে আমাকে নিউইয়র্কে মিছামিছি কয়েক সপ্তাহ বেশী অপেক্ষা করিতে হয়। যখন কোম্পানি ব্যাগের কিনারা কিছুতেই করিতে পারিল না, তখন নিউইয়র্কের মতন আক্রা স্থানে মিছামিছি অপেক্ষা করিয়া আমার লণ্ডনে পৌঁছিবার জাহাজ ভাড়ার টাকাও কম পড়িয়া গেল। আমি তখন নিউ ইয়র্কের ক্রোরপতি, Mr. Henry Phipps (যাঁহার টাকায় পুষায় কৃষি বিদ্যালয় হয়) তাঁহাকে নিজের আসন্ন বিপদের কথা জানাই ও ২৫ ডলার ধার চাহি। Mr. Phipps কি উত্তর দিলেন তাহা পড়িয়া অবাক হউন :—

"1063 Fifth Avenue
November 1, 1911.

Dear Sir :

I have pleasure in asking you to accept the enclosed check for fifty dollars ($ 50.) which I hope will add to your comfort and assist you in obtaining passage to India as intimated in your letter.

Yours very truly,
(Sd) Henry Phipps.

Mr. S. Sinha,

246 West 14th Street,

New York City"

আমি ২৫ ডলার ধার চাহিলাম, তিনি কিন্তু উত্তরে ৫০ ডলারের একখানি চেক দান স্বরূপ লইতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। ক্রোরপতি হইতে হইলে এরূপ গুণ থাকা দরকার। তাই বলিতেছি যে মার্কিন জাতির মধ্যে দয়াটা কিছু বেশী মাত্রায় দেখা যায়। আমি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াও পুষা কৃষি বিদ্যালয়ে চাষাদের পড়ান হয় কি না ও কত দূর চাষারা সাহায্য পায় তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জানাইয়া রাখি।

Mr. Phippsএর টাকা পাওয়ার পর S. S. "New york" জাহাজে লণ্ডনে ফিরিবার জন্য টিকিট কিনি। Illinois Central Railroad Companyর General Eastern Agent, Mr. L. F. Cleint—তাঁহার আপিস নিউইয়র্কে, তাঁহার নিকট "kit-bag" হারানর দাবীর দরখাস্ত করি। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পৌছাইলে তিনি আমার উক্ত ব্যাগের কিনারা করার সংবাদ দেন, ব্যাগও পাঠাইয়া দেন, তাহা ছাড়া S 112.50 (অর্থাৎ ৩৫১॥৵০)র একটী চেক পাঠান। দেখুন ও দেশের রেলওয়ে কোম্পানি হারান ব্যাগের কিনারা করিয়া দিল, ব্যাগের মধ্যে যাহা ছিল তাহাও সব ঠিক ফেরৎ দিল, ঐ ব্যাগ না পাওয়াতে নিউইয়র্কে থেকে আমার যে সব অযথা খরচ হইয়াছিল সে দরুণ টাকাও দিল। জানিনা ভারতের রেলওয়ে কোম্পানির নিকট ঐরূপ ভাবে দাবী করিলে অত পাওয়া যায় কিনা।

আমি ইংলণ্ডেও ছিলাম এবং অন্যান্য দেশেও ছিলাম, লণ্ডনে থাকিতে Royal Agricultural Societyর বাৎসরিক সভাতে Lord Islington এর সহিত আলাপ হয়। কিন্তু এরূপ ভাবে আমার আলাপ আমেরিকার

অনেক লোকের সহিত হয়—সে আলাপ শেষে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তাহার তুই একটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি এবং এস্থলে আরো কয়েকটী পত্রাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। Champaign নিবাসী Miss Elsie Hisey আমাকে লিখিতেছেন, "আমি পুনরায় বলিতেছি যে আমাদের বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হইবে।" তিনি আর একখানি পত্রে আমাকে লিখিতেছেন, "আমি আশা করি আপনার ছোট বোন এ দেশে (অর্থাৎ আমেরিকাতে) আসিবেন। যদি তিনি আসেন, আমি তাঁহাকে আমার বাড়ীতেই সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া রাখিব।" Miss Nellie Alexander আমাকে লিখিয়াছেন, "আপনি আমার ছবিখানিকে পছন্দ করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত, আপনি যখন দেশে ফিরিবেন, এ ছবিখানি দেখিলে আমাকে আপনার স্মরণ থাকিবে। আশা করি আপনি আমাকেও আপনার একখানি ফটো দিবেন। আপনার ফটো পাইবার প্রত্যাশায় রহিলাম।" লণ্ডনে দ্বিতীয়বার আসিয়া পৌছাইলে Streator নিবাসী Mr. C. J. Elliot আমাকে লিখিলেন—"এবারকার বড় দিন তোমার বেশ সুখের হউক, সংবৎসর সুখে কাটুক এবং সেই ছোট মেয়েটী যাঁহাকে তুমি এত ভাল বাসিতে এবং যাঁহার নিকট হইতে তুমি এতদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হইয়াছিলে তাঁহার কাছে তুমি নিরাপদে বাটী পৌছ। তিনি নিশ্চয় তোমাকে পেয়ে খুব আনন্দিত হইবেন, এবং তাহার অল্প দিন পরেই wedding bells অর্থাৎ বিবাহের ঘণ্টা বাজিবে, এবং তাহার আর কিছু দিন পরে little Sinhas (অর্থাৎ তোমার ছেলে মেয়েরা) ভারতবর্ষের রাস্তার চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। তুমি ভাবী স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া দীর্ঘায়ু হও ও সুখী হও—এই আমার কামনা।" পাঠক পাঠিকা বলুন ত প্রকৃত বন্ধু যে হইবে সে ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী আশীর্ব্বাদ করিতে পারে?

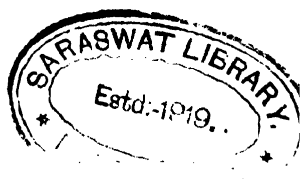
Crowley নিবাসী Miss Mary Wakely লিখিতেছেন, "আপনার

সব চিঠি গুলি এখন পর্য্যন্ত আমার নিকট আছে, এবং সে গুলিকে আমি ভারতবর্ষের souvenir স্বরূপ রাখিতে ইচ্ছা করি...পশ্চিমে যখন সূর্য্য অস্ত যায়, আমরা সেই সন্ধ্যার সময় আমাদের "হিন্দু বন্ধুর" এই নূতন পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করি.:.আশা করি আপনি আমাদের কখন ভুলিবেন না।" De Land নিবাসী Miss Vesta V. Bosler লিখিতেছেন, "আপনি এবং আপনার bride (অর্থাৎ স্ত্রী) কখন আমেরিকাতে আসিবেন? আমি আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উৎসুক আছি।"

"Will India Become Christian?" নামে আমার একটী প্রবন্ধ সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ছাপান। ঐ প্রবন্ধে Canton নিবাসী Mr. W. H. Boyerকে courtesy দিই। তিনি তাহা পাইয়া লিখিতেছেন, "There is no greater factor in our civilization than friendship.........assuring you again that I appreciate your courtesy" (আমাদের সভ্যতার মধ্যে বন্ধুত্বের চেয়ে বড় আর কিছুই নাই............আপনি যে আমাকে সৌজন্য দেখাইয়াছেন তাহা আমি খুবই হৃদয়ঙ্গম করি।") মাননীয় Wm B. McKinley, House of Representative, Washsington, D. C. আমাকে United States Department of Agriculture হইতে অনেক মূল্যবান পুস্তক অমনি দেওয়াইয়া দেন। তিনি যে বৎসর ভারতবর্ষে আসেন সে সময় আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমি Champaign হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছি। কলিকাতার—স্থানে থাকিব। আপনি আমার সহিত দেখা করিবেন, আমি ইলিনয় বন্ধুদের শুভ আশীষ আপনার নিকট বহন করিয়া আনিতেছি।"

এইরূপ উদার হৃদয়বিশিষ্ট লোকদের সহিত মিশিয়া এবং তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কি

শিক্ষা করিলাম? আমাদের সভ্যতার মধ্যে যাহা ভাল আছে তাহা বিন্দু মাত্র না হারাইয়া, এদের সভ্যতার মধ্যে যে টুকু ভাল আছে তাহা লইতে শিখিলাম; এবং পরিশেষে উহাদের চেয়েও ভারতে ভাল সভ্যতা সৃষ্টি করিতে পারিব এই আশা পোষণ করিয়া দেশে ফিরিলাম।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আমেরিকার খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকদের সহিত তর্কবিতর্ক ও তাঁহাদের গির্জ্জার আভ্যন্তরিক দৃশ্য

ক্যানেডায় থাকিতে আমি পিতার মৃত্যু সংবাদ পাই, সেই হইতে আমার মনের মধ্যে ধর্ম্মের এক mania উপস্থিত হয়। সময় সময় এরূপও মনের মধ্যে হইত যে যাহা শিক্ষা করিতে আসিয়াছি তাহা না শিখিয়া minister হইয়া ভারতে ফিরিব ও ধর্ম্ম প্রচার করিব। Public Library, Y. M. C. A. Library, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে বসিয়া comparative religion সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তকও পড়া শেষ করি। এদেশের মিসনারি যাঁহারা ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানে কিছু দিন ছিলেন, তাঁহারা যে সব পুস্তক যেমন "Christian Conquest of India" প্রভৃতি লেখেন তাহাও পড়া শেষ করি। তাঁহাদের ঐসব পুস্তক যতই পড়িতাম ততই নিজের গায়ের রক্ত গরম হইয়া উঠিত। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে ঐ সকল পুস্তকে ভারতের মন্দ দিকটা বেশ ভালরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন একখানি বইয়ে লেখা আছে, "শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে, সে কি কখন ভগবান হইতে পারে?......তাহার চরিত্র ছিল খারাপ, সে দিন রাত অসংখ্য গোপিনী নিয়ে বেড়াত।" "হিন্দুরা সাপ, পশু, পুতুল পূজা করে" ইত্যাদি। আমি হিন্দু হইয়াও নিয়ম মত প্রত্যেক রবিবারে, কোন কোন রবিবার তিনবার করিয়াও গির্জ্জাতে যাইতাম। আমার কিন্তু কোন গির্জ্জা বাঁধা ছিল না। কোন রবিবারে Roman Catholic Churchএ, কোন রবিবারে Methodist Churchএ, কোন রবিবারে

Baptist, কোন রবিবারে Presbyterian, কোন রবিবারে Christian Church, কোন রবিবারে Unitarian Churchএ, কোন রবিবারে Vedanta Societyতে যাইতাম। আমি "যেখানে সকলে মাথা নত করে, সেখানে তুমিও কর।" "যে নাম দিয়ে ভগবানকে ডাকিবে সেই নাম দিয়ে তাঁহাকে পাবে।" এই ভাব লইয়া উপাসনায় যোগ দিতাম। এই রূপে অনেক minister ও ধর্ম্ম প্রচারকদের সহিত আমার আলাপ হয়। ঐরূপ নিয়মমত গির্জ্জাতে যাওয়াতে মার্কিন লোকেরা ভাবিতেন যে আমি খৃষ্টান হইব; এমন কি আমার কোন কোন ভারতীয় বন্ধুও তাহাই মনে করিতেন। আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য আর কিছু ছিল না শুধু ইহাদের জীবনে প্রকৃত ধর্ম্মের পিপাসা কত খানি তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে ও ভারতকে পুস্তকে যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা যে অসত্য তাহাও বুঝাইতে। যখন কোন মিসনারি ভারতের ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারকে আক্রমণ করিয়া বলিতেন আমাকে তাঁহাদের বক্তৃতার পর speech দিয়া প্রতিবাদ করিতে হইত।

আমার স্মরণ আছে একদিন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Morrow Hallএ রবিবারের প্রাতঃকালের উপাসনায় Rev. Anderson ভারতবর্ষের ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া বলেন। তাঁহার বলা শেষ হইলে আমি congregationএর মধ্য হইতে বলিয়া উঠি, "রেভারেণ্ড এণ্ডার্সন্! আমি ভারতের লোক, আমাকে আপনি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক এখনই কিছু বলিতে অনুমতি দিবেন?" তিনি তৎক্ষণাৎই অনুমতি দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ extempore speech দিই, তাঁহাকে বলি, "মিসনারিদের লিখিত পুস্তক পড়িয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপার ঠিক বুঝা যায় না। ওসকল পুস্তক যতই আপনারা পড়িবেন ভারতবর্ষকে

ততই কম চিনিতে পারিবেন। ওসকল পুস্তকে তিলকে তাল করিয়া বর্ণনা, মিথ্যা ভিন্ন সত্য কথা থাকে না। এরূপ অসত্য statement লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই খৃষ্টান মিসনারিদিগকে অর্থ দেওয়া হয়। আমি ভারতবর্ষে ফিরিলে যদি আমার দেশের লোককে বলি আমেরিকার লোকেদের নিকট ধর্ম্মটা একটা farce, যে আমরিকার কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক ধূমপান করেন ও মদ্যপান করেন, তাহলে আমার কি আমেরিকার ঠিক খবর আমার দেশের লোকের নিকট দেওয়া হবে? কখন নহে—সেইরূপ ঐ খৃষ্টান মিসনারিরা করিতেছেন। যদি ঐ সকল মিসনারি orientদের মধ্যে যাহা ভাল তাহা লইয়া দেশে ফিরিতে পারিতেন তাহা হইলে আজ আপনারা কত ভাল হইতে পারিতেন...” *আমার বলা শেষ হইলে রেভারেণ্ড এণ্ডার্সন্ “ভাই হিন্দু, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমি ভারতের কথা বলিতে গিয়া আপনার প্রাণে ব্যথা দিয়াছি।” এই বলিয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Havana Biological Station (Quiver Lakeএর ধারে) তে যখন আমি Summer School এর ছাত্র হইয়াছিলাম সেই সময় Illinois State Epworth League Chautauqua lecture'র ব্যবস্থা ছিল। ঐসকল বক্তৃতা শুনিবার জন্য নানা স্থান হইতে অনেক যুবক যুবতীর সমাগম হইত। অমুক সময় হইতে অমুক সময় অবধি Bible class, Foreign mission study class, Public lecture এরূপ প্রোগ্রাম ছিল। আমিও সুযোগ পাইলেই উহাদের

* সম্প্রতি মিস Vesta V. Bosler তাঁহার এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছেন, “The members of the Christian church at my town lectured one night on India. It was as you had said, the worst of life in India is about all that is portrayed to us.”

class attend করিতাম ও বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। একদিন বক্তৃতার সময় New World ও Old World এর ম্যাপ টাঙ্গান হইয়াছে, যে যে kingdomগুলিতে heathens থাকে সেই গুলিকে অদ্ভুত রং করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে আমার kingdom অর্থাৎ ভারতবর্ষকেও heathen kingdomএর মধ্যে ফেলা হইয়াছে। ঐ ম্যাপের উপরে খুব বড় অক্ষরে লেখা আছে—"Watchman. What of the night? The morning cometh. Go ye into all the World, and preach the Gospel to every creature, My people are destroyed for lack of knowledge." সে দিন ঐসব পাদরিদের বক্তৃতার পর speech দিয়া বলিলাম, "আপনারা Christendomনিবাসী, আর আমি heathendom নিবাসী—অবশ্য তাহা আপনাদের কথায়। আমি ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ দাঁড়াইয়া বলিতে পারি যে আমরা কোন ধর্ম্মকে এমনভাবে আক্রমণ করি না। ঐ যে গান যাহা শুনিলাম, "See the heathens bow down the idol" এরূপ ভাবে গানও আমরা সৃষ্টি করি না। আপনাদের দেশেই অনেক খারাপ আছে, আপনাদের দেশেই বেশী মিসনারির দরকার। আপনাদের ঐসব মিসনারিকে ভারতে বা বিদেশে না পাঠিয়ে যদি আপনাদের দেশের জন্য রাখেন তাহলে অনেক ভাল হবে। আমি দেখছি যে আপনাদের দেশে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বেশী মিসনারির প্রয়োজন। সমুদ্র পার হইয়া আমাদের দেশে আসিবার পূর্ব্বে আপনাদের দেশের লোককে অগ্রে সভ্য করুন।" * এই বক্তৃতার পর আমার বন্ধুরা আমার নাম Rev. Sinha দিয়াছিলেন।

Miss Vesta V. Bosler তাঁহার আর একখানি পত্রে আমাকে লিখিয়াছেন, "You are wise in your decision. It seems that this country should

Chautauquaতে আর একদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমি গাছ তলায় পায়চারী করিতেছিলাম। একটী ২০ বৎসরের কুমারী মেয়ে যিনি Illinois Epworth Leagueর একজন পাণ্ডা তিনি আমাকে একটী বেঞ্চিতে বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতে বলেন। তাঁহার প্রথম প্রশ্ন এই—"প্রভু যিশুখৃষ্ট যে তোমার একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা তাহা কি তুমি ভাব?" আমি উত্তরে বলিলাম, "আমার তাঁহাকে ঐ ভাবে মনে করিতে intellectual difficulty আছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি intellectual difficulty?" আমি তখন মনে মনে ভাবিলাম যে ২০ বৎসরের মেয়ের সহিত এ বিষয় আলোচনা করা বৃথা, তবে যাহাই হউক, উহাকে বুঝান দরকার বলিয়া আমি বলিলাম, "কুমারী মেরীর গর্ভে খৃষ্টের জন্ম কি প্রকারে হইল? কোন বিজ্ঞান ইহার প্রমাণ করাতে পারে? শোন ভগ্নি! এ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ।" এই শুনিয়া তিনি খানিক চুপ করিয়া থাকেন, তাহার পর ফের বলেন, "তুমি জান যে খৃষ্টান মিসনারিরা অর্থ দিয়া অনেক হিন্দুকে সাহায্য করেন।" "হাঁ—এ বিষয় আমি অবগত আছি।" "আমি শুনিয়াছি যে তোমার অর্থের অভাব আছে, তুমি খৃষ্টান হও, তোমার আর অভাব থাকিবে না।" "ধন্যবাদ, কিন্তু খৃষ্টান হ'লে আমাকে সৎবংশের ভারতীয় মেয়েকে পত্নীস্বরূপ লইতে বেগ পাইতে হইবে।" "কেন, আমার যে গাঁয়ে বাড়ী সেখান থেকে আমি তোমার মার্কিন স্ত্রী জুটিয়ে দিতে পারিব।" "ওঃ কি নীচ তোমার ব্যবসা! Bibleএ কোনখানে এমন প্রলোভন দেখিয়ে খৃষ্টান করিতে লেখা আছে নাকি?"*

be cleansed from sin first, after which it would be time to begin the work in foreign fields."

* Will India Become Christian?" in the American Journal of Theology (Published by the University of Chicago.) April, 1914.

সিকাগো হইতে Theologyর একজন অধ্যাপক (তাঁহার নাম আমার স্মরণ নাই) Epworth League attend করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "খৃষ্ট সংক্রান্ত যে সব ছবি ও গল্প আপনারা দেখেন বা শুনেন, তাহা সব দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী got up অর্থাৎ সৃষ্টি। খৃষ্ট নামে কোন মানুষ বা দেবতাই ছিল না।" তিনি আমাকে ঐ কথাগুলি ভারতে আসিয়া বলিতে বলিয়াছিলেন। উহা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। আমাদের ধর্ম্মের অনুকূলে unitarianরা প্রায়ই বলেন। Urbanaর Unitarian Churchএর minister Rev. Vail তাঁহার sermonএ বলিয়াছিলেন, "হিন্দু prophetদের তুলনায় খৃষ্ট একটী ক্ষুদ্র দার্শনিক। হিন্দু ভগবানকে যতক্ষণ না দেখিতেছে বা না অনুভব করিতেছে ততক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিবেই করিবে।"

এদেশের রবিবারটা বড় পবিত্র ও সুখের দিন, সে দিনকে "Lord's Day" বা "Holy Sabbath" বলে। সেদিন পুরুষরা Sunday suit অর্থাৎ কাল পোষাক পরিয়া গির্জ্জায় যায়। সে দিন মাছ ধরা, কি প্রজাপতি ধরা নিষিদ্ধ। মদের দোকানও খোলা থাকে না। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের motto ছিল, "I'd rather fail on Monday than study on Sunday" (সোমবারের পরীক্ষায় ফেল হইব সেও ভাল তথাপি রবিবারে পড়িব না)। সে দিন Salvation armyর পুরুষ ও নারীরা রাস্তায় রাস্তায় পতাকা লইয়া ঝুমঝুমি বাজাইয়া খৃষ্টের স্তুতিগান করেন, এইরূপে জনতা হয়। শেষে সেই জনতাকে লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন পার্কেতে ঢুকিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করা হয়। যদি ১০ ডলার পুরিতে ৩৫ সেণ্ট কম থাকে, তখন তাঁহারা এই বলিয়া ভিক্ষা করেন, "যিশুখৃষ্টের কাজে ভাঙ্গা ভক্তি

যানায় না, এমন কি কোন দয়ালু লোক নাহি যিনি আমাদের এই ভাঙ্গা ভক্তিটা পুরিয়ে দিতে পারেন?" অমনি আর ২৫ সেণ্ট কেহ ছুঁড়িয়া ফেলেন। তখন আবার বোল চালেন, "তবে খৃষ্টের কাজের জন্য আজ ১০ ডলার পূর্ণ হ'ল না।" এ অবাধ যেমন বলা, তখন আবার ১ ডলার কেহ ফেলিলেন, আবার কেহ ১০ সেণ্ট ছুঁড়িয়া ফেলিলেন—এইরূপে আবার ভাঙ্গাভক্তি পুরাইয়া উঁহারা লইয়া যান। গির্জ্জাতে গেলে সেখানেও collection লওয়া হয়।

Foreign mission উপলক্ষে সভা হইলে তখন অনেক টাকা উঠে। আমেরিকানদের অনেক টাকা হইয়াছে, ইঁহারা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে এত টাকা লইয়া কি করিবেন। তাই ইঁহারা Foreign missionary propaganda করিয়া দলে দলে ছেলে মেয়েদিগকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আফ্রিকা, চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে পাঠাইতেছেন। এক্ষণে কথা হইতেছে আমরা আমাদের ধর্ম্ম আমেরিকাতে প্রচার করিব কি না। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার পথ সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের নাম চিরদিন আমেরিকাতে অমর থাকিবে। Springfieldএ Illinois State House আছে, তথায় Governor's reception room দেখিতে যাই। তথাকার একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামী বিবেকানন্দের মতন লোক আপনার ভারতবর্ষে আর কয়জন আছেন?" আমি বলিলাম, "যেমন আপনার দেশে খৃষ্টের মৃত্যুর পর খৃষ্টের স্থান পূরণ হয় নাই, সেইরূপ বিবেকানন্দের স্থান অদ্যাপি পূরণ হয় নাই; তাঁহার মতন লোক আর ভারতে দ্বিতীয় নাই।" আমি আমেরিকায় থাকিতে আরো শুনিয়াছি যে স্বামী বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা দিতেন, আমেরিকার মহিলারা তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিতেন,

তাঁহার বক্তৃতার পর তাঁহার চোগাচাপকান স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ লইতেন। মার্কিন রাজ্য ধর্ম্মের এক বিশেষ স্থান। অনেকগুলি বেদান্ত সোসাইটি মার্কিন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া Radha temple, Buddha temple, Sikh temple প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব দেখিয়া মনে হয় ভারত চেষ্টা করিলে অনেক পাশ্চাত্য জাতিকেই নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারে।

"আমেরিকার গির্জ্জাতে যখনই দর্শক কিম্বা বিদেশীয় রবিবারের উপাসনায় আসেন, প্রচারক বেদী হইতে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন, "Please tarry a little in the basement after our service. We shall be glad to meet you." বক্তৃতার পর প্রচারক ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়া তাঁহাদের সহিত করমর্দ্দন ও আলাপ করিয়া থাকেন ও নিয়মমত তাঁহার গির্জ্জায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণও করেন। আমরা সভ্য নহি, কিন্তু এ হেন আপ্যায়িতে গলিয়া যাই। এইরূপে নিয়মমত আসা যাওয়া করিলে ক্রমে ক্রমে আচার্য্য প্রত্যেক সভ্যের সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন।"* কোন গির্জ্জাতে ভিতরে লেখা আছে, "God is our refuge and strength," কোনটায় লেখা আছে, "The Lord reigneth, let the earth rejoice," বাহ্যিক আড়ম্বরটা খুব। কতকগুলি বাঁধা "গৎ" আছে যেমন দাঁড়ান, হাঁটুগাড়া, Doxology গাওয়া। আমেরিকার লোকেদের মধ্যে ধর্ম্মের পিপাসা যে নাই তাহা আমি বলিতেছি না। তবে যুবক যুবতীদের গির্জ্জায় যাবার সময় বেশ সাজ গোজটা করিয়া যাইতে দেখি। কুমার যুবকবৃন্দেরা গির্জ্জায় যান তাঁহাদের ভাবী পত্নী বা sweetheartকে গির্জ্জা ভাঙ্গার পর Lovers' lane দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া

---

* ১৩২২'র ১লা আশ্বিনের তত্ত্ব কৌমুদীতে আমার লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

একটু বেড়াইবেন এই উদ্দেশ্যে। আমি কতবার দেখিয়াছি এইরূপ অনেক যুবক গির্জ্জা ভাঙ্গার পর বাহিরে wall-flowerএর ন্যায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেমন এক একটী (যার যে ভাবী পত্নী) বাহির হইতেছেন, অমনি তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে চলিলেন। যে দিন pastor (ধর্ম্মযাজক) সুদীর্ঘ sermon দেন সে দিন Congregationদের ধৈর্য্য থাকে না। এমন যুবক যুবতীও আছেন যাঁহারা সেই সময় ধর্ম্মযাজককে অভিসম্পাতও করেন। উহা অপেক্ষা আরো খারাপ দৃশ্য গির্জ্জাতে দেখিয়াছি তাহা আমেরিকার একটী সংবাদপত্রে ও প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে অনুদিত করিয়া দিতেছি :—Ohio ষ্টেটের অন্তর্গত Mt. Gileadএর Disciple Churchএর minister Rev. Henry W. Ireland sermon দিবার সময় congregationকে বলেন, "আমি তরুণ যুবকদিগকে দেখছি তাহারা গির্জ্জাতে আসে আর কোন উদ্দেশ্যে নহে কেবল pewর পাশে কাত হয়ে সুন্দরী মেয়েটীর ঠোঁট চুম্বন করিতে এবং সে চুম্বনের শব্দ এত জোরে হয় যে সমস্ত হলে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। এইরূপ আলিঙ্গন ও চুম্বন শুধু কেবল তরুণীদের মধ্যে গির্জ্জাতে হয় তাহা নহে এমন কি বয়স্কদের মধ্যেও ঐরূপ দেখিয়াছি এবং তাঁহারা আমার sermon দেবার ব্যাঘাত ঘটান।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

খৃষ্টান দেশের বড় দিন

আমি বড়দিনের সময় দুইবার ক্যানেডাতে, আর দুইবার মার্কিন রাজ্যে, আর একবার লণ্ডনে কাটাই। আমি যে বাড়ীতে থাকিতাম, সেই বাড়ীর landlady বড়দিনের দিন আমার ঘরটীকে ফুল পাতায় বেশ সাজাইয়া দিতেন। দোকানদারগণ বড়দিনের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের window display এর একটু নূতন রকম ব্যবস্থা করিত। পথের যাবতীয় লোক ঐরূপ দোকান সাজান দেখিয়া মুগ্ধ হইত। কোন দোকানে কেকের মস্ত বড় একটী ষাঁড় গঠন করিয়া রাখে। কোন দোকানে কেকের এক খানি বড় Bible করা হয়, Bible টা দুই ভাগ অর্থাৎ পাতা খোলা অবস্থায় থাকে, পাতায় খুব বড় করিয়া লেখা, "Christ is born in Bethlehem," এবং ঐ খোলা Bibleকে চারিজন শিশুতে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে এরূপ দেখান হয়। শিশুগুলিও কেকের তৈয়ারী। বড়দিনের সময় দোকান সাজানর কারণ যাহাতে লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে উপঢৌকন দিবার জিনিষ কেনে। বড়দিনের পূর্ব্বের কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যূষে রাস্তায় উষাকীর্ত্তন হয়। তখন সাহেব মেমেরা বেহালা বাজাইয়া নিম্নলিখিত গানটী প্রত্যহ গায় :—

"Hark! the herald-angels sing
Glory to the new-born king,
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled.

Joyful, all ye nations, rise,
Join the triumph of the skies;
With the Angelic host proclaim,
"Christ is born in Bethlehem.'"

(লণ্ডনে থাকিতে Christmas eveএ St. Paul's Cathedralএ যাই, তথায় ঐ গানটী আমি ইংরাজদের সহিত গাই।)

ক্যানেডার কোন কোন পরিবারে Christmas tree ঘরের মধ্যে পোতা হয়। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের নামে নানা রকম দ্রব্য খেলানা, নাম লিখিয়া গাছে লটকান থাকে। Christmas eveএ আমরা তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া পৌঁছিলে, আমাদের প্রত্যেককে Bibleএর কোন একটী verse আবৃত্তি করিতে হইত, ও তখন নিজের নিজের নামের উপহার পাইতাম।

২৫শে ডিসেম্বর হচ্ছে বড়দিন। এ দিন ঘুম হইতে উঠিয়া যাহার যাহার সহিত দেখা হয় তাহাদিগকে বলিতে হয়, "Wishing you a merry X'mas" (তোমার বড়দিনটা সুখে কাটুক)। যাঁহাকে বলা হয় তিনি আবার উত্তরে বলেন, "Thank you, same to you and many of you" (তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি, তোমার এবং তোমাদের মতন আর সকলকার তাহাই হউক)। কি সুন্দর কথাগুলি, কি প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ। সে দিন পত্র লিখিলে পত্রের শিরোনাম তারিখ এইভাবে দিতে হয়— X'mas, 1920 বা X'mas, 1921। যেমন আমাদের দেশের শারদীয় পূজার সময় আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী হইতে কাপড় চোপড়ের তত্ত্ব আসে, সেই তত্ত্ব পাইবার জন্য ছোট বড় সকলে যেমন ব্যস্ত হয় ঠিক সেইরূপ X'mas dayতে উপহার, তাহা ক্ষুদ্রই হউক বা বড়ই হউক, খৃষ্টান দেশের লোকেরা পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। কাহার কাহারও নামে ২০।২৫ টার বেশী উপহারও আসে। সে অতি হতভাগা যে সে দিন কোনরূপ

উপহার না পায়। আমি খৃষ্টান না হইয়াও কত উপহার পাইয়াছি। সেগুলির দিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় আবার Christendomএ ছুটে যাই। এক এক সহরেতে এত X'mas উপহার postal পার্সেলে আসে যে বেচারা ডাকপিয়ন একলা আনিতে পারে না। কখন গাড়ী যুতিয়ে বাড়ী বাড়ী বিলি করিতে আসে। আবার কোথাও কোথাও ডাকঘরে গিয়েও আনিতে হয়। সেই সকল উপহার যাহারা পায় তাহাদের মনে কতই আনন্দ যে হয় তাহা আমার লেখনীর সাধ্য নাই যে বর্ণনা করিতে পারে।

বড় দিনের দিন ভালরূপ খাবার ব্যবস্থা থাকে। সে দিন dinner time এক ঘণ্টা দেরীতে ধার্য্য হয়। সে দিন দুইবার তিনবার করিয়া গির্জ্জায় যাইয়া sermon শুনিতে হয়। খৃষ্টান দেশের বড় দিন এমনি সুখে কাটে। আজ ভারতে (পাশ্চাত্য জগতের লোকেদের কথায় "heathendom"এ) ফিরিয়া আসিয়াছি, তাহার এক-চতুর্থাংশ আনন্দও বড়দিনে পাই না। Christendom আর heathendomএ এই উৎসবের কতখানি যে পার্থক্য তাহা যাঁহারা বড় দিনে Christendomএ কাটাইয়াছেন তাঁহারাই বেশ বুঝিবেন।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
পয়িচ্ছেদ	পরিচ্ছেদ	২৩	
ঢ্ঁকাইয়া	ঢুকাইয়া	৪৮	১০
Street এরচীনে	Streetএর চীনে	৫৭	২৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	৫৯	
must-ache	mustache	৬২	৮
একদিন	"একদিন	৬৪	১৭
যমদূত	যমদূত	৬৫	১২
ভাড়ার	ভাঁড়ার	৮৪	১
বৎস্রের	বৎসরের	৮৫	২১
।	,	৮৮	২০
বসিয়া	বসিয়া।	৮৯	১৬
সভ্য এ এক সময়	সভ্য এক সময়	৯৬	১১
বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয়	৯৬	১৮
পুরাতণ	পুরাতন	৯৭	৪
এ	তে	৯৭	২৪
সহচার	সহচরী	১০৪	২৫
যাহার সহিত স্বচ্ছন্দে	যাঁহার সহিত স্বচ্ছন্দে	১০৫	৪
মর্কিন দেশে	মার্কিন দেশে	১১২	৪
যে.	যে	১১৩	১৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
পুরুষের সহিত নারী… শিক্ষা লাভ করে ও নারীর সহিত পুরুষ শিক্ষা লাভ করে।	পুরুষ ও নারী এক … সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষকও স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ই হইতে পারে।	১১৬ …	৭-৮
ঋতূ …	ঋতু …	১১৮ …	২৪
নাপতানী …	নাপিতানী …	১২১.	১১, ১৩,২৪
ষিনি …	যিনি …	১২২ …	৪
রমনী …	রমণী …	১২২ …	১০
বামাবাধিণী …	বামাবোধিনী …	১৩৩ …	২২
দাড়ী	দাঁড় …	১৪৪ …	২০
ইতঃস্তত …	ইতস্ততঃ …	১৪৬ …	১২
গজ …	হাত …	১৪৭ …	২৪
অদ্ভূত …	অদ্ভুত …	১৫১ …	২৪
চাষাদেব …	চাষীদের ..	১৫৪ …	২
ষখন …	যখন …	১৫৪ …	২৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ …	দ্বাদশ পরিচ্ছেদ …	১৫৫ …	
দভি তঞ্চল …	দক্ষিণ অঞ্চল …	১৫৮ …	২৪